শাস্ত্রগ্রন্থ-শ্রেণী

সাঙ্খ্যদর্শন

(সাঙ্খ্য-প্রবচন সূত্র)

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনুদিত

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দি

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যা

মহর্ষি-কপিলকৃত

সাঙ্খ্যপ্রবচন-সূত্র

প্রথম অধ্যায়

আভাস :—পুত্রাদি-বিয়োগজন্য শোক বা জন্মজন্মান্তরীয় পাপক্ষয় হেতু বৈরাগ্যবান্ পুরুষের মোক্ষশাস্ত্রে প্রবৃত্তি হয়। মোক্ষশাস্ত্রে জ্ঞানবান্ পুরুষই বস্তু ও অবস্তু বিচার দ্বারা যথার্থ জ্ঞানলাভ পূর্ব্বক পরম বৈরাগ্য বশতঃ মোক্ষলাভের অধিকারী হইয়া থাকেন। সেই জন্যই পরম-কারুণিক মহামুনি ভগবান্ শ্রীকপিলদেব জগতের উদ্ধার-মানসে মোক্ষ-শাস্ত্র আরম্ভ করিয়া মুক্তির স্বরূপ বর্ণনা করিতেছেন :—

অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ। ১

বঙ্গানুবাদ :—অথ শব্দ মঙ্গলবাচক, এই জন্যই গ্রন্থের প্রারম্ভে অথ শব্দ প্রযুক্ত হয়। ত্রিবিধ দুঃখের যে অত্যন্ত-নিবৃত্তি, তাহাই অত্যন্ত অর্থাৎ পরমপুরুষার্থ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ১

তাৎপর্য্যার্থ :—আত্মাকে অর্থাৎ শরীর ও মনকে অধিকার করিয়া যে রোগ-শোকাদিরূপ দুঃখ উপস্থিত হয়, তাহার নাম আধ্যাত্মিক দুঃখ। মনুষ্য, পশু, পক্ষী ও সর্পাদি প্রাণিসমূহকে অধিকার করিয়া অর্থাৎ

তাহাদের কর্ত্তৃক যে দুঃখ উপস্থিত হয়, তাহার নাম আধিভৌতিক। শনৈশ্চরাদি-গ্রহ ও ভূতাদি অপদেবতাগণকে অধিকার করিয়া অর্থাৎ তাহাদের কর্ত্তৃক যে দুঃখ উপস্থিত হয়, তাহার নাম আধিদৈবিক। এই ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তি অর্থাৎ অনন্তকালের জন্য উপশম, অর্থাৎ আর কখনও আত্মাতে কোনরূপ দুঃখের অনুভূতি না হওয়া। ফল কথা, সমস্ত জড়সম্বন্ধরহিত হইয়া কেবল আত্মস্বরূপে অবস্থান করার নাম মুক্তি। ১

আভাস:—সত্যই দুঃখনিবৃত্তি পুরুষার্থ, কিন্তু দুঃখনিবৃত্তির জন্য লৌকিক নানাবিধ সহজ উপায় আছে। অতএব বহু পরিশ্রম ও কষ্টসাধ্য শাস্ত্রীয় যমনিয়মাদি উপায় অবলম্বন করিবার আবশ্যক কি?:—

ন দৃষ্টাৎ তৎসিদ্ধির্নিবৃত্তেরপ্যনুবৃত্তিদর্শনাৎ। ২

বঙ্গানুবাদ:—শাস্ত্রবিহিত উপায় ভিন্ন দৃষ্ট উপায় (ঔষধ, কামিনী-কাঞ্চন ও মণিমন্ত্রাদি) দ্বারা উক্ত দুঃখ-সমূহের নাশ হয় না। যাহার বা নাশ হয়, তাহাও স্থায়ী হয় না। কারণ, পরক্ষণেই সেই দুঃখ বা তাদৃশ অন্য দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয়। ২

তাৎপর্য্যার্থ:—দুঃখনিবৃত্তিমাত্রকেই পুরুষার্থ বলা যায় না। দুঃখের উৎপত্তি-নিবৃত্তি, অর্থাৎ অনন্তকালেও আর কোনরূপ দুঃখের উৎপত্তি না হওয়াই প্রকৃত পুরুষার্থ। কারণ, শারীরিক দুঃখনিবৃত্তির জন্য উৎকৃষ্ট ঔষধাদি, মানসিক দুঃখনিবৃত্তির জন্য স্রক্‌চন্দনবরবনিতাদি, আধিভৌতিক দুঃখনিবৃত্তির জন্য নীতিশাস্ত্র—মনীষিগণ কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত উপায়াদি এবং আধিদৈবিক দুঃখনিবৃত্তির জন্য গ্রহশান্তি ও মণিমন্ত্রাদিরূপ বিবিধ উপায় আছে সত্য, কিন্তু তদ্দ্বারা কোনরূপ দুঃখের নিবৃত্তি হইলেও দুঃখের উৎপত্তি-নিবৃত্তি হয় না, সেই জন্যই দুঃখনিবৃত্তিও আত্যন্তিক হয়

না। কারণ, পরক্ষণেই আবার সেই দুঃখ বা তৎসদৃশ অন্য দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয়। অতএব দৃষ্ট উপায় দ্বারা মুক্তি সিদ্ধ হয় না। ২

আভাস :—যদি ধনাদি অর্জ্জন দ্বারা দুঃখের নিবৃত্তি হস্তিস্নানের ন্যায় বৃথা হয়, অর্থাৎ হস্তী যেমন স্নানের পরক্ষণেই ধূলামাটী মাখিয়া পূর্ব্ববৎ অপরিষ্কৃত হয়, সেইরূপ যদি ধনাদিতে দুঃখের নাশের পরক্ষণেই আবার দুঃখোৎপত্তি হয়, তবে পুরুষ কেন তাহার জন্য এত লালায়িত হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

প্রাত্যহিকক্ষুৎপ্রতীকারবৎ তৎপ্রতীকারচেষ্টাবৎ পুরুষার্থত্বম্। ৩

বঙ্গানুবাদ :—ভোজন দ্বারা যেমন প্রাত্যহিক ক্ষুধার শান্তি হয়, ধনসম্পত্তি দ্বারাও তদ্রূপ স্থূলদুঃখের উপশম হইতে পারে; এই জন্যই লোকে ধনাদি উপার্জ্জনে চেষ্টা করে বলিয়া তাহা পুরুষার্থ। কিন্তু ধনাদি দ্বারা দুঃখনিবারণকে পরম নিবৃত্তি বলা যায় না। ৩

তাৎপর্য্যার্থ :—যেমন ক্ষুধাতুর ব্যক্তি প্রত্যহ পানভোজনের দ্বারা তৃপ্তিলাভ করে বলিয়া তাহা পুরুষার্থ, তদ্রূপ লৌকিক উপায়ের দ্বারাও তৎকালীন স্থূলদুঃখের উপশম হয় বলিয়া তাহা পুরুষার্থ। কিন্তু তাহা আত্যন্তিক পুরুষার্থ নহে। কারণ, উৎকৃষ্ট অন্নাদি ভোজনে যেমন তৎকালীন ক্ষুধার ক্লেশ দুরীভূত হইলেও আবার কালান্তরে তাহার উদ্রেক হয়, তদ্রূপ লৌকিক উপায়ে তাৎকালিক দুঃখের নিবৃত্তি হইলেও আবার কালান্তরে তাহার উৎপত্তি হইয়া থাকে, অর্থাৎ চিরদিনের জন্য একেবারে নিবৃত্তি হয় না। অতএব এই লৌকিক উপায় (ঔষধাদি) সামান্য পুরুষার্থ। ৩

আভাস :—লৌকিক উপায়ে নিষ্পন্ন পুরুষার্থের নিকৃষ্টত্ব যে বিজ্ঞজনেরও অনুমোদিত, তাহাই প্রতিপাদন করিয়া বলিতেছেন :—

সর্ব্বাসম্ভবাৎ সম্ভবেঽপ্যত্যন্তাসম্ভবাৎ হেয়ঃ প্রমাণকুশলৈঃ। ৪

বঙ্গানুবাদ :—লৌকিক উপায়ে সকল দুঃখের উপশম হয় না, হইলেও তাহা আত্যন্তিক নহে। কারণ, পরক্ষণেই আবার সেই সেই দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয়। অতএব শাস্ত্রবিৎ অর্থাৎ বিবেকী ব্যক্তিগণ লৌকিক উপায়কে হেয় বলিয়া ত্যাগ করত শাস্ত্রীয় উপায়কেই উপাদেয়-রূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। ৪

তাৎপর্য্যার্থ :—লৌকিক উপায় (ধন-সম্পত্তি, সুন্দরী রমণী ও ঔষধাদি) দ্বারা যে ক্ষণস্থায়ী দুঃখের নিবৃত্তি হয়, তাহাও প্রকৃতপক্ষে দুঃখের নাশক না হইয়া দুঃখের পোষকই হইয়া থাকে। কারণ, একটি দুঃখনিবৃত্তি করিতে গিয়া তজ্জন্য আরও দশটি দুঃখ ভোগ করিতে হয়। ৪

আভাস :—লৌকিক উপায়েই ত রাজ্য ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া সকল দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় এবং পরম সুখে কালযাপন করা যায়। ধনী লোকেরা যে সুখী, তা কে না জানে? সুতরাং মুক্তি-লাভের জন্য পরিশ্রম করিবার আবশ্যক কি? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

উৎকর্ষাদপি মোক্ষস্য সর্ব্বোৎকর্ষশ্রুতেঃ। ৫

বঙ্গানুবাদ :—লৌকিক উপায়ের দ্বারা লভ্য রাজ্য ঐশ্বর্য্যাদি অপেক্ষা মোক্ষই শ্রেষ্ঠ। কারণ, শ্রুতি মোক্ষেরই সর্ব্বোৎকৃষ্টতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। ৫

তাৎপর্য্যার্থ :—লৌকিক সাধনের দ্বারা অতুল রাজ্য ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াও, রাজরাজেশ্বর পৃথিবীপতি দুঃখশূন্য হইতে পারেন না। কারণ,

তাঁহাকেও রাজ্যশাসন, প্রজাপালন, বিদ্রোহদমন প্রভৃতির জন্য এবং উত্তরোত্তর আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধি হেতুক সর্ব্বদা চিন্তাদিরূপ বিবিধ ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। অতএব সর্ব্বদুঃখনিবর্ত্তক মুক্তিই যে রাজ্য ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহাতে আর অধিক বক্তব্য কি আছে ? ৫

আভাস :—লৌকিক সাধনলভ্য রাজ্য ঐশ্বর্য্যাদির দ্বারা পরম দুঃখের নিবৃত্তি না হউক ; কিন্তু শাস্ত্রীয় উপায়-সাধ্য যাগযজ্ঞাদি বৈদিক কর্ম্মের দ্বারা ত আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তি হইতে পারে। তদুত্তরে বলিতেছেন :—

অবিশেষশ্চোভয়োঃ। ৬

বঙ্গানুবাদ :—দৃষ্ট উপায় অর্থাৎ ধনাদি এবং বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড উভয়ই তুল্য।—ইহার কারণ এই যে, কি ধনাদি, কি যাগযজ্ঞাদি কিছুতেই আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তির সম্ভাবনা নাই। বিবেকজ্ঞান জন্মিলেই মোক্ষরূপ পরমপুরুষার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৬

তাৎপর্য্যার্থ :—লৌকিক সাধনলভ্য রাজ্য ঐশ্বর্য্য যেমন ক্ষয়শীল ও দুঃখমিশ্রিত, বৈদিক সাধন যাগযজ্ঞাদি দ্বারা লভ্য স্বর্গও সেইরূপ ক্ষয়শীল ও দুঃখমিশ্রিত। কারণ, লৌকিক কর্ম্মার্জ্জিত রাজ্য ঐশ্বর্য্যাদি যেমন কালে নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ বৈদিক কর্ম্মার্জ্জিত স্বর্গাদিও কালে নষ্ট হইয়া যায়। গীতাতে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে ঐ কথাই বলিয়াছেন, যথা—"ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি" অর্থাৎ যাগযজ্ঞাদিরূপ কর্ম্মজন্য পুণ্য ক্ষয় হইয়া গেলেই জীবকে আবার এই দুঃখপূর্ণ সংসারে আসিতে হয়। পৃথিবীতে যেমন লৌকিক উপায়ের তারতম্য বশতঃ ধনসম্পত্তির তারতম্য হওয়ায় আপনা অপেক্ষা অধিক-ধনবান্ ব্যক্তিকে দেখিয়া তাহা অপেক্ষা অল্প-ধনবান্ ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা ও ঈর্ষ্যা প্রভৃতি দুঃখ হয়, তদ্রূপ যাগযজ্ঞাদি

পুণ্যের তারতম্য বশতঃ স্বর্গেও সুখভোগের তারতম্য হয়; অর্থাৎ পুণ্যের আধিক্য বশতঃ কেহ বা ইন্দ্রত্ব পাইলেন এবং পুণ্যের অল্পতা বশতঃ কেহ বা ক্ষুদ্র দেবত্ব পাইলেন। সেই জন্য স্বর্গেও অধিক-পুণ্যবান্ ব্যক্তির সুখ দেখিয়া অল্প-পুণ্যবান্ ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা, ঈর্ষ্যা প্রভৃতি দুঃখ হইয়া থাকে। বিশেষতঃ লৌকিক উপায়ের ন্যায় বৈদিক উপায়েও অনেক স্থলে জীবহত্যাদিরূপ হিংসাজনক কার্য্য করিতে হয়। সেই জন্য যে পাপ হয়, তাহাতে স্বর্গেও দুঃখসম্পর্কশূন্য সুখভোগ করিবার অধিকার কোথায়? কেহ হয় ত মনে করিতে পারেন যে, শাস্ত্রবিহিত বৈধহিংসায় আবার পাপ কি? কিন্তু সেরূপ কথা মনে করায় কোন ফল নাই। কারণ, "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানি" অর্থাৎ কোন প্রাণীকেই হিংসা করিবে না, এইটিই প্রকৃত বেদের হৃদয়ের কথা। তবে যে যজ্ঞাদিতে হিংসার ব্যবস্থা দেখা যায়, তাহা কেবল রাজ্য, ঐশ্বর্য্য ও স্বর্গাদি কামনাপূর্ণ অবিবেকী ব্যক্তির জন্য। তাই শ্রুতিও বলিয়াছেন—"ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ।" অর্থাৎ বিবেকী ব্যক্তি স্বর্গসুখ, পুত্রলাভ ও ধনসম্পত্তি-স্পৃহা সমস্তই পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই পরম শান্তি লাভ করেন। আর অবিবেকী বিবিধ কামনার বশবর্ত্তী হইয়া মৃত্যুতুল্য যন্ত্রণা ভোগ করে। শ্রুতি যথা—"কর্ম্মণা মৃত্যুমৃষয়ো নিষেদুঃ প্রজাবন্তো দ্রবিণমীহমানাঃ" অতএব আত্মজ্ঞান ব্যতীত লৌকিক ও বৈদিক কোন উপায়েই মুক্তি সিদ্ধ হইতে পারে না। ৬

আভাস:—দুঃখনিবৃত্তিই মুক্তি, এই কথা বলাতে দুঃখসংযোগই বন্ধন, ইহাই বলা হইল। তবে কি এই বন্ধন স্বাভাবিক? তদুত্তরে বলিতেছেন:—

ন স্বভাবতো বদ্ধস্য মোক্ষসাধনোপদেশবিধিঃ। ৭

বঙ্গানুবাদ :—বন্ধনকে স্বাভাবিক বলা যায় না। যদি স্বাভাবিক হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রোক্ত মোক্ষোপায় ও তদ্বিধান বিফল হইয়া যায়। যদি বন্ধন স্বাভাবিক হইত, তাহা হইলে শাস্ত্রে মোক্ষোপায় লিখিত থাকিত না। ৭

তাৎপর্য্যার্থ :—জগতে যেটি যাহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম, শত-সহস্র চেষ্টাতেও তাহা কখন দূরীভূত হয় না। যেমন অগ্নির স্বাভাবিক ধর্ম্ম উষ্ণতা, যদি অগ্নির ঐ উষ্ণতাকে নষ্ট করিতে হয়, তাহা হইলে অগ্নিকে পর্য্যন্ত নির্ব্বাপিত করিয়া নষ্ট করিতে হয়। তদ্রূপ যদি পুরুষের বন্ধনটি স্বাভাবিক হয়, তাহা হইলে সেই বন্ধননাশের সঙ্গে সঙ্গে পুরুষের নাশও অবশ্যম্ভাবী। অতএব বন্ধন স্বাভাবিক নহে। ৭

আভাস :—পুরুষের বন্ধনটি যে স্বাভাবিক নহে, তাহাই অন্য যুক্তির দ্বারা দেখাইতেছেন :—

স্বভাবস্যানপায়িত্বাদননুষ্ঠানলক্ষণমপ্রামাণ্যম্। ৮

বঙ্গানুবাদ :—স্বভাব অবিনাশী অর্থাৎ যে দ্রব্য যত কাল থাকে, তাহার স্বভাবও তত কাল থাকে। সুতরাং পুরুষের দুঃখসংযোগরূপ বন্ধন স্বাভাবিক হইলে, যত দিন পুরুষ (আত্মা) থাকিবে, তাহার বন্ধনও তত দিন থাকিবে। অতএব পুরুষের মুক্তি সিদ্ধ না হওয়ায়, শ্রৌত অনুষ্ঠান অপালন জন্য অপ্রামাণ্য হইয়া পড়ে। ৮

আভাস :—শ্রুতি আদেশ করিয়াছেন, অতএব তাহার অনুষ্ঠান হউক। তদুত্তরে বলিতেছেন :—

নাশক্যোপদেশবিধিরুপদিষ্টেঽপ্যনুপদেশঃ। ৯

বঙ্গানুবাদ :—অশক্য বিষয়ে অর্থাৎ যাহা প্রতিপালন করা যায় না, এইরূপ কার্য্যে উপদেশ-বিধান হয় না। আর উপদেশ করিলেও তাহা

কার্য্যকারী হয় না। অতএব তাহা প্রকৃত উপদেশ নহে বা তাহাতে কোনরূপ ফলের আশা নাই। ৯

ভাৎপর্য্যার্থ:—যদি কেহ পঙ্গুকে গিরি-লঙ্ঘনের উপদেশ প্রদান করেন, তবে সেই উপদেষ্টার যেমন নির্ব্বুদ্ধিতা ও উপদেশের অসারতা প্রতিপন্ন হয়, তদ্রূপ যদি শ্রুতিও স্বাভাবিক বদ্ধপুরুষের মোক্ষসাধন উপদেশ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারও নির্ব্বুদ্ধিতা ও উপদেশের অসারতা প্রতিপন্ন হইত। অতএব বন্ধন স্বাভাবিক নহে। ৯

আভাস:—স্বাভাবিক বন্ধন পক্ষে বাদীর তর্ক দেখাইতেছেন:—

শুক্লপটবদ্‌বীজবচ্চেৎ ? ১০

বঙ্গানুবাদ:—যেমন লাল, কাল, হরিদ্রা বা অন্ত কোন রঙের দ্বারা শুভ্র বস্ত্রের শুভ্রতা দূরীভূত হয় এবং অগ্নির উত্তাপে বীজের অঙ্কুরশক্তি বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ বেদোক্ত সাধনের দ্বারা স্বাভাবিক বন্ধনও বিনষ্ট হইতে পারে। অতএব বন্ধনকে স্বাভাবিক বলিলে দোষ কি ? ১০

আভাস:—উক্ত তর্কের মীমাংসা করিয়া বলিতেছেন:—

শক্ত্যুদ্ভবানুদ্ভবাভ্যাং নাশক্যোপদেশঃ। ১১

বঙ্গানুবাদ:—তাহা হইতে পারে না। কেন না, শক্তির উদ্ভব ও অনুদ্ভব (অন্তর্ধান) ভিন্ন আর কিছুই হয় না। সুতরাং অশক্য বিষয়ের উপদেশের বিধান অসম্ভব। ১১

ভাৎপর্য্যার্থ:—শুক্লবস্ত্রের বর্ণান্তরপ্রাপ্তি, এবং বীজের অঙ্কুর-শক্তির নাশ আত্যন্তিক নহে, ইহা আবির্ভাব ও তিরোভাব মাত্র। কারণ, রজকের ব্যাপার দ্বারা বস্ত্রের শুক্লতা এবং যোগি-সংকল্পের দ্বারা বীজের

অঙ্কুরশক্তি পুনরায় আবির্ভূত হইতে পারে। অতএব এই দৃষ্টান্ত অনুসারে দুঃখের তিরোভাবকেই মুক্তি বলা যায় না; কারণ, আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিই মুক্তি বলিয়া অভিহিত হয়। অতএব রজকাদি ব্যাপারে বস্ত্রের তিরোহিত শুক্লতার পুনরাগমনের ন্যায় যোগিসঙ্কল্পে পুরুষের তিরোহিত দুঃখেরও পুনরাবির্ভাব হইতে পারে। সেই জন্য এই দৃষ্টান্তের দ্বারা অশক্যবিষয়ে শ্রুতির উপদেশ ও দুঃখের স্বাভাবিকত্ব সাধিত হইতে পারে না। ১১

আভাস:—পুরুষের বন্ধন স্বাভাবিক না হউক, কালবশতঃ ত বন্ধন হইতে পারে। তদুত্তরে বলিতেছেন:—

ন কালযোগতো ব্যাপিনো নিত্যস্য সর্ব্বসম্বন্ধাৎ। ১২

বঙ্গানুবাদ:—কালসম্বন্ধ আছে বলিয়াই বন্ধন, এরূপ কথা বলিতে পার না। কারণ, কাল সর্ব্বব্যাপী। অতএব মুক্ত ও অমুক্ত সকল পুরুষেরই সহিত সম্বন্ধ আছে। ১২

তাৎপর্য্যার্থ:—কাল নিত্য ও সর্ব্বব্যাপী, অতএব মুক্ত ও অমুক্ত সমস্ত পুরুষেরই সহিত কালের সম্বন্ধ আছে। সুতরাং বন্ধন যদি কালকৃত বলা যায়, তাহা হইলে মুক্ত ও অমুক্ত সকল পুরুষেরই বন্ধন স্বীকার করিতে হয় এবং মুক্তি এই কথাটিও আকাশ-কুসুমের ন্যায় অর্থশূন্য হইয়া পড়ে। অতএব বন্ধনটি কালকৃত নহে। ১২

আভাস:—বুঝিলাম, বন্ধনটি কালকৃত নয়, দেশের যোগবশতঃ ত বন্ধন হইতে পারে। তদুত্তরে বলিতেছেন:—

ন দেশযোগতোঽপ্যস্মাৎ। ১৩

বঙ্গানুবাদ:—দেশসংযোগবশতঃ বন্ধন, এ কথাও বলা যায় না। কারণ, কালের ন্যায় দেশও নিত্য ও সর্ব্বব্যাপী, অতএব ইহাতেও

পূর্ব্বোক্ত দোষেরই প্রসক্তি হইয়া পড়ে। কোন কোন পুস্তকে "দেশ-যোগতঃ" স্থলে "দেহযোগতঃ" এইরূপ পাঠ দেখা যায়, তাহাতেও আত্মার (পুরুষের) মুক্তির অপ্রসিদ্ধতা দোষ আসিয়া পড়ে, কারণ, আত্মাও নিত্য ও সর্ব্বব্যাপী। অতএব তাঁহার দেহের সহিত সামান্যতঃ সম্বন্ধ সর্ব্বদাই রহিয়াছে। অতএব সর্ব্বদা দেহসম্বন্ধ থাকা হেতু পুরুষের মুক্তির সম্ভাবনা কোথায়? সুতরাং দেহযোগবশতঃ পুরুষের বন্ধনও স্বীকার করা যাইতে পারে না। ১৩

আভাস:—দেহের দ্বারা বন্ধন না হউক, অবস্থার দ্বারা ত বন্ধন হইতে পারে। তদুত্তরে বলিতেছেন:—

নাবস্থাতো দেহধর্ম্মত্বাত্তস্যাঃ। ১৪

বঙ্গানুবাদ:—যদি বল, অবস্থাভেদে বন্ধন ঘটে। এ কথাও যুক্তিযুক্ত নহে। কেন না, উহা পুরুষের নহে, দেহের। ১৪

তাৎপর্য্যার্থ:—অবস্থা (দেহরূপ পরিণাম) দ্বারা বন্ধন, এ কথাও বলা যাইতে পারে না। কারণ, অবস্থাটি দেহের ধর্ম্ম, নিত্য সত্য আত্মার নহে, অতএব যদি একের (দেহের) ধর্ম্মে (পরিণামরূপ) অন্যের (আত্মার) বন্ধন স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে, অমুক্ত পুরুষের ধর্ম্মে (বন্ধনে) মুক্ত পুরুষেরও বন্ধন হইতে পারে। অতএব পুরুষের বন্ধন অবস্থাহেতুকও নহে। ১৪

আভাস:—পুরুষেরও না হয় অবস্থা স্বীকার করিলাম, তাহাতে ক্ষতি কি? তদুত্তরে বলিতেছেন:—

অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ। ১৫

বঙ্গানুবাদ:—শ্রুতি বলিয়াছেন, "এই পুরুষ অসঙ্গ" অর্থাৎ

পদ্মপত্রস্থ জলের ন্যায় নির্লিপ্ত। অতএব পুরুষের দেহরূপ অবস্থা স্বীকার করিলে, এই শ্রুতিবাক্যের বাধা উপস্থিত হয়। সুতরাং পুরুষের অবস্থা স্বীকার করা যায় না। ১৫

আভাস :—অবস্থা বশতঃ পুরুষের বন্ধন না হউক, কর্ম্মবশতঃ ত হইতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

ন কর্ম্মণা, অন্যধর্ম্মত্বাদতিপ্রসক্তেশ্চ। ১৬

বঙ্গানুবাদ :—কর্ম্মবশতঃও পুরুষের বন্ধন বলিতে পার না। কারণ, কর্ম্ম দেহের (চিত্তের) ধর্ম্ম, সুতরাং কি বিহিত কর্ম্ম, কি অবিহিত কর্ম্ম, কিছুর দ্বারাই পুরুষের বন্ধন সম্ভব নহে। একের ধর্ম্মে অপরের বন্ধন স্বীকার করিলে অতিপ্রসক্তি-দোষ ঘটে। ১৬

তাৎপর্য্যার্থ :—যেমন রামের পাপে শ্যামের দণ্ড নিতান্ত অসঙ্গত ও বিচার-বিরুদ্ধ, সেইরূপ দেহধর্ম্মে পুরুষেরও বন্ধন অত্যন্ত নীতিবিরুদ্ধ ও অসঙ্গত। কারণ, তাহা হইলে বদ্ধ পুরুষের জন্য মুক্ত পুরুষেরও বন্ধনরূপ অতিব্যাপ্তি-দোষ অনিবার্য্য এবং মুক্তি কথাটিও অলীক হইয়া পড়ে। অতএব কর্ম্মবশতঃও পুরুষ বদ্ধ নহে। ১৬

আভাস :—কর্ম্মবশতঃ পুরুষ বদ্ধ বলিলে অন্য যে কি দোষ হয়, তাহা দেখাইতেছেন :—

বিচিত্রভোগানুপপত্তিরন্যধর্ম্মত্বে। ১৭

বঙ্গানুবাদ :—দেহ-ধর্ম্ম-কর্ম্মের দ্বারা পুরুষের বন্ধন স্বীকার করিলে জগতে কেহ বা সুখী, কেহ বা দুঃখী, এইরূপ বিচিত্র ভোগের অনুপপত্তিরূপ দোষ থাকিয়া যায়, অর্থাৎ তাহার সমাধান হয় না। ১৭

তাৎপর্য্যার্থ :—জগতে কেহ সুখজনক, কেহ দুঃখজনক কর্ম্ম করিয়াছেন। সে জন্য কেহ সুখ, কেহ দুঃখ ভোগ করিতেছেন। যদি একের কর্ম্মে অন্যে ফলভোগ করেন, তাহা হইলে সুখীর কর্ম্মে দুঃখীকে সুখভোগ এবং দুঃখীর কর্ম্মে সুখীকে দুঃখভোগ করিতে হয়। অর্থাৎ সকলকেই সমান সুখ-দুঃখ ভোগ করিতে হয়। অতএব কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, এইরূপ ভোগের কোন পার্থক্য না থাকায় ভোগের বিচিত্রতা নিষ্পন্ন হয় না। ১৭

আভাস :—কর্ম্মবশতঃ বন্ধন না হউক; প্রকৃতিনিবন্ধনও পুরুষের বন্ধন হইতে পারে। তদুত্তরে বলিতেছেন :—

প্রকৃতিনিবন্ধনা চেৎ, ন তস্যা অপি পারতন্ত্র্যম্। ১৮

বঙ্গানুবাদ :—প্রকৃতিরও পারতন্ত্র্য আছে অর্থাৎ কোন সংযোগ ব্যতীত প্রকৃতি পুরুষে দুঃখ সমর্পণ করিতে সমর্থ নহে; সুতরাং প্রকৃতি নিবন্ধন যে পুরুষ বদ্ধ, তাহাও নহে। ১৮

তাৎপর্য্যার্থ :—প্রকৃতিও নিত্যা ও সর্ব্বব্যাপিনী। অতএব যদি সংযোগ বিনা কেবল প্রকৃতিনিবন্ধন পুরুষের বন্ধন স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে অনন্তকালেও পুরুষের মুক্তি হইতে পারে না। সুতরাং প্রকৃতি-নিবন্ধন পুরুষের বন্ধন নহে। ১৮

আভাস :—যদি স্বভাব, কাল, কর্ম্ম ও প্রকৃতিনিবন্ধন প্রভৃতি কিছুই বন্ধের কারণ না হয়, তবে মোক্ষশাস্ত্র উপদেশ করিবার আবশ্যক কি? তদুত্তরে স্বসিদ্ধান্তের আভাস প্রদান করত বলিতেছেন :—

ন নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবস্য তদ্‌যোগস্তদ্‌যোগাদৃতে। ১৯

বঙ্গানুবাদ :—পুরুষ নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব, প্রকৃতিযোগ ভিন্ন তাঁহার বন্ধন অসম্ভব। ১৯

তাৎপর্য্যার্থ:—নিত্য (সৎ) শুদ্ধ (নির্গুণ) বুদ্ধ (চৈতন্য) মুক্ত স্বভাব (দুঃখরহিত) পুরুষের বন্ধন প্রকৃতি-সংযোগ ব্যতীত হইতে পারে না। যেমন স্বভাবতঃ শুভ্র স্ফটিকে লৌহিত্য জবাকুসুমের সংযোগ ব্যতীত হইতে পারে না, এবং জবাকুসুম অপসারিত হইলেই যেমন স্ফটিকের লৌহিত্য অপসারিত হয়, তদ্রূপ প্রকৃতিসংযোগরূপ অবিবেকের নাশ হইলেই পুরুষের দুঃখসংযোগরূপ বন্ধন দূরীভূত হয়। অতএব অবিবেক-বশতঃই পুরুষের বন্ধন, ইহাই সাঙ্খ্যদর্শনের অভিপ্রায়। ১৯

আভাস:—অদ্বৈতবাদিগণের মতে অবিদ্যা অর্থাৎ মিথ্যা জ্ঞানই বন্ধনের হেতু; সাঙ্খ্যকার সেই মত খণ্ডন করিয়া বলিতেছেন:—

নাবিদ্যাতোঽপ্যবস্তুনা বন্ধাযোগাৎ। ২০

বঙ্গানুবাদ:—অবিদ্যা অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান কখনও বন্ধনের কারণ হইতে পারে না। কারণ, অবিদ্যা কোন বস্তু নহে। অতএব মিথ্যাভূত অবস্তুর দ্বারা বন্ধন যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না। ২০

আভাস:—বিদ্যা হইতে অন্য অবিদ্যাকেও না হয় বস্তু স্বীকার করিলাম, তাহাতেই বা দোষ কি? তদুত্তরে বলিতেছেন:—

বস্তুত্বে সিদ্ধান্তহানিঃ। ২১

বঙ্গানুবাদ:—অবিদ্যার বস্তুত্ব স্বীকার করিলে, অদ্বৈতবাদ-সিদ্ধান্তের হানি হয়। কারণ, তাঁহারা এক ব্যতীত দ্বিতীয় কোন বস্তু স্বীকার করেন না। ২১

আভাস:—অবিদ্যাকে বস্তু বলিলে অন্য যে দোষ হয়, তাহাও দেখাইয়া বলিতেছেন:—

বিজাতীয়দ্বৈতাপত্তিশ্চ। ২২

বঙ্গানুবাদ :—উহাতে বিজাতীয় দ্বৈতাপত্তি হয় অর্থাৎ বিজাতীয় দ্বৈত থাকে, এই আপত্তি উপস্থিত হয়। ২২

তাৎপর্য্যার্থ :—অদ্বৈতবাদিমতে ব্রহ্মের পারমার্থিক সত্ত্ব এবং প্রপঞ্চের ব্যাবহারিক সত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে অর্থাৎ ব্রহ্ম নিত্য ও সত্য, অতএব বস্তুস্বরূপ। অবিদ্যা অনিত্য ও অসত্য; অতএব অবস্তুস্বরূপ। সেই অবস্তু অবিদ্যাকে বস্তু স্বীকার করিলে ব্রহ্মের ন্যায় নিত্য ও সত্য হইয়া যায়। অথচ তাহার পারমার্থিক সত্ত্বরূপ জাতি স্বীকার না করায় বিজাতীয় দ্বৈত অর্থাৎ নিত্য সত্য হইয়াও ব্যাবহারিক-সত্ত্বরূপ জাতিসম্পন্না, এইরূপ অবিদ্যার বিজাতীয় দ্বৈতত্ব প্রতিপন্ন হয়। ২২

আভাস :—বাদিপক্ষে এরূপ বিলক্ষণ পদার্থের স্বীকার সম্ভাবনা করিয়া বলিতেছেন :—

বিরুদ্ধোভয়রূপা চেৎ ? ২৩

বঙ্গানুবাদ ;—যদি আমরা উহাকে বিরুদ্ধ-উভয়রূপা অর্থাৎ সত্য-মিথ্যা উভয়রূপা বলি ? ২৩

আভাস :—বাদীর উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়া বলিতেছেন :—

ন তাদৃক্‌পদার্থাপ্রতীতেঃ। ২৪

বঙ্গানুবাদ :—না, অর্থাৎ তোমরা এরূপ কথা ত বলিতে পার না। কারণ, এরূপ কোন পদার্থের প্রতীতি হয় না। সুতরাং তাহার কোন দৃষ্টান্তও দেখি না। অতএব এরূপ পদার্থ স্বীকার করা প্রমাণ-বিরুদ্ধ। ২৪

আভাস :—পুনরায় বাদীর মত আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন :—

ন বয়ং ষট্‌ পদার্থবাদিনো বৈশেষিকাদিবৎ। ২৫

বঙ্গানুবাদ :—বৈশেষিকের মত আমরা ষট্‌পদার্থবাদী ও নৈয়ায়িকের মত আমরা ষোড়শপদার্থবাদী নহি; অর্থাৎ আমরা নিয়ম বাঁধিয়া পদার্থের সংখ্যা স্বীকার করি না। অতএব আমাদের এরূপ বিরুদ্ধধর্ম্মাশ্রয়ী একটি অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকার দোষাবহ নহে। ২৫

আভাস :—বাদীর এইরূপ তর্ক পরিহার করিয়া বলিতেছেন :—

অনিয়তত্বেঽপি নাযৌক্তিকস্য সংগ্রহোঽন্যথা
বালোন্মত্তাদিসমত্বম্। ২৬

বঙ্গানুবাদ :—নিয়মিত পদার্থ স্বীকার কর না বলিয়া অযৌক্তিক অর্থাৎ যুক্তিবিরুদ্ধ পদার্থ স্বীকার করিতে পার না। কারণ, তাহা হইলে বালক ও উন্মাদের কথার ন্যায় তোমার কথা অসার ও প্রমাণ-রহিত হইবে। ২৬

আভাস :—২০ হইতে ২৬ সূত্র পর্য্যন্ত "অবিদ্যাই বন্ধনের হেতু" এই মতের খণ্ডন করিয়া সম্প্রতি "ক্ষণিক বাহ্যবস্তুবিষয়ক বাসনাতেই জীবের বন্ধন" এইরূপ বৌদ্ধবিশেষের মত খণ্ডন করিতেছেন :—

নাঽনাদিবিষয়োপরাগনিমিত্তকোঽপ্যস্য। ২৭

বঙ্গানুবাদ :—যদি বল যে, বাহিরে যে ক্ষণবিনশ্বর দৃশ্য দৃষ্ট হয়, উহারই বাসনাত্মক সংস্কার বন্ধনের কারণ। কিন্তু তাহা হইতে পারে

না, কেন না, ধারাবাহিকরূপে অনাদি বিষয়বাসনা হইতেও পুরুষের বন্ধন ঘটিতে পারে না। বাসনা ও উপরাগ তুল্য কথা ॥ ২৭

তাৎপর্য্যার্থ:—ধারাবাহিকরূপে অনাদি বিষয়বাসনা নিমিত্ত আত্মার বন্ধন হইতে পারে না। কারণ, সাঙ্খ্যমতে বাসনার সহিত আত্মার কোন সম্বন্ধ নাই, আত্মা গুণাতীত, অতএব বুদ্ধির ধর্ম্ম বাসনার দ্বারা আত্মার বন্ধন অসম্ভব। বৌদ্ধমতেও স্থির এক আত্মা না থাকায় বাসনারও স্থিরতা নাই। সুতরাং তাহাদের মতেও আত্মার বন্ধন সিদ্ধ হইতে পারে না। ২৭

আভাস:—যদিও স্থির এক আত্মা নাই, তথাপি প্রবাহরূপ অনাদি বাহ্য বস্তুর সহিত প্রবাহরূপ অনাদি আত্মার যে সম্বন্ধ, তাহাই বন্ধনের কারণ হউক! তদুত্তরে বলিতেছেন :—

ন বাহ্যাভ্যন্তরয়োরুপরজ্যোপরঞ্জকভাবোঽপি
দেশব্যবধানবৎ শ্রুঘ্নস্থপাটলিপুত্রস্থয়োরিব। ২৮

বঙ্গানুবাদ:—শ্রুঘ্নদেশবাসী ও পাটলিপুত্রবাসী এই উভয় ব্যক্তির মধ্যে দেশব্যবধান থাকা নিবন্ধন যেমন উপরজ্য-উপরঞ্জকভাব সম্ভবে না, তদ্রূপ বহিঃস্থ ও অন্তঃস্থ এই উভয়েরও উপরজ্য-উপরঞ্জকভাব সম্ভবপর নহে। ২৮

তাৎপর্য্যার্থ:—উপরজ্য-উপরঞ্জকভাব অথবা বাস্যবাসকভাব সংযোগ ভিন্ন হয় না। বস্ত্র ও কুসুম ইহার দৃষ্টান্ত। উভয়ের সংযোগ ঘটিলেই বাস্যবাসকভাব হয়; নচেৎ নহে। অন্তরে আত্মা, বাহিরে বিষয়, মধ্যে দেহ ব্যবধান রহিয়াছে, সংযোগ নাই; সুতরাং বাস্যবাসক-ভাব হইতে পারে না। ২৮

আভাস :—আপনাদের মতে যেমন ইন্দ্রিয় বিষয়দেশে গমন করে, তদ্রূপ আমাদের মতে আত্মাও বিষয়দেশে গমন করে। যেহেতু, আত্মা সর্ব্বব্যাপী ; অতএব বাহ্য বিষয়সমূহের সহিত সংযোগহেতু আত্মার বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হয় বলিয়াই আত্মার বন্ধন। তদুত্তরে বলিতেছেন :—

দ্বয়োরেকদেশলব্ধোপরাগাৎ ন ব্যবস্থা। ২৯

বঙ্গানুবাদ :—আত্মাও ইন্দ্রিয়বৎ বিষয়দেশে যায়, এ কথায় কি বদ্ধ, কি মুক্ত, দুইয়েরই বিষয়োপরাগ হয়, বন্ধমোক্ষ ব্যবস্থা থাকে না। অর্থাৎ মুক্তাত্মারও বন্ধনাপত্তিরূপ দোষ উপস্থিত হয়। ২৯

আভাস :—এই বিষয়ে বৌদ্ধের তর্ক আশঙ্কা করিতেছেন :—

অদৃষ্টবশাৎ চেৎ ? ৩০

বঙ্গানুবাদ :—যদি বল, বাসনা বা উপরাগ অদৃষ্টবশে জন্মিয়া থাকে। ৩০

তাৎপর্য্যার্থ :—মুক্ত ও অমুক্তের একদেশে সম্বন্ধহেতুক বিষয়-সংযোগের সমতা থাকিলেও অদৃষ্টবশতঃই বাসনা বা উপরাগ জন্মে। অর্থাৎ মুক্তাত্মার অদৃষ্ট থাকে না, সেই জন্য তাহার বিষয়োপরাগ হয় না, অতএব বন্ধনও হয় না। ৩০

আভাস :—বাদীর এই মত খণ্ডন করিয়া বলিতেছেন :—

ন দ্বয়োরেককালাযোগাদুপকার্য্যোপকারকভাবঃ। ৩১

বঙ্গানুবাদ :—তাহাও নহে। কর্ত্তা ও ভোক্তা এই উভয়ের সহাবস্থিতি হয় না, ইহাই তোমাদের মত ; সুতরাং উপকার্য্য-উপকারকভাব ঘটিবার সম্ভব নাই। ৩১

তাৎপর্য্যার্থ :—তোমাদের মতে যখন সমস্তই ক্ষণিক, তখন কর্ত্তার ও ভোক্তার উপকার্য্য ও উপকারকভাব হইতে পারে না। কারণ, যে সময় কর্ত্তা ও কর্ত্তৃনিষ্ঠ অদৃষ্ট আছে, সে সময় ভোক্তা বা ভোক্তৃনিষ্ঠ বিষয়োপরাগ নাই। সুতরাং অদৃষ্ট বশতঃ বন্ধন সম্ভব হইতে পারে না। ৩১

আভাস :—পুনরায় বাদীর তর্ক আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন :—

পুত্রকর্ম্মবদিতি চেৎ? ৩২

বঙ্গানুবাদ :—যদি বল, পুত্রের সংস্কার উদ্দেশ্য পিতা কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত জাতকর্ম্মাদি হইতে জাত-শুভাদৃষ্ট যেমন পুত্রের হিতসাধন করে, তদ্রূপ আমাদের মতেও কর্ত্তৃনিষ্ঠ অদৃষ্টই ভোক্তৃনিষ্ঠ বিষয়োপরাগ জন্মাইবে। ৩২

আভাস :—বাদীর কথাতেই বাদীর সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিতেছেন :—

নাস্তি হি তত্র স্থির একাত্মা যো গর্ভাধানাদিনা সংস্ক্রিয়তে। ৩৩

বঙ্গানুবাদ :—আমাদের মতে তোমাদের সে কথা খাটে না। কেন না, গর্ভাধানাদিনিবন্ধন যে সংস্কৃত হয়, তাদৃশ স্থায়ী আত্মা তোমাদের মতে স্বীকৃত নহে। ৩৩

তাৎপর্য্যার্থ :—ক্ষণিকবাদী বৌদ্ধের মতে আত্মা পর্য্যন্ত সমস্তই ক্ষণিক, সুতরাং পিতাকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত শুভকর্ম্মের ফলও ক্ষণিক, এবং ফলভোক্তা আত্মাও ক্ষণিক। যে সময় শুভাদৃষ্ট আছে, সে সময় ফলভোক্তা নাই, আবার যে সময় ফলভোক্তা আছে, সে সময় শুভাদৃষ্ট নাই, অতএব তন্মতে এই দৃষ্টান্ত নিষ্ফল, সাঙ্খ্যমতে আত্মা নিত্য সত্য, অতএব এ দৃষ্টান্ত আমরা বলিতে পারি। ক্ষণিকবাদী বৌদ্ধ বলিতে পারে না। ৩৩

আভাস :—অপর কোন নাস্তিক তর্ক তুলিতেছে :—

স্থিরকার্য্যাসিদ্ধেঃ ক্ষণিকত্বম্। ৩৪

বঙ্গানুবাদ :—সমুদায় কার্য্যই অর্থাৎ জন্য বস্তুমাত্রই অস্থির (ক্ষণিক) যখন তোমাদের মত, তখন বন্ধনও ক্ষণিক। অতএব সমস্ত ক্ষণিক বলায় দোষ কি? ৩৪

আভাস :—বাদীর এই সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়া বলিতেছেন :—

ন প্রত্যভিজ্ঞাবাধাৎ। ৩৫

বঙ্গানুবাদ :—বন্ধন ত দূরে থাক, এ জগতে কোন বস্তুই ক্ষণিক নহে। কারণ, বস্তুর ক্ষণিকত্ব স্বীকার করিলে প্রত্যভিজ্ঞার অসঙ্গতিরূপ দোষ উপস্থিত হয়। ৩৫

তাৎপর্য্যার্থ :—জ্ঞাতবস্তুর জ্ঞানকেই প্রত্যভিজ্ঞা বলে। যেমন আমি পূর্ব্বে যে ঘটটি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এখনও সেই আমি সেই ঘটটিকে প্রত্যক্ষ করিতেছি, এতাদৃশ জ্ঞানের নাম প্রত্যভিজ্ঞা। ইহার দ্বারা দ্রষ্টা ও দৃশ্য বস্তুর স্থায়িত্বই প্রমাণিত হইতেছে। অতএব সমস্ত বস্তু ক্ষণিক, ইহা বলিতে পার না। ৩৫

আভাস :—অন্য দোষও দেখাইতেছেন :—

শ্রুতিন্যায়বিরোধাচ্চ। ৩৬

বঙ্গানুবাদ :—ক্ষণিকবাদ শ্রুতিপ্রমাণ ও ন্যায়প্রমাণবিরুদ্ধ। কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন, "অস্তি জন্মান্তরোপভোগ্যভোক্তা পুরুষঃ" অর্থাৎ জন্মান্তরে উপভোগ্য বস্তুর ভোক্তা পুরুষ আছে। ন্যায় বলিতেছেন, "কো নামানুপভোগ্যে কর্ম্মণি তৎসাধনে বা প্রবর্ত্ততে" যাহার উপভোগ হইবে না,

এতাদৃশ কার্য্যে বা তাহার সাধনে কে প্রবৃত্ত হয়? অতএব ক্ষণিকবাদ শ্রুতি ও ন্যায়বিরুদ্ধ। ৩৬

আভাস :—আরও কি দোষ হয়, তাহাও দেখাইতেছেন :—

দৃষ্টান্তাসিদ্ধেশ্চ। ৩৭

বঙ্গানুবাদ :—প্রদীপ দৃষ্টান্তে সমস্ত পদার্থের ক্ষণিকত্ব অনুমান সিদ্ধ হয় না। কারণ, এই দৃষ্টান্তটিই অসিদ্ধ। প্রদীপশিখা ক্ষণিক কি স্থায়ী, তাহারই কোন স্থিরতা নাই। সুতরাং এরূপ সংশয়যুক্ত দৃষ্টান্ত কখনও দৃষ্টান্ত বলিয়া পরিগণিত বা প্রমাণিত হইতে পারে না। যেহেতু, দৃষ্টান্ত সন্দেহরহিত ও উভয়বাদিসম্মত হওয়া চাই। ৩৭

আভাস :—ক্ষণিকবাদিগণের মতে মৃৎঘটাদিরও যে কার্য্য-কারণ-ভাব সিদ্ধ হয় না, তাহাই দেখাইতেছেন :—

যুগপজ্জায়মানয়োর্ন কার্য্যকারণভাবঃ। ৩৮

বঙ্গানুবাদ :—ক্ষণিকবাদে এককালোৎপন্ন পদার্থদ্বয়ের কোন্‌টি কার্য্য এবং কোন্‌টি কারণ, তাহা স্থিরীকৃত হইতে পারে না। ৩৮

তাৎপর্য্যার্থ :—অগ্রপশ্চাৎভাব ব্যতীত কার্য্য-কারণ-ব্যবস্থা হইতে পারে না। কিন্তু ক্ষণিকবাদী মৃত্তিকার ও ঘটের অগ্র-পশ্চাৎভাব আছে, তাহাও বলিতে পারেন না এবং নাই তাহাও বলিতে পারেন না, যদি কার্য্য-কারণের অগ্রপশ্চাৎভাব আছে, স্বীকার করেন, তাহা হইলে সমুদায় বস্তুই ক্ষণিক, এ মত সিদ্ধ হয় না। যেহেতু, কার্য্যক্ষণে কারণও বিদ্যমান থাকে। আর যদি অগ্রপশ্চাৎভাব নাই বলেন, তাহা হইলে এক সময়ে সমুৎপন্ন বস্তুদ্বয়ের কোন্‌টি কারণ ও কোন্‌টি কার্য্য, তাহা স্থির না হওয়ায় কার্য্য-কারণভাব সিদ্ধ হয় না। ৩৮

আভাস :—অন্যরূপেও দোষ দেখাইতেছেন :—

পূর্ব্বাপায়ে উত্তরাযোগাৎ। ৩৯

বঙ্গানুবাদ :—পূর্ব্বের কারণের বিনাশে উত্তরের (কার্য্যের) উদ্ভব অসম্ভব অর্থাৎ ক্ষণভঙ্গুরত্ববাদের সিদ্ধান্তে কারণ-পদার্থ দ্বিতীয়ক্ষণে থাকে না। কাজেই কারণের অভাবে কার্য্যের উদ্ভব অসম্ভব। ৩৯

আভাস :—উপাদান-কারণকেই অবলম্বন করিয়া অন্য দোষ দেখাইতেছেন :—

তদ্ভাবে তদযোগাদুভয়ব্যভিচারাদপি ন। ৪০

বঙ্গানুবাদ :—ক্ষণিকবাদে অন্বয় ও ব্যতিরেক এই যুক্তিদ্বয়ের ব্যভিচার থাকা নিবন্ধন কে কাহার কারণ, তাহা স্থির হয় না ; এই জন্য যে ক্ষণে কারণের বিদ্যমানতা, সে ক্ষণে অনুৎপন্নতানিবন্ধন কার্য্যের সঙ্গে তাহার অসম্বন্ধ। ৪০

তাৎপর্য্যার্থ :—'যৎসত্ত্বে যৎসত্তা' অর্থাৎ যাহার বিদ্যমানতায় যাহার বিদ্যমানতা, তাহাকে অন্বয় বলে। 'যদসত্ত্বে যদসত্তা' অর্থাৎ যাহার অবিদ্যমানতায় যাহার অবিদ্যমানতা, তাহাকে ব্যতিরেক কহে। ক্ষণিকবাদে এই অন্বয় ও ব্যতিরেকের ব্যভিচার, অর্থাৎ কারণক্ষণে কার্য্যের অবিদ্যমানতা ও কার্য্যক্ষণে কারণের অবিদ্যমানতা হওয়ায়, বস্তুদ্বয়ের কার্য্য-কারণভাব সিদ্ধ হয় না। অতএব সমস্ত বস্তুই ক্ষণিক, এ কথা বলিতে পার না। ৪০

আভাস :—যদি বল নিমিত্তকারণের ন্যায় উপাদান-কারণেরও পূর্ব্বভাবমাত্রতেই কারণতা হউক, তদুত্তরে বলিতেছেন :—

পূর্ব্বভাবমাত্রে ন নিয়মঃ। ৪১

বঙ্গানুবাদ :—উপাদান-কারণ পূর্ব্বক্ষণে থাকে বলিয়াই উপাদান-কারণের কারণত্ব বলিতে পার না। কারণ, তাহা হইলে এটি উপাদান-কারণ এবং এটি নিমিত্ত-কারণ, এরূপ কোন বিভাগ থাকে না। কিন্তু বিভাগটি সর্ব্বলোকসিদ্ধ। যেমন ঘটের মৃত্তিকা উপাদান-কারণ, দণ্ডচক্রাদি নিমিত্ত-কারণ। ইহা সকলেই জানে ও বলিয়া থাকে। ৪১

আভাস :—এক্ষণে বিজ্ঞানবাদী নাস্তিকের মত খণ্ডন করিতেছেন। কারণ, তাহারা বলে যে, বিজ্ঞান ব্যতীত বাহ্য কোন বস্তু নাই। অতএব বন্ধনও স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের ন্যায় মিথ্যা। অতএব যখন বন্ধনই নাই, তখন আবার তাহার কারণ কি? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

ন বিজ্ঞানমাত্রং বাহ্যপ্রতীতেঃ। ৪২

বঙ্গানুবাদ :—বিজ্ঞান ভিন্ন আর কিছু নাই, বিজ্ঞানই তত্ত্ব, এ কথা বলা যাইতে পারে না। কেন না, বাহ্য পদার্থেরও বিজ্ঞানবৎ প্রতীতি হইয়া থাকে। ৪২

আভাস :—এ বিষয়ে অন্য দোষও দেখাইতেছেন :—

তদভাবে তদভাবাৎ শূন্যং তর্হি। ৪৩

বঙ্গানুবাদ :—তদভাবে তদভাব; সুতরাং শূন্যই কি তত্ত্ব? অর্থাৎ যদি বাহ্যপদার্থ না থাকে, তবে বিজ্ঞানও নাই। যদি বাহ্যপদার্থও না থাকিল, বিজ্ঞানও না থাকিল, তবে কি শূন্যই তত্ত্ব? প্রতীত হয় বলিয়া যেমন বিজ্ঞান স্বীকার্য্য, তদ্রূপ প্রতীত হয় বলিয়া বাহ্যপদার্থও স্বীকার করিতে হইবে। ৪৩

আভাস :—এই অবসরে নাস্তিকশিরোমণি শূন্যবাদীর মত দেখাইতেছেন :—

শূন্যং তত্ত্বং ভাবো বিনশ্যতি বস্তুধর্ম্মত্বাদ্ বিনাশস্য। ৪৪

বঙ্গানুবাদ :—শূন্যই তত্ত্ব অর্থাৎ শূন্যকেই স্থায়ী বা সার বলা যায়। ভাব বিনাশধর্ম্মী। বিনাশকে শূন্য বলা যায়। সুতরাং প্রথমে শূন্য ও অন্তেও শূন্য ; কাজেই মধ্যস্থিত যৎকিঞ্চিৎ কাল, তাহাও শূন্য। অতএব প্রতীত হইল যে, শূন্যই পরমার্থ। ৪৪

আভাস :—শূন্যবাদীর মত খণ্ডন করিতেছেন :—

অপবাদমাত্রমবুদ্ধানাম্। ৪৫

বঙ্গানুবাদ :—ভাবমাত্রই বিনাশধর্ম্মী, মূঢ়েরাই এই অলীক কথা বলে। ৪৫

তাৎপর্য্যার্থ :—নাশের কারণ না থাকায় নিরবয়ব দ্রব্যের নাশ হয় না এবং কার্য্য-সমূহেরও বিনাশ সিদ্ধ হয় না। যেহেতু, দ্রব্যসকলের ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপ দুইটি অবস্থা। অব্যক্ত অবস্থাকে কারণ ও ব্যক্ত অবস্থাকে কার্য্য বলে। যেমন ঘটরূপ কার্য্যের অব্যক্ত অবস্থা মৃত্তিকা। মৃত্তিকা ঘটের উপাদান-কারণ ও তাহা হইতে ঘটরূপ কার্য্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব কোন বস্তুরই নাশ হয় না। কেবল ব্যক্ত ও অব্যক্ত অবস্থাভেদমাত্র। ৪৫

আভাস :—অন্যরূপে দোষ দেখাইতেছেন :—

উভয়পক্ষসমানক্ষেমত্বাদয়মপি। ৪৬

বঙ্গানুবাদ :—পূর্ব্বকথিত পক্ষদ্বয়বৎ অর্থাৎ ক্ষণিকপক্ষ ও বিজ্ঞানপক্ষবৎ এই শূন্যবাদও নিরসনীয়। যে যুক্তিবলে পূর্ব্বকথিত মত নিরাকৃত হইয়াছে, শূন্যবাদও সেই যুক্তিবলে নিরসনীয় হইবে। ৪৬

তাৎপর্য্যার্থ :—যেমন পূর্ব্বক্ষণ-দৃষ্টবস্তুর পরক্ষণে প্রতীতি হওয়ায়

ক্ষণিকবাদ ও বাহ্যবস্তুর প্রতীতি হেতু বিজ্ঞানবাদ নিরাকৃত হইয়াছে; তদ্রূপ সমস্ত জগতের প্রত্যক্ষ দর্শনহেতুক শূন্যবাদও নিরাকৃত হইবে। ৪৬

আভাস:—শূন্যবাদে আরও দোষ দেখাইতেছেন:—

অপুরুষার্থত্বমুভয়থা। ৪৭

বঙ্গানুবাদ:—শূন্যবাদ উভয়থা অপুরুষার্থ অর্থাৎ কি স্বতঃ কি পরতঃ কোন পুরুষের ইষ্ট নহে। ৪৭

তাৎপর্য্যার্থ:—যদি শূন্য বলিতে অভাব বুঝায়, তবে তাহার জন্য কেহই চেষ্টা করিবে না, অতএব অপুরুষার্থ। আর যদি ভাব ও অভাব হইতে অতিরিক্ত বস্তু শূন্য বল, তবে সেরূপ কোন বস্তু দেখিতে না পাওয়ায় কাহারও প্রবৃত্তি হইতে পারে না। সুতরাং অপুরুষার্থ। অতএব উভয় প্রকারেই শূন্য পুরুষার্থ হইতে পারে না। ৪৭

আভাস:—শূন্যবাদ নিরাকরণ করিয়া দেহ-পরিমাণ আত্মা এই ক্ষপণক নামক বৌদ্ধবিশেষের মত নিরাকরণ করিতেছেন:—

গতিবিশেষাৎ। ৪৮

বঙ্গানুবাদ:—যদি বল, গতিবিশেষ হেতু বন্ধন অর্থাৎ দেহ-প্রবেশ দ্বারা আত্মার বন্ধন ঘটে, এ কথাও অসঙ্গত। ৪৮

আভাস:—তাহার কারণ দেখাইতেছেন:—

নিষ্ক্রিয়স্য তদসম্ভবাৎ। ৪৯

বঙ্গানুবাদ:—নিষ্ক্রিয়ের তাহা অসম্ভব। অর্থাৎ আত্মা নিষ্ক্রিয় ও বিভু, অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক, তাহার গতি কদাচ সম্ভবে না। ৪৯

আভাস:—"পুণ্যেন স্বর্যাতি, পাপেন নরকং যাতি, অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং নিশ্চকর্ষ বলাদ্ যমঃ"—অর্থাৎ পুরুষ পুণ্য হেতু স্বর্গে গমন করে,

পাপ হেতু নরকে যায় এবং অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষকে যম বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করে, এইরূপ শ্রুতি ও স্মৃতিপ্রমাণের দ্বারা পুরুষকে পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ মূর্ত্ত বলিব, বিভু কেন বলিব? বাদীর এই তর্ক আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন :—

মূর্ত্তত্বাদ্ ঘটাদিবৎ সমানধর্ম্মাপত্তাবপসিদ্ধান্তঃ। ৫০

বঙ্গানুবাদ :—যদি বল, আত্মা ঘটাদিবৎ মূর্ত্ত। সে সিদ্ধান্তও সমীচীন নহে। কারণ, তাহা হইলে আত্মাকে ঘটাদিসমধর্ম্মী বলিতে হয়। সুতরাং ইহা অপসিদ্ধান্ত। ৫০

আভাস :—তবে কি শ্রুতি-প্রমাণ মিথ্যা? এতদুত্তরে বলিতেছেন :—

গতিশ্রুতিরপ্যুপাধিযোগাদাকাশবৎ। ৫১

বঙ্গানুবাদ :—আত্মার যে ইহলোক ও পরলোক-গমনাগমনের কথা শ্রুতি প্রভৃতি শাস্ত্রে দেখা যায়, তাহা আকাশগমনের ন্যায় ঔপাধিক বুঝিতে হইবে। ৫১

তাৎপর্য্যার্থ :—যেমন পূর্ণ ও সর্ব্বব্যাপী আকাশের গতি হইতে পারে না, সেইরূপ পূর্ণ ও সর্ব্বব্যাপী আত্মারও গতি হইতে পারে না। তবে যেমন ঘটাদি উপাধির গমনাগমনবশতঃ সেই ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশের গমনাগমন আরোপিত হয়, তদ্রূপ শরীররূপ উপাধির গমনাগমন বশতঃ তদবচ্ছিন্ন আত্মারও গমনাগমন উপচরিত হয় মাত্র। সেই জন্য শ্রুতি ঐরূপ বলিয়াছেন। ৫১

আভাস :—কর্ম্মবৈচিত্র্যহেতু আত্মার বন্ধন হউক, এই মত আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন :—

ন কর্ম্মণাপ্যতদ্ধর্ম্মত্বাৎ। ৫২

বঙ্গানুবাদ:—কর্ম্মকেও বন্ধন-কারণ বলা যায় না। কারণ, তাহা আত্মধর্ম্ম নহে, উহা চিত্তের ধর্ম্ম। (কর্ম্মানুষ্ঠানোৎপন্ন অদৃষ্টই এখানে কর্ম্মশব্দে অভিহিত)। ৫২

আভাস:—অদৃষ্ট হেতুক বন্ধন বলিলে কি দোষ হয়, তাহা দেখাইতেছেন :—

অতিপ্রসক্তিরন্যধর্ম্মত্বে। ৫৩

বঙ্গানুবাদ:—অদৃষ্ট দ্বারা বন্ধন স্বীকার করিতে হইলে, একের ধর্ম্মে অন্যের বন্ধন স্বীকার করিতে হয়। তাহাতে অতিব্যাপ্তি দোষ হয়। অর্থাৎ মুক্ত আত্মারও বন্ধনাপত্তি উপস্থিত হয়। ৫৩

তাৎপর্য্যার্থ:—যদি চিত্তের ধর্ম্ম অদৃষ্ট দ্বারা আত্মার বন্ধন স্বীকার কর, তবে রামের পাপে শ্যামের দণ্ড হয় না কেন? অতএব কর্ম্মহেতু বন্ধনও বলা যায় না। ৫৩

আভাস:—অদৃষ্ট না হয় আত্মার ধর্ম্ম স্বীকার করিলাম, তাহাতে দোষ কি? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

নির্গুণাদিশ্রুতিবিরোধশ্চেতি। ৫৪

বঙ্গানুবাদ:—শ্রুতি বলিতেছেন, "অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ" অর্থাৎ আত্মা কেবল ও নির্গুণ। অতএব পুরুষের বন্ধন ঔপাধিক না বলিয়া আত্মার ধর্ম্ম স্বীকার করিলে বন্ধনটি সত্য ও স্বাভাবিক হইয়া পড়ে এবং আত্মারও নির্গুণাদি শ্রুতির বিরোধ উপস্থিত হয়। কারণ, যেটি যাহার ধর্ম্ম, সে কখনও সেটিকে পরিত্যাগ করে না। যেমন অগ্নির উষ্ণা ধর্ম্ম কখন অগ্নিকে পরিত্যাগ করে না। ৫৪

আভাস :—বন্ধনের স্বাভাবিকত্ব-নিষেধ প্রসঙ্গে অন্যান্য কারণও অর্থাৎ নৈমিত্তিকত্ব, কালকৃতত্ব, অদৃষ্টজন্যত্ব প্রভৃতিও নিষিদ্ধ হইল এবং একমাত্র প্রকৃতিসংযোগই বন্ধনের প্রধান বা সাক্ষাৎ কারণ বলিয়া নির্ণীত হইল। এক্ষণে সেই প্রকৃতিসংযোগ স্বাভাবিক, না নৈমিত্তিক ? স্বাভাবিক হইলে মুক্তির অভাব ; নৈমিত্তিক হইলে মুক্ত আত্মারও বন্ধনাপত্তি। অতএব তোমার সিদ্ধান্তও আমার ন্যায় সমানদোষে দুষ্ট। বাদীর এইরূপ তর্ক আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন :—

তদ্‌যোগোঽপ্যবিবেকাৎ ন সমানত্বম্। ৫৫

বঙ্গানুবাদ :—অবিবেক বশতঃ পুংপ্রকৃতি-যোগ হয়। অর্থাৎ পুংপ্রকৃতিযোগ অবিবেকমূলক ও অনাদি। প্রকৃতির সহিত পুরুষের অবিবিক্ত স্থিতিই সংসারের কারণ। মুক্ত পুরুষে অবিবেক থাকে না বলায় তাহাতে পুনরায় প্রকৃতিসংযোগ হয় না। অতএব এ পক্ষ ও পূর্ব্বোক্ত পক্ষ তুল্য নহে। ৫৫

আভাস :—এক্ষণে অবিবেক-নাশের উপায় বলিতেছেন :—

নিয়তকারণাত্তদুচ্ছিত্তির্ধ্বান্তবৎ। ৫৬

বঙ্গানুবাদ :—একটিমাত্র নিরূপিত কারণে অবিবেকের উচ্ছেদ হয়। আলোকের উদয়ে যেমন অন্ধকারের উচ্ছেদ হয়, বিবেকের উদয়ে সেইরূপ অবিবেকের উচ্ছেদ হইয়া থাকে। ৫৬

আভাস :—অবিবেক বশতঃ বন্ধন, বিবেক বশতঃ মুক্তি, যদি ইহাই স্থির হয়, তবে ঘটপটাদির বিবেক আমাদের ত আছেই। অতএব আমরা সকলেই মুক্তির অধিকারী। তদুত্তরে বলিতেছেন :—

প্রধানাবিবেকাদন্যাবিবেকস্য তদ্ধানে হানম্ । ৫৭

বঙ্গানুবাদ :—প্রকৃতির সহিত পুরুষ যে একীভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই অবিবিক্ততাই অপরাপর অবিবেকের মূল। মূল অবিবেকের বিনাশ হইলেই শাখাভূত অপরাপর অবিবেক বিলোপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৫৭

তাৎপর্য্যার্থ :—প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতি সকলের মূল। সেই প্রধানের অবিবেক বশতঃই সমস্ত অবিবেকের উৎপত্তি। অতএব প্রকৃতি ব্যতীত অন্যান্য পদার্থসমূহের অবিবেকে বা বিবেকে কিছু আসে যায় না। যত দিন পর্য্যন্ত পুরুষের প্রকৃতিবিবেক না হইবে, তত দিন মুক্তির কোন আশা নাই। কারণ, মূল অবিবেক নষ্ট না হইলে শাখাভুত অবিবেক নষ্ট হইবার কোনই উপায় নাই। ৫৭

আভাস :—বিবেক বশতঃ মুক্তি হয় হউক, কিন্তু সেই বিবেক আত্মসম্বন্ধী কি না? যদি আত্মসম্বন্ধী বল, তবে আত্মার কূটস্থত্বের ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। আর যদি না বল, তবে অন্যের ধর্ম্মে অন্যের বন্ধনরূপ অতিব্যাপ্তি দোষ রহিলই। তদুত্তরে বলিতেছেন :—

বাঙ্মাত্রং ন তু চিত্তস্থিতেঃ। ৫৮

বঙ্গানুবাদ :—অবিবেক অথবা বন্ধন চিত্তে সংস্থিত; সুতরাং তৎসমস্ত পুরুষে তত্ত্ব (সত্য) নহে। উহা উপচারকথা মাত্র। ঐ সমস্ত পুরুষে (আত্মায়) উপচারক্রমে প্রয়োগ করা হয়। ৫৮

তাৎপর্য্যার্থ :—যেমন জবাপুষ্পের সান্নিধ্যবশতঃ শুভ্রোজ্জ্বল স্ফটিকমণিকে রক্তবর্ণ দেখায়, কিন্তু বস্তুতঃ ঐ স্ফটিক রক্ত হইয়া যায় না। উহার ঐ লৌহিত্য কেবল জবাকুসুমের প্রতিবিম্বমাত্র, সেইরূপ বন্ধনাদিও

নিত্যমুক্ত পুরুষে প্রকৃতি-সন্নিকর্ষে প্রতিবিম্ব হয় মাত্র। বস্তুতঃ পুরুষের কোন বন্ধনাদি নাই। যেমন জবাকুসুমের সংযোগ রহিত হইলেই স্ফটিকের লৌহিত্যের অপগম হয়, তদ্রূপ প্রকৃতি হইতে পুরুষ বিভিন্ন অর্থাৎ সংযোগ-রহিত হইলেই পুরুষের বন্ধনাদি দূরীভূত হয়। ৫৮

আভাস:—যদি পুরুষের বন্ধন কেবলমাত্র কথাতেই আরোপিত হয়, তাহা হইলে ঐ কথা শ্রবণের পরই বন্ধনাদি দূরীভূত হইতে পারে। এজন্য শ্রুতি ও স্মৃতি-প্রতিপাদ্য অনেকজন্মসাধ্য বিবেক-জ্ঞানের আবশ্যকতা কি? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

যুক্তিতোঽপি ন বাধ্যতে দিঙ্‌মূঢ়বদপরোক্ষাদৃতে। ৫৯

বঙ্গানুবাদ:—কেবল শাস্ত্র-শ্রবণ বা যুক্তির আশ্রয় দ্বারা অবিবেক দূর হইতে পারে না। সাক্ষাৎকারই তাহার উচ্ছেদের উপায়। ৫৯

তাৎপর্য্যার্থ:—যতক্ষণ দিগ্‌যাথার্থ্যের সাক্ষাৎ না হয় অর্থাৎ দিকের যাথার্থ্য উপলব্ধি না হয়, ততক্ষণ যেমন দিগ্‌ভ্রান্তের দিগ্‌ভ্রম দূর হয় না, তদ্রূপ যতক্ষণ বিবেকের সাক্ষাৎ না হয়, ততক্ষণ অবিবেকের উচ্ছেদের সম্ভব নাই। ৫৯

আভাস:—স্বীকার করিলাম, প্রকৃতি-পুরুষের বিবেক-সাক্ষাৎকারই মুক্তির উপায়। কিন্তু প্রকৃতি ত আমরা দেখিতে পাই না, প্রকৃতি যে আছে, তাহার প্রমাণ কি? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

অচাক্ষুষাণামনুমানেন বোধো ধূমাদিরিব বহ্নেঃ। ৬০

বঙ্গানুবাদ:—যেমন আগ্নেয় পর্ব্বত প্রভৃতিতে ধূম দর্শনে অনুমানের দ্বারা অদৃষ্ট বহ্নির অস্তিত্ব উপলব্ধি হয়, তদ্রূপ ত্রিগুণাত্মক জগদ্রূপ

কার্য্য দেখিয়া অনুমান-প্রমাণের দ্বারা জগতের কারণ ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি প্রভৃতি অপ্রত্যক্ষ পদার্থেরও অস্তিত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। ৬০

আভাস:—এক্ষণে অনুলোমক্রমে সৃষ্টির দ্বারা জগৎ ও প্রকৃতির কার্য্যকারণভাব দেখাইতেছেন:—

সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ প্রকৃতের্ম্মহান্ মহতোঽহঙ্কারোঽহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণ্যুভয়মিন্দ্রিয়ং তন্মাত্রেভ্যঃ স্থূলভূতানি পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতির্গণঃ। ৬১

বঙ্গানুবাদ:—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাকেই প্রকৃতি বলে। জগদ্বীজরূপা প্রকৃতির প্রথম পরিণাম মহান্ অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব। মহত্তত্ত্বের পরিণাম অর্থাৎ কার্য্য অহঙ্কারতত্ত্ব। অহঙ্কারতত্ত্বের পরিণাম দুই প্রকার;—পঞ্চতন্মাত্র এবং বাহ্য ও আন্তর ভেদে দুই প্রকার ইন্দ্রিয়! পঞ্চতন্মাত্র যথা—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ। বাহ্যেন্দ্রিয় আবার জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়-ভেদে দ্বিবিধ। কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচ প্রকার যথা—বাক্, হস্ত, পাদ, লিঙ্গ ও গুহ্য। জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচ প্রকার যথা—শ্রবণ, ত্বক্, চক্ষুঃ, জিহ্বা ও ঘ্রাণ। মন আন্তর ইন্দ্রিয়। পঞ্চতন্মাত্র হইতে স্থূল পঞ্চভূত অর্থাৎ ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব প্রকৃতি সহিত প্রাকৃত পদার্থ ২৪টি। পুরুষ এক। এই মোট ২৫টি তত্ত্বই সাংখ্যশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য। ৬১

আভাস:—কার্য্যের দ্বারা কারণের অনুমান জন্য প্রতিলোম পরিণাম দেখাইতেছেন:—

স্থূলাৎ পঞ্চতন্মাত্রস্য। ৬২

বঙ্গানুবাদ:—স্থূলভূতের (দৃশ্য পৃথ্ব্যাদি) দর্শনে তৎসমস্তের

কারণীভূত তন্মাত্রপঞ্চকের (সূক্ষ্মভূতের) অস্তিত্ব নির্ণয় হইয়া থাকে। যে হেতু, কার্য্যদর্শনেই কারণের অনুমান হয়। ৬২

আভাস :—অহঙ্কারতত্ত্বের অস্তিত্বের অনুমানের উপায় বলিতেছেন :—

বাহ্যাভ্যন্তরাভ্যাং তৈশ্চাহঙ্কারস্য। ৬৩

বঙ্গানুবাদ :—বাহ্য ও আন্তর ইন্দ্রিয় এবং তন্মাত্র এই উভয়ের দ্বারা ঐ দুইয়ের কারণ অহঙ্কারতত্ত্বের অস্তিত্ব অনুমিত হইয়া থাকে। ৬৩

আভাস :—মহত্তত্ত্বের অস্তিত্ব নির্ণয়ের উপায় বলিতেছেন :—

তেনান্তঃকরণস্য। ৬৪

বঙ্গানুবাদ :—তদ্দ্বারা অর্থাৎ অহঙ্কারতত্ত্ব দ্বারা তৎকারণ অন্তঃকরণের (মহত্তত্ত্বের) অস্তিত্ব নির্ণীত হইয়া থাকে। ৬৪

আভাস :—মূলকারণ প্রকৃতিনির্ণয় কথিত হইতেছে :—

ততঃ প্রকৃতেঃ। ৬৫

বঙ্গানুবাদ :—মহত্তত্ত্বের দ্বারা তৎকারণ প্রকৃতির অনুমান হয়। অতএব এইরূপ প্রতিলোম কার্য্যের দ্বারা অনুমান-প্রমাণের সাহায্যে সকলের কারণরূপা প্রকৃতির উপলব্ধি ও অস্তিত্ব নির্ণীত হইয়া থাকে। ৬৫

আভাস :—আন্তর পুরুষের অস্তিত্ব নির্ণীত হইতেছে :—

সংহতপরার্থত্বাৎ পুরুষস্য। ৬৬

বঙ্গানুবাদ :—সংযুক্ত দুই বা তদধিক বস্তুকেই সংহত কহে। সাবয়ব বস্তুই সংহত। সংহতমাত্রই পরার্থ অর্থাৎ পরের ভোগ্য। ৬৬

তাৎপর্য্যার্থ।—প্রকৃতি ও প্রাকৃত বস্তুমাত্রই সংহত, এবং যাহা সংহত, তাহাই পরার্থ, অর্থাৎ পরের ভোগ্য। যখন প্রকৃতি পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাকৃত পদার্থমাত্রই পরার্থ, তখন সে পর কে? এখানে পর বলিতে পুরুষকেই অনুমান করিতে হইবে। কারণ, প্রকৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত পদার্থই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক বলিয়া সংহত আর সংহত পদার্থই পরার্থ। কিন্তু এখানে আত্মা বা পুরুষ তদতিরিক্ত। অতএব পরশব্দে আত্মারই উপলব্ধি হইতেছে। প্রকৃতি তাঁহারই ভোগ্যা এবং পুরুষ তাঁহার ভোক্তা। কারণ, প্রকৃতি পুরুষের ভোগও মোক্ষের জন্যই ব্যবস্থিত। ৬৬

আভাস:—প্রকৃতি সকলের মূল। প্রকৃতির মূল কি? এইরূপ প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন:—

মূলাভাবাদমূলং মূলম্। ৬৭

বঙ্গানুবাদ:—প্রকৃতি অমূল অর্থাৎ অনাদি ও নিত্যা; কারণ, তাহার মূল (উপাদান-কারণ) নাই। প্রকৃতি-পুরুষ ভিন্ন অপরাপর তত্ত্বের উপাদান-কারণ অমূল অর্থাৎ প্রকৃতি জানিবে। ৬৭

আভাস:—প্রকৃতিই যে মূল কারণ, সে বিষয়ে যুক্তি দেখাইতেছেন:—

পারম্পর্য্যেঽপ্যেকত্র পরিনিষ্ঠেতি সংজ্ঞামাত্রম্। ৬৮

বঙ্গানুবাদ:—কারণপারম্পর্য্যানুসন্ধানে অর্থাৎ অমুক ইহার কারণ, অমুক তাহার কারণ, এই প্রকার অনুসন্ধান করিয়া যে স্থানে গিয়া তাহার শেষ হয়, সেই নিত্য বস্তুই এতৎশাস্ত্রের প্রকৃতি। মূলকারণেরই একটি নাম প্রকৃতি। ৬৮

আভাস :—অপ্রত্যক্ষ প্রকৃতির কার্য্যত্ব কেমন করিয়া বুঝিব ? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

সমানঃ প্রকৃতের্দ্বয়োঃ। ৬৯

বঙ্গানুবাদ :—মূলকারণের (প্রকৃতি বা পরমাণুর) অনাদি নিত্যতার বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে বাদী প্রতিবাদী উভয়কেই সমান পথ গ্রহণ করিতে হয়। ৬৯

তাৎপর্য্যার্থ :—মূল কারণ কি ? এই বিচারে প্রবৃত্ত হইলে বাদী ও প্রতিবাদী আমাদের উভয়কেই সমান পথ অবলম্বন করিতে হইবে। অর্থাৎ তুমি পরমাণু-করণতাবাদী, তোমার মতে পরমাণু অপ্রত্যক্ষ হইলেও যেমন কার্য্য ঘটাদিতে তাহার গুণ দেখিয়া কারণীভূত পরমাণুর অনুমান কর, তদ্রূপ আমরাও প্রকৃতি অপ্রত্যক্ষ হইলেও ত্রিগুণাত্মক জগৎ দেখিয়া তাহার কারণরূপে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির অনুমান করি। কারণ, জগতে সত্ত্বগুণের কার্য্য সুখ, রজো-গুণের কার্য্য চাঞ্চল্য ও তমোগুণের কার্য্য মূঢ়তা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। ইহার কারণ অবশ্যই উক্ত ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি। ৬৯

আভাস :—যদি প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক দ্বারাই মুক্তি হয়, তবে শাস্ত্র-শ্রবণের পরই সকলের সমকালে মুক্তি হউক। কিন্তু তাহা না হইয়া কাহারও শীঘ্র কাহারও বিলম্বে মুক্তি হইবার কারণ কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

অধিকারিত্রৈবিধ্যান্ন নিয়মঃ। ৭০

বঙ্গানুবাদ :—অনুমন্তার অনুমানে বুঝাইবার ও বুঝিবার

অধিকারী ত্রিবিধ ;—উত্তম, মধ্যম ও অধম। সুতরাং প্রকৃতি-পুরুষের অনুমানপ্রক্রিয়া বিদ্যমান থাকিলেও এবং তাহা উপদেশ করিলেও নিয়মিতভাবে সকলের জ্ঞানে তুল্যরূপে প্রতিভাত হইবার সম্ভব নাই। ৭০

তাৎপর্য্যার্থ :—অদৃষ্ট বশতঃ অধিকারী ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হন। যিনি উত্তম অধিকারী, তিনি শ্রবণমাত্রই প্রকৃতিতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন ; এই জন্য শীঘ্র মুক্ত হন। আর মধ্যম বা কনিষ্ঠ অধিকারী বারংবার শ্রবণ করিয়াও প্রকৃতিতত্ত্ব বুঝিতে না পারায় নানাবিধ সংশয়ে অভিভূত হন। পরে শ্রবণ করিতে করিতে যথার্থ তত্ত্ব হৃদয়ে প্রতিভাত হয়। কাজেই মুক্তিলাভে বিলম্ব হয়। ৭০

আভাস :—অতঃপর মহত্তত্ত্বের স্বরূপ বলিতেছেন :—

মহদাখ্যমাদ্যং কার্য্যং তন্মনঃ। ৭১

বঙ্গানুবাদ :—প্রকৃতির আদ্য কার্য্যকেই অর্থাৎ প্রথম পরিণামকেই মহত্তত্ত্ব কহে। উহাই মন (মননবৃত্তিক অন্তঃকরণ)। এখানে মনন বলিতে নিশ্চয়, অতএব নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির নামই মহত্তত্ত্ব।

আভাস :—পরে অহঙ্কারের স্বরূপ বলিতেছেন :—

চরমোঽহঙ্কারঃ। ৭২

বঙ্গানুবাদ :—মননের অব্যবহিত পরেই অহঙ্কারের উৎপত্তি। অহং-অভিমানবৃত্তিক বুদ্ধ্যংশই অহঙ্কারতত্ত্ব নামে অভিহিত। ৭২

আভাস :—এক্ষণে অহঙ্কারের কার্য্য কি, তাহাই বলিতেছেন :—

তৎকার্য্যত্বমুত্তরেষাম্। ৭৩

বঙ্গানুবাদ :—অবশিষ্ট অহঙ্কারের কার্য্য অর্থাৎ অহংতত্ত্ব হইতেই তন্মাত্র ও দ্বিবিধ ইন্দ্রিয়ের উদ্ভব হইয়াছে। ৭৩

আভাস:—প্রকৃতিই সৃষ্টির কারণ বলিলে সিদ্ধান্ত-হানি হইতে পারে, সেই আশঙ্কায় বলিতেছেন :—

আদ্যহেতুতা তদ্দ্বারা পারম্পর্য্যেঽপ্যণুবৎ। ৭৪

বঙ্গানুবাদ:—যেমন বৈশেষিক মতে দ্ব্যণুকাদি দ্বারা পরম্পরায় পরমাণুর ঘটাদিতে কারণতা আছে, সেইরূপ আমাদের মতেও মহদাদি দ্বারা অহঙ্কার প্রভৃতিতে প্রকৃতির কারণতা আছে। ৭৪

তাৎপর্য্যার্থ:—যেমন বৈশেষিক মতে দ্ব্যণুক, ত্রসরেণু প্রভৃতিরূপে পরিণত হইয়া পরমাণুই এ জগৎ সৃষ্টি করে, তদ্রূপ মহদাদি-রূপে পরিণত হইয়া প্রকৃতিই এই জগৎ সৃষ্টি করে। অতএব পরম্পরারূপে পরমাণুর ন্যায় প্রকৃতিরই আদ্য কারণতা সিদ্ধ হইতেছে। ৭৪

আভাস:—প্রকৃতিপুরুষ উভয়েই নিত্য, কিন্তু সৃষ্ট্যাদিতে প্রকৃতিরই কারণত্ব, তাহাতে নিশ্চয় কি? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

পূর্ব্বভাবিত্বে দ্বয়োরেকতরস্য হানেঽন্যতরযোগঃ। ৭৫

বঙ্গানুবাদ:—কারণভাব প্রকৃতিতেই পর্য্যবসিত। কেন না, সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েই বর্ত্তমান; উভয়েই অনাদি; কিন্তু সৃষ্টিক্রিয়ার প্রতি নিষ্ক্রিয়ত্ব নিবন্ধন পুরুষে কারণতার অভাব হইলে প্রকৃতিরই কারণতা স্বীকার করিতে বাধ্য। ৭৫

তাৎপর্য্যার্থ:—পূর্ব্বে থাকিলেই যে কারণ হইবে, তাহার কোন নিশ্চয় নাই। কার্য্যের সহিত যাহার অন্বয় ও ব্যতিরেকভাব আছে, তাহাই কারণ। কিন্তু পুরুষের সহিত ঐ অন্বয়-ব্যতিরেক নাই। কারণ, পুরুষ অপরিণামী। অতএব নির্ব্বিকার ও নিষ্ক্রিয় পুরুষ হইতে কিছুরই

জন্মাইবার সম্ভাবনা না থাকায় পরিণামশালিনী প্রকৃতিরই সৃষ্টিবিষয়ে কারণত্ব সিদ্ধ হইতেছে। ৭৫

আভাস :—আমাদের মতানুযায়ী পরমাণুই তবে সৃষ্টির কারণ হউক, প্রকৃতিকে আবার কারণ বলিবার আবশ্যক কি? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

পরিচ্ছিন্নং ন সর্ব্বোপাদানম্। ৭৬

বঙ্গানুবাদ :—পরমাণু পরিচ্ছিন্ন-পরিমাণ, উহা বিশ্বের উপাদানকারণ হইবে কিরূপে? কিন্তু প্রকৃতি পরিচ্ছিন্ন বা পরিমিত নহে। উহা ব্যাপী, পূর্ণ ও অসীম। এ কারণ, প্রকৃতি সর্ব্বোপাদান অর্থাৎ বিশ্বের উপাদান হওয়া সম্ভব। ৭৬

তাৎপর্য্যার্থ :—যাহা পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ ক্ষুদ্র বা সীমাবদ্ধ, তাহা সকলের উপাদান-কারণ হইতে পারে না। যেমন তন্তু পটের কারণ, কিন্তু ঘটের কারণ হইতে পারে না। অতএব প্রত্যেক পদার্থের কারণ ভিন্ন ভিন্ন পরমাণু হওয়ায় অনেক কারণ স্বীকার করিতে হয়। আমার মতে সর্ব্বব্যাপী ও অসীম প্রকৃতিকে কারণ বলিলে যখন এক কারণেই সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হয়, তখন অনর্থক বহু কারণ স্বীকার করিবার আবশ্যক কি? ৭৬

আভাস :—প্রকৃতির জগৎকারণতা বিষয়ে যুক্তি দেখাইয়া, শ্রুতিও দেখাইতেছেন :—

তদুৎপত্তিশ্রুতেশ্চ। ৭৭

বঙ্গানুবাদ :—শ্রুতিতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, "প্রধানাজ্জায়তে জগৎ" অর্থাৎ প্রধান (প্রকৃতি) হইতেই জগৎ জাত হইয়াছে। ৭৭

আভাস :—এক্ষণে যাহারা অভাব (শূন্য) ও অবিদ্যাকে জগতের কারণ বলে, তাহাদের মত খণ্ডন করিতেছেন :—

নাবস্তুনো বস্তুসিদ্ধিঃ। ৭৮

বঙ্গানুবাদ :—অভাব, অবিদ্যা প্রভৃতি অলীক হইতে ভাব-জগতের উৎপত্তি অসম্ভব। কারণ, উহা অবস্তু অর্থাৎ আকাশপুষ্পাদিবৎ অতীব তুচ্ছ। ৭৮

আভাস :—জগৎও অবস্তু হউক, অবস্তু হইতে অবস্তু জগৎ উৎপন্ন হইলে ক্ষতি কি? কারণ, রজ্জু হইতেও অবস্তু অর্থাৎ মিথ্যা সর্পের উৎপত্তি হইতে দেখা যায়। তদুত্তরে বলিতেছেন :—

অবাধাদদুষ্টকারণজন্যত্বাচ্চ নাবস্তুত্বম্। ৭৯

বঙ্গানুবাদ :—না, এ কথাও বলিতে পার না। জগৎ অবস্তু নহে। কেন না, জগতের বাধ দৃষ্ট হয় না এবং উহা সর্পভ্রমবৎ দুষ্টহেতু-জন্যও নহে। বাস্তবিক দর্শন, সময় ও সাদৃশ্যের দোষেই ভ্রান্তি জন্মে। সুতরাং জগৎ অদুষ্টকারণ হইতে উৎপন্ন, ইহা বস্তু। ৭৯

তাৎপর্য্যার্থ :—স্বপ্নদৃষ্ট বা ভ্রমদৃষ্ট পদার্থ ক্ষণকাল পরেই অসত্তা-রূপ বাধা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ ইহা কিছুই নয়, এইরূপ বোধবিষয়ীভূত হয়। কিন্তু জগৎ সেরূপ হয় না, কারণ, গভীর নিদ্রা কি মূর্চ্ছা কোন অবস্থাতেই জগৎ মিথ্যা বলিয়া বোধ হয় না। যদি হইত, তাহা হইলে "সেই ঘটই এই ঘট" "সেই গৃহই এই গৃহ" এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা (জ্ঞাতবস্তুসম্বন্ধীয় জ্ঞান) হইত না। অতএব জগৎ অবস্তু নহে। ৭৯

আভাস :—অবস্তু কারণ হইতেও উৎপন্ন জগতের বস্তুত্ব স্বীকার করিলে ক্ষতি কি? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

ভাবে তদ্‌যোগেন তৎসিদ্ধিরভাবে তদভাবাৎ
কুতস্তরাং তৎসিদ্ধিঃ। ৮০

বঙ্গানুবাদ :—কার্য্য ভাব (বস্তু) হইলে কারণও ভাব (বস্তু) হওয়া উচিত। কেন না, কারণ যদি ভাব (বস্তু) হয়, তবেই তৎসম্বন্ধীয় কার্য্য ভাব অর্থাৎ বস্তু হইবে। আর যদি কারণ অভাব অর্থাৎ অবস্তু হয়, তাহা হইলে তাহার কার্য্যও অভাব (অবস্তু) হইবে। নতুবা অভাব (অবস্তু) কারণ হইতে ভাব অর্থাৎ বস্তুভূত জগতের উৎপত্তি অসম্ভব। ৮০

আভাস :—যদি কেহ বলেন, কর্ম্মই জগতের কারণ হউক, প্রকৃতি স্বীকার করিবার আবশ্যক কি? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

ন কর্ম্মণ উপাদানত্বাযোগাৎ। ৮১

বঙ্গানুবাদ :—কর্ম্ম (জীবের প্রাক্তন শুভাশুভ অদৃষ্ট) কখনও জগতের কারণ হইতে পারে না। কারণ, কর্ম্ম বলিতে ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝা যায়। সুতরাং ধর্ম্মাধর্ম্ম সৃষ্টির নিমিত্ত-কারণ হইতে পারে, তদ্ভিন্ন কখনও উপাদান-কারণ হইতে পারে না। এখানে কর্ম্ম বলিতে অবিদ্যা প্রভৃতিকেও বুঝিতে হইবে। কারণ, কর্ম্মের সহিত অবিদ্যা বা মায়ার কোন প্রভেদ নাই। অর্থাৎ কর্ম্মও যেমন গুণবিশেষ, তদ্রূপ অবিদ্যাদিও গুণবিশেষ। তবেই কর্ম্মের মত অবিদ্যা কিরূপে উপাদান-কারণ হইতে পারে? কাজে কাজেই জগতের কারণরূপে প্রকৃতি স্বীকার না করিলে চলে না। আর প্রকৃতিপুরুষের বিবেক হইতে মুক্তি হয়, ইহা দ্বারাও প্রকৃতিনামক পদার্থ স্বীকার করিতে আমরা বাধ্য। ৮১

আভাস :—এইরূপ জগৎকারণের বিচার করিয়া, সম্প্রতি

পুরুষার্থের (মুক্তির) কারণ কি, তাহারই বিচার করিতেছেন। যদি কেহ বলেন যে, বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপই মুক্তির কারণ, প্রকৃতিপুরুষবিবেক স্বীকার করিবার আবশ্যক কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

নানুশ্রবিকাদপি তৎসিদ্ধিঃ সাধ্যত্বেনাবৃত্তিযোগাদপুরুষার্থত্বম্। ৮২

বঙ্গানুবাদ :—লৌকিক উপায় ও আনুশ্রবিক অর্থাৎ বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড হইতে পুরুষার্থপ্রাপ্তি অসম্ভব। কারণ, আনুশ্রবিকের ফল সাধ্য ; সুতরাং নশ্বর। কর্ম্মকর্ত্তার কিছু দিন কর্ম্মফল—স্বর্গাদিভোগ হইয়া থাকে, তদনন্তর সেই নশ্বর কর্ম্মফল ক্ষয় হইয়া গেলে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয়। সুতরাং তাহা অপুরুষার্থ। ৮২

আভাস :—তবে যে বৈদিক কর্ম্মের দ্বারা ব্রহ্মলোকে গমনকারী ব্যক্তির পুনরাবৃত্তি হয় না, এইরূপ শ্রুতি আছে, তাহার উপায় কি ? তাহার সমাধান করিতেছেন :—

তত্র প্রাপ্তবিবেকস্যানাবৃত্তিশ্রুতিঃ। ৮৩

বঙ্গানুবাদ :—যে ব্যক্তি ব্রহ্মলোকগামী হয়, তাহার পুনর্জ্জন্ম হয় না, শ্রুতিতে যে এইরূপ বর্ণিত আছে, ইহা দ্বারা এই বুঝিতে হইবে যে, তাহা বিবেকজ্ঞানের প্রভাব মাত্র। অর্থাৎ তথায় গিয়া যাহারা বিবেক-জ্ঞান লাভ করে, তাহাদেরই মুক্তি হইয়া থাকে, ইহাই শ্রুতির উদ্দেশ্য। সুতরাং বিবেকজ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই মোক্ষের হেতু নহে, ইহাই স্থির হইল। ৮৩

আভাস :—প্রকৃতিপুরুষবিবেকজ্ঞান ভিন্ন বৈদিক কর্ম্মের দ্বারা মুক্তি বলিলে কি দোষ হয়, তাহাও দেখাইতেছেন :—

দুঃখাদ্দুঃখং জলাভিষেকবন্ন জাড্যবিমোকঃ। ৮৪

বঙ্গানুবাদ:—সলিলসেক দ্বারা যেমন শীতাতুরের শীত দূর হয় না, তদ্রূপ কর্ম্ম দ্বারা অবিবেক বিনাশ পায় না, বরং বর্দ্ধিত হইয়া থাকে অর্থাৎ জীব বহু কষ্টে কর্ম্ম ও তৎফল ধর্ম্ম উপার্জ্জন করে। সেই ধর্ম্মের দ্বারা সদ্গতি হয় সত্য, পরন্তু ভোগ দ্বারা সেই ধর্ম্ম ক্ষয় পাইলে পুনরাবৃত্তি ঘটে, সুতরাং তাহাতে কোন ফলই হয় না, কেবল দুঃখই উপার্জ্জিত হয়। ৮৪

তাৎপর্য্যার্থ:—প্রকৃতপক্ষে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড সুখের কারণ না হইয়া দুঃখেরই কারণ হইয়া থাকে। যেহেতু, ইহার অনুষ্ঠানকাল হইতেই নানাবিধ কষ্টস্বীকার, বহু অর্থব্যয়, জীবহত্যারূপ হিংসাদিদোষ ইত্যাদি বহুপ্রকার কষ্টভোগ করিতে হয়। পরে ভোগকালেও নিজ অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান্ ব্যক্তির অধিক সুখ দেখিয়া ঈর্ষ্যা ও বাসনারূপ অনলে দগ্ধীভূত এবং কর্ম্মফল ক্ষয়শীল বলিয়া সর্ব্বদা চিন্তাবিষে জর্জ্জরিত হইতে হয়। পরে ভোগক্ষয়ে পুনরায় এই দুঃখপূর্ণ জগতে আসিয়া নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ করত বিবিধ দুঃখভোগ করিতে হয়। তাই গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে" অর্থাৎ এইরূপ বেদত্রয়বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানে অভিনিবিষ্ট ব্যক্তিগণ ভোগবাসনার বশবর্ত্তী হইয়া এই জগতে পুনঃপুনঃ গতায়াত করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ও জলদগম্ভীরস্বরে ঐ মতই ঘোষণা করিয়াছেন, যথা—"যত দেখ কর্ম্মকাণ্ড, সকলি বিষের ভাণ্ড, অমৃত বলিয়া যেবা খায়। নানা যোনি ভ্রমণ করে, কদর্য্য ভক্ষণ করে, তার জন্ম অধঃপাতে যায়।" অতএব বৈদিক ক্রিয়াকলাপ কখনই মুক্তির কারণ হইতে পারে না। ৮৪

আভাস:—সকাম কর্ম্মে না হউক, নিষ্কাম কর্ম্মে মুক্তিরূপ ফল

শাস্ত্রে কথিত আছে; অতএব নিষ্কাম কর্ম্মে মুক্তি হউক। তদুত্তরে বলিতেছেন :—

কাম্যেঽকাম্যেঽপি সাধ্যত্বাবিশেষাৎ। ৮৫

বঙ্গানুবাদ :—কি নিষ্কাম, কি সকাম, যে কর্ম্মই কর না কেন, কর্ম্মমাত্রই সাধ্য, সাধনার ফল ক্ষয়িষ্ণু ও ক্লেশদ, এ বিষয়ে উভয়ই তুল্য। ৮৫

তাৎপর্য্যার্থ :—এই জগতে যাহা যাহা সাধ্য (জন্য) অর্থাৎ যাহা প্রযত্ন দ্বারা সাধন করিতে হয়, তাহাই ক্ষয়শীল। অতএব কাম্য কর্ম্মের ন্যায় নিষ্কাম কর্ম্মও ফলসাধ্য (জন্য) বলিয়া ক্ষয়শীল। সুতরাং তাহা কখনও চিরসুখময় মুক্তির কারণ হইতে পারে না। তবে যে নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা মুক্তির কথা শাস্ত্রে কথিত আছে, তাহা জ্ঞানকে দ্বার করিয়া পরম্পরায় মুক্তির কারণ বলিবার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্ম হইতে জ্ঞান হয় এবং জ্ঞান হইতে মুক্তি হয়। এইরূপ পরম্পরারূপে মুক্তির সাধন, সাক্ষাৎরূপে নহে। তাই শ্রুতিও বলিয়াছেন,—"ন কর্ম্মণা, ন প্রজয়া, ধনেন, ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুঃ" অর্থাৎ একমাত্র ত্যাগ ব্যতীত অন্য উপায়ে মুক্তিলাভ হইতে পারে না। ৮৫

আভাস :—সাধ্যবস্তু যখন ক্ষয়শীল, তখন আমাদের ন্যায় সাংখ্য-বাদীর জ্ঞান-সাধ্য মুক্তিও ক্ষয়শীল বলিতে হইবে। তবেই মুক্তপুরুষের বন্ধনাপত্তি উভয়েরই সমান। অর্থাৎ আমাদের বাদী ও প্রতিবাদীর মত তুল্যরূপই দেখিতেছি। তদুত্তরে বলিতেছেন :—

নিজমুক্তস্য বন্ধধ্বংসমাত্রং পরং ন সমানম্। ৮৬

বঙ্গানুবাদ :—আত্মা স্বাভাবিকই মুক্ত। বিবেকজ্ঞান নিত্য-মুক্ত আত্মার বন্ধন ধ্বংস-আবরণ নিবৃত্তি মাত্র করে, মুক্তি উৎপাদন

করে না যে, তাহা নষ্ট হইবে। অতএব উভয়ের এক মত কোথায়?" অর্থাৎ বিবেচনা করিয়া দেখ যে, বিবেকজ্ঞান কিছু জন্মায় না, কেবলমাত্র বন্ধন-নিবৃত্তি করিয়া থাকে। বন্ধন-নিবৃত্তি অর্থাৎ অবিবেকনিবৃত্তি বা আবরণের অপসারণ হইলে মোক্ষ-সূর্য্য স্বয়ং প্রকাশিত হয় ও ব্যবস্থাপিত হয়, উৎপন্ন হয় না। কেন না, যাহা ছিল না, তাহা হইল, এইরূপ হইলে তাহাকে উৎপন্ন বলা যায়। অতএব কর্ম্মবাদী ও জ্ঞানবাদীর মত সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ৮৬

আভাস :—পঞ্চবিংশতিতত্ত্বসিদ্ধিবিষয়ে প্রমাণ কি? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া প্রমাণের লক্ষণ বলিতেছেন :—

দ্বয়োরেকতরস্য বাঽপ্যসন্নিকৃষ্টার্থপরিচ্ছিত্তিঃ
প্রমা তৎসাধকং যৎ তত্ত্রিবিধং প্রমাণম্। ৮৭

বঙ্গানুবাদ :—যতক্ষণ বস্তু বুদ্ধিদর্পণে প্রতিফলিত না হয়, তাবৎকাল তাহা অসন্নিকৃষ্ট অথবা অসংবদ্ধ থাকে। অসন্নিকৃষ্ট পদার্থ ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা বুদ্ধ্যারূঢ় হইলে তৎপদার্থের যে স্বরূপনিশ্চয় হয়, সেই স্বরূপনিশ্চয়কেই প্রমা কহে। প্রমা প্রমাতৃপুরুষের কিংবা বুদ্ধির ধর্ম্ম। সেই প্রমার সাধককেই প্রমাণ বলে। প্রমাণ ত্রিবিধ :—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ অর্থাৎ বেদ। ৮৭

আভাস :—শাস্ত্রে উপমানাদি আরও অধিক প্রমাণ দেখা যায়, অতএব প্রমাণ তিন প্রকার হইবে কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

তৎসিদ্ধৌ সর্ববসিদ্ধের্নাধিক্যসিদ্ধিঃ। ৮৮

বঙ্গানুবাদ :—উক্ত ত্রিবিধ প্রমাণ স্বীকার করিলেই তন্মধ্যে

অন্যান্য সকল প্রমাণের অন্তর্ভাব হয় এবং তদ্দ্বারা নিখিল সামগ্রী সিদ্ধ হয়, সুতরাং বৃথা কতকগুলি প্রমাণ-স্বীকার অনাবশ্যক। ৮৮

আভাস :—এক্ষণে প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণ বলিতেছেন :—

যৎ সংবদ্ধং সৎ তদাকারোল্লেখি বিজ্ঞানং তৎ প্রত্যক্ষম্। ৮৯

বঙ্গানুবাদ :—বিজ্ঞান (অন্তঃস্থবুদ্ধি) যে নেত্রাদি ইন্দ্রিয়ষট্‌কের সম্পর্কে সম্পর্কিত পদার্থের আকৃতি পরিগ্রহ করে, তাহাই এই শাস্ত্রে প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ৮৯

আভাস :—চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সহিত বাহ্যবস্তুর সম্বন্ধ না ঘটিলে প্রত্যক্ষ হয় না। এইরূপ লক্ষণ করিলে যোগি-প্রত্যক্ষে অব্যাপ্তি দোষ উপস্থিত হয়। অর্থাৎ যোগি-প্রত্যক্ষ এই প্রমাণে সিদ্ধ হয় না। কারণ, তাঁহারা অতীত, অনাগত ও ব্যবহিত পদার্থ জানিতে সমর্থ হন, তাহাতে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্পর্ক দূরাপেত। তদুত্তরে বলিতেছেন :—

যোগিনামবাহ্যপ্রত্যক্ষত্বান্ন দোষঃ। ৯০

বঙ্গানুবাদ :—এটি বাহ্যপ্রত্যক্ষের লক্ষণ, যোগীরা বাহ্যদর্শী নহেন। অতএব উক্ত লক্ষণে কোনরূপ দোষাপত্তি হইতে পারে না। ৯০

আভাস :—কিরূপ লক্ষণে যোগি-প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হয়, তাহাই বলিতেছেন :—

লীনবস্তুলব্ধাতিশয়সম্বন্ধাদ্ বাঽদোষঃ। ৯১

বঙ্গানুবাদ :—লীন পদার্থে (অসন্নিকৃষ্ট বস্তুতে) যোগিগণের চিত্তসম্বন্ধ সংঘটিত হয়। কারণ, যোগ ও ধর্ম্মবলে তাঁহাদিগের অন্তরে ঈদৃশ একরূপ সামর্থ্য জন্মে যে, তাহার প্রভাবে তাঁহাদের চিত্ত লুক্কায়িত পদার্থেও সম্বন্ধ প্রাপ্ত হয়। ৯১

আভাস :—যদি বাহ্যবস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষই প্রত্যক্ষের লক্ষণ হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরপ্রত্যক্ষেও অব্যাপ্তিদোষ উপস্থিত হয়। কারণ, ঈশ্বর প্রত্যক্ষ নিত্য, এবং তাহা ইন্দ্রিয়সম্বন্ধজন্য নহে। তদুত্তরে তর্কস্থলে বাদীকে পরাজিত করিবার জন্য বলিতেছেন :—

ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ। ৯২

বঙ্গানুবাদ :—ঈশ্বর অসিদ্ধ। যদি ঈশ্বর না থাকিল, তবে ঈশ্বরপ্রত্যক্ষও রহিল না ; কাজেই লক্ষ্য-বহির্ভূত হওয়ায় উক্ত লক্ষণ তাঁহাতে অব্যাপ্ত নহে। ৯২

আভাস :—এ বিষয়ে অন্য যুক্তি দেখাইতেছেন :—

মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ। ৯৩

বঙ্গানুবাদ :—ঈশ্বর মুক্ত কি বদ্ধ ? দুই-ই অসম্ভব। অতএব তাদৃশ ঈশ্বর অসিদ্ধ। ৯৩

আভাস :—ঈশ্বরকে মুক্ত বা বদ্ধ বলিলে কি দোষ হয়, তাহাই দেখাইতেছেন :—

উভয়থাপ্যসৎকরত্বম্। ৯৪

বঙ্গানুবাদ :—তিনি মুক্ত হইলে সৃষ্টিপ্রয়োজক রাগাদি (ইচ্ছাদি) অভাবে স্রষ্টা হইতে পারেন না। আবার বদ্ধ হইলে আমাদিগের ন্যায় অসর্ব্বজ্ঞ হইয়া পড়েন, তাহাতে ঈশ্বরের সৃষ্টিক্রিয়ায় অসামর্থ্য আসিয়া পড়ে, সুতরাং কিছুই বলা যায় না অথচ বদ্ধ মুক্ত বিভিন্ন পুরুষও অসম্মত। এরূপ স্থলে ঈশ্বর অসিদ্ধ বলাই ভাল। ৯৪

আভাস :—তাহা হইলে ঈশ্বরপ্রতিপাদক শ্রুতির গতি কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

মুক্তাত্মনাং প্রশংসা উপাসাসিদ্ধস্য বা। ৯৫

বঙ্গানুবাদ :—শ্রুতি যে ঈশ্বরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা মুক্তাত্মা অর্থাৎ হরি, হর, ব্রহ্মাদি বা সিদ্ধাত্মা অর্থাৎ উপাসনার দ্বারা সিদ্ধ অর্থাৎ অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি সিদ্ধিলাভে মহা প্রভাবশালী যোগিগণের প্রশংসা মাত্র। ৯৫

আভাস :—জড়া প্রকৃতির অধিষ্ঠাতৃত্বরূপে ত ঈশ্বর সিদ্ধ হইতে পারেন। কারণ, চেতনের অধিষ্ঠান বিনা অচেতন কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। তদুত্তরে বলিতেছেন :—

তৎসন্নিধানাদধিষ্ঠাতৃত্বং মণিবৎ। ৯৬

বঙ্গানুবাদ :—অয়াকান্তমণির মত অধিষ্ঠাতৃত্ব চেতন আত্মার সন্নিধানবশেই নিষ্পন্ন হয়। অর্থাৎ প্রকৃতিকে পরিণামিত বা সৃষ্ট্যুন্মুখ করার নাম অধিষ্ঠাতৃত্ব। অয়স্কান্তমণির দৃষ্টান্তে উহা আদিপুরুষের সন্নিধানবশেই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। তজ্জন্য ঈশ্বরের সঙ্কল্প বা চেষ্টা স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? ৯৬

আভাস :—যদি চেতনের অধিষ্ঠাতৃত্ব না থাকে, তবে ঘটপটাদি-রূপ বিশেষ বিশেষ কার্য্য কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

বিশেষকার্য্যেঽপি জীবানাম্। ৯৭

বঙ্গানুবাদ :—ঘটপটাদিরূপ বিশেষ বিশেষ কার্য্যে জীবের অর্থাৎ অন্তঃকরণপ্রতিবিম্বিত চৈতন্যেরই অধিষ্ঠাতৃত্ব অর্থাৎ কর্তৃত্ব। তাহাও কূটস্থচৈতন্য—আত্মার সন্নিধান বশতঃ বুঝিতে হইবে। কারণ,

চেতন আত্মার অতি সন্নিকটে অবস্থিত বলিয়াই অন্তঃকরণ ইচ্ছাদিরূপে পরিণত হইতেছে। ৯৭

আভাস :—যদি সদা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর বলিয়া কেহ না থাকেন, তাহা হইলে বেদাদিশাস্ত্রের উপদেশও অন্ধপরম্পরার মত হওয়ায় অপ্রমাণ হইয়া পড়ে। তদর্থে বলিতেছেন :—

সিদ্ধরূপবোদ্ধৃত্বাদ্‌বাক্যার্থোপদেশঃ। ৯৮

বঙ্গানুবাদ :—যদিও স্বতন্ত্র সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর না থাকেন, তথাপি হিরণ্যগর্ভাদি সিদ্ধাত্মা সর্ব্ব বোদ্ধা অনুমোদিত আছেন। তাঁহাদিগের মুখোচ্চারিত যথার্থ বাক্য সমস্তই প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য। তাঁহারা যখন এই প্রণালীতে মুক্তি ঘটে বলিয়াছেন, তখন তাহাই সত্য ; তাঁহাদের বাক্য মিথ্যা হইতে পারে না। ৯৮

আভাস :—যদি সন্নিধানবশতঃ পুরুষের অধিষ্ঠাতৃত্ব (কর্তৃত্ব) গৌণ হইল, অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে পুরুষের অধিষ্ঠাতৃত্ব না হইল, তবে মুখ্য অধিষ্ঠাতৃত্ব কাহার ? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

অন্তঃকরণস্য তদুজ্জ্বলিতত্বাল্লোহবদধিষ্ঠাতৃত্বম্‌। ৯৯

বঙ্গানুবাদ :—অন্তঃকরণেরই মুখ্য কর্তৃত্ব, অর্থাৎ অগ্নিসংযোগে লৌহ যেমন উজ্জ্বল হয়, তদ্রূপ অন্তঃকরণ বা বুদ্ধি আত্মচৈতন্যে চেতনায়মান হইয়া থাকে। বস্তুতঃ অন্তঃকরণ বা বুদ্ধি স্বয়ং অচেতন। তবে চেতনাত্মার অতি সন্নিধান বশতঃ অন্তঃকরণ চেতনায়মান হয় বলিয়াই তাহার কর্তৃত্ব হয়। ৯৯

আভাস :—এইরূপ প্রত্যক্ষপ্রমাণের লক্ষণ বলিয়া, সম্প্রতি অনুমান-প্রমাণের লক্ষণ বলিতেছেন :—

প্রতিবন্ধদৃশঃ প্রতিবন্ধজ্ঞানমনুমানম্। ১০০

বঙ্গানুবাদ :—প্রতিবন্ধ শব্দে ব্যাপ্তি এবং দৃশ্ শব্দে জ্ঞান বুঝায়। ব্যাপ্তিজ্ঞানবিশিষ্ট পুরুষের যে ব্যাপ্তপদার্থদর্শনান্তে ব্যাপকের জ্ঞান হয়, তাহাই অনুমানাখ্য দ্বিতীয় প্রমাণ জানিবে। ১০০

তাৎপর্য্যার্থ :—রন্ধনশালা প্রভৃতিতে পুনঃ পুনঃ ধূম দেখার পরই আগুন দেখিয়া, এইরূপ একটি জ্ঞান জন্মে যে, যেখানে যেখানে ধূম আছে, সেখানে সেইখানেই বহ্নি আছে। এইরূপ জ্ঞান-সম্পন্ন পুরুষের পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া, 'এই পর্ব্বত বহ্নিযুক্ত', এইরূপ জ্ঞান যে প্রমাণের দ্বারা হইল, তাহার নাম অনুমান-প্রমাণ। এই যে ধূম দেখিয়া চক্ষুর দ্বারা অদৃষ্ট বহ্নির অনুমান, তাহা অভ্রান্ত। সুতরাং অনুমান-প্রমাণও অভ্রান্ত। ১০০

আভাস :—শব্দপ্রমাণের লক্ষণ বলিতেছেন :—

আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ। ১০১

বঙ্গানুবাদ :—আপ্তি শব্দের অর্থ যোগ্যতা, (যে পদার্থের সহিত যে পদার্থের অন্বয় হইবে, তাহাতে তাহার অবাধ সত্তা) তাহা যাহাতে অর্থাৎ যে বাক্যেতে আছে, তাহার নাম আপ্ত বা যোগ্য। যে উপদেশ আপ্ত অর্থাৎ যোগ্য, সেই উপদেশ শ্রবণানন্তর যে জ্ঞান হয়, তাহাই শব্দ-প্রমাণ নামে কথিত হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, বেদ বা তন্মূলক স্মৃত্যাদির উপদেশ ভিন্ন অন্য উপদেশ অনাপ্ত। সুতরাং বেদবিরোধী বলিয়া বৌদ্ধের মত নাস্তিক বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাই শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বলিয়াছেন, "বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হইল নাস্তিক"। ১০১

আভাস :—এই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য প্রকৃতিপুরুষবিবেক, কিন্তু

উক্ত তিন প্রমাণের মধ্যে, কাহার দ্বারা সেই বিবেক সাধিত হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

উভয়সিদ্ধিঃ প্রমাণাত্তদুপদেশঃ। ১০২

বঙ্গানুবাদ :—বক্ষ্যমাণ প্রমাণের দ্বারাই প্রকৃতি-পুরুষ সিদ্ধ হয়। সেই জন্যই তাহাদের বিবেকবিষয়ে প্রমাণের উপদেশ হইল।

আভাস :—কোন্ প্রমাণে সেই প্রকৃতি-পুরুষ সিদ্ধ হইতেছে, এই প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন :—

সামান্যতো দৃষ্টাদুভয়সিদ্ধিঃ। ১০৩

বঙ্গানুবাদ :—অনুমান তিন প্রকার ;—পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ, ও সামান্যতোদৃষ্ট। তন্মধ্যে সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানের দ্বারা প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ের সিদ্ধি হইয়া থাকে। ১০৩

আভাস :—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, প্রমাণের ফল প্রমাজ্ঞান, উহা পুরুষের হইয়া থাকে, তবেই তাহার দ্বারা পুরুষের পরিণামিত্ব আসিয়া পড়িল, ইহার উত্তরে বলিতেছেন :—

চিদবসানো ভোগঃ। ১০৪

বঙ্গানুবাদ :—পূর্ব্বকথিত প্রমাজ্ঞান পুরুষাশ্রিত হইলেও উহা পুরুষের বিকার ঘটায় না, পরিণামও সংঘটিত করে না। চিৎ (চৈতন্য) পুরুষস্বরূপ। তাহাতে যে বুদ্ধিবৃত্তির প্রতিবিম্বপাত হয়, তাহারই নাম ভোগ। তাদৃশ ভোগ প্রমাণ-সকলেরই ফল। ১০৪

তাৎপর্য্যার্থ :—প্রমেয় বস্তু বা তদাকারে আকারিত মনোবৃত্তি আত্মাতে প্রতিবিম্বস্বরূপে ভাসমান অর্থাৎ প্রকাশ পায়। সাংখ্যশাস্ত্রে

তাহাই পুরুষের ভোগ বলিয়া কথিত হয়। বস্তুতঃ প্রতিবিম্বের দ্বারা বিম্বের কিছুমাত্র বিকার হয় না। অন্তঃকরণ চিদাত্মার অতিনিকটবর্ত্তী বলিয়া কেবল তাহার বৃত্তি পুরুষে প্রতিবিম্বিত হয় মাত্র। স্বরূপতঃ পুরুষের কোন বিকৃতি হয় না বা তিনি কিছু ভোগ করেন না। ১০৪

আভাস :—এই জগতে কর্ত্তাকেই ক্রিয়ার ফলভোগ করিতে দেখা যায়। সুতরাং কেমন করিয়া বুদ্ধিবৃত্তির ভোগ অকর্ত্তা পুরুষে ঘটিবে বলিল? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

অকর্ত্তুরপি ফলোপভোগোঽন্নাদ্যবৎ। ১০৫

বঙ্গানুবাদ :—একের কৃত অন্নে যেরূপ অপরের ভোগ সিদ্ধ হয়, বুদ্ধিকৃত কর্ম্মে তদ্রূপ অকর্ত্তা পুরুষেরও ভোগ সম্ভবে। ১০৫

তাৎপর্য্যার্থ :—পাচকের কৃত কর্ম্মের ফল অন্নব্যঞ্জনাদি যেমন রাজা ভোগ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ বুদ্ধিকৃত কর্ম্মের ফল, সুখ-দুঃখ আত্মা ভোগ করিয়া থাকেন।

আভাস :—পাককর্ম্মে রাজার কর্তৃত্ব না থাকিলেও সেখানে যেমন স্বস্বামিভাব ভোগের নিয়ামক, তদ্রূপ এখানে অকর্ত্তা আত্মার ভোগের নিয়ামক কি? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

অবিবেকাদ্বা তৎসিদ্ধেঃ কর্ত্তুঃ ফলাবগমঃ। ১০৬

বঙ্গানুবাদ :—অথবা পুরুষের ভোগ হয় যে বলা হইল, এ বাক্যও অবিবেক নিবন্ধন আরোপিত। যে কর্ত্তা, সেই ফল ভোগ করে। পুরুষ কর্ম্মকর্ত্তা, সুতরাং পুরুষই ফলাফলভোগী; এই যে অনুভব, ইহাও অবিবেক নিবন্ধন জানিবে। প্রকৃতপক্ষে পুরুষ অকর্ত্তা, বুদ্ধিই কর্তৃত্ব-ধর্ম্মশালিনী। ১০৬

ভাৎপর্য্যার্থ :—সেনাপতি যুদ্ধে জয়লাভ করিলেও যেমন স্বামিত্বহেতুক অর্থাৎ রাজা যুদ্ধক্ষেত্র চক্ষে না দেখিলেও কেবল স্বামিত্ব সম্বন্ধে, রাজা যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছেন বলা হয়, তদ্রূপ অবিবেক বশতঃই পুরুষে আরোপিত সুখ-দুঃখ অনুভবরূপ ভোগ স্বীকৃত হইয়া থাকে। মুক্তপুরুষে অবিবেক থাকে না; অতএব ভোগও হয় না। এতদ্দ্বারা অতিব্যাপ্তিরূপ দোষও খণ্ডিত হইল। ১০৬

আভাস :—এইরূপ প্রমাণ-সমূহ এবং প্রমাণের ফলস্বরূপ—প্রমেয়সিদ্ধি স্থাপন করিয়া প্রমেয়সিদ্ধির ফল বলিতেছেন :—

নোভয়ঞ্চ তত্ত্বাখ্যানে। ১০৭

বঙ্গানুবাদ :—যদি প্রমাণের দ্বারা প্রকৃতি-পুরুষের স্বরূপ-সাক্ষাৎ হয়, তবেই সুখদুঃখভোগ হয় না। অর্থাৎ তৎকালে পুরুষ-সকাশে প্রকৃতি স্বস্বরূপ গোপন করিয়া থাকেন; সুতরাং পুরুষ সঙ্গহীন, কেবল ও ভোগরহিত হন। ১০৭

আভাস :—এইরূপ প্রমাণ স্থির করিয়া প্রমেয় (প্রমাণের বিষয়ীভূত বস্তু) সম্বন্ধে ব্যবস্থা বলিতেছেন :—

বিষয়োঽবিষয়োঽপ্যতিদূরাদের্হানোপাদানাভ্যামিন্দ্রিয়স্য। ১০৮

বঙ্গানুবাদ :—বিষয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষযোগ্য পদার্থ যে অবিষয় হয় অর্থাৎ থাকিলেও জ্ঞানগোচর হয় না, তাহার কারণ—বস্তুর অতিদূরত্ব ও সূক্ষ্মত্বাদিদোষ, ইন্দ্রিয়হানি ও অন্যমনস্কাদি হেতুক ইন্দ্রিয়ের উদাসীনতায় উক্তদোষবশতঃ বিদ্যমান বস্তুও জানিতে পারা যায় না। ১০৮

আভাস :—জগৎকারণ প্রকৃতির অনুপলব্ধি-বিষয়ে কারণ কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

সৌক্ষ্ম্যাত্তদনুপলব্ধেঃ। ১০৯

বঙ্গানুবাদ :—সৌক্ষ্ম্য নিবন্ধন প্রকৃতি-পুরুষ সহজবোধগম্য নহে। ১০৯

তাৎপর্য্যার্থ :—যেমন সূক্ষ্মতা নিবন্ধন প্রকৃতির সহজে উপলব্ধি হয় না, তদ্রূপ পুরুষের অনুপলব্ধি-বিষয়েও ঐ কারণ বুঝিতে হইবে। এখানে সূক্ষ্ম বলিতে অণু অর্থাৎ পরিমাণে ক্ষুদ্র নহে। কারণ, প্রকৃতি ও পুরুষ বিভু পদার্থ। সুতরাং সূক্ষ্ম বলিতে প্রত্যক্ষজ্ঞানপ্রতি-বন্ধক-জাতিবিশেষ বা নিরবয়ব-দ্রব্যতাই বুঝিতে হইবে। ১০৯

আভাস :—অভাব বশতঃই ত প্রকৃতি-পুরুষের অনুপলব্ধি সম্ভব হইতে পারে। সুতরাং সূক্ষ্মতা কল্পনা করিবার আবশ্যক কি ? তাহা হইলে শশকশৃঙ্গেরও সূক্ষ্মতা বশতঃ উপলব্ধি হয় না বলিব : তদুত্তরে বলিতেছেন :—

কার্য্যদর্শনাত্তদুপলব্ধেঃ। ১১০

বঙ্গানুবাদ :—কার্য্যদর্শন দ্বারা প্রকৃতি প্রভৃতির উপলব্ধি হইয়া থাকে। ১১০

তাৎপর্য্যার্থ :—কার্য্যের দ্বারাই কারণের অনুমান হইয়া থাকে। যেমন ঘট দেখিয়া পরমাণুর জ্ঞান। তদ্রূপ ত্রিগুণাত্মক কার্য্য দেখিয়া ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির উপলব্ধি অনুমান-প্রমাণে সিদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু শশকশৃঙ্গের কোনরূপ কার্য্য দেখা যায় না ; অতএব ইহা অসিদ্ধ।

আভাস :—কেহ বলেন ব্রহ্ম, কেহ বলেন পরমাণু, কেহ বলেন প্রকৃতি জগতের কারণ। অতএব প্রকৃত কারণ যে কি, তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকায় প্রকৃতির অসিদ্ধি বলিব। বাদীর এইরূপ তর্ক আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন :—

বাদিবিপ্রতিপত্তেস্তদসিদ্ধিরিতি চেৎ ? ১১১

বঙ্গানুবাদ :—বাদীর বিপ্রতিপত্তিতে অর্থাৎ সন্দেহজনক বাক্য উপন্যাসমাত্রে অর্থাৎ নিত্যা প্রকৃতি নাই, প্রকৃতি আবার কি, এবম্প্রকার তর্কে যদি প্রকৃতি অসিদ্ধ বল, তদ্বিষয়ে বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১১১

আভাস :—অনন্তর প্রকৃত সিদ্ধান্ত বলিতেছেন :—

তথাপ্যেকতরদৃষ্ট্যা একতরসিদ্ধের্নাপলাপঃ। ১১২

বঙ্গানুবাদ :—যৎকালে কার্য্য-কারণের একতর (কার্য্য) দৃষ্ট হয়, তখন আর তাহাতে বিপ্রতিপত্তি নাই। সেই একতরের (কার্য্যের)-দ্বারাই কোন এক কারণের অস্তিত্ব অনায়াসে সিদ্ধ হইবে, কোন ব্যক্তিই তাহার অপলাপ করিতে সমর্থ হইবেন না। ১১২

আভাস :—সৎকার্য্য সম্বন্ধে আরও যুক্তি দেখাইতেছেন :—

ত্রিবিধবিরোধাপত্তেশ্চ। ১১৩

বঙ্গানুবাদ :—উৎপত্তির অগ্রে কার্য্য কারণে লুক্কায়িত ছিল, সুতরাং কার্য্য সৎ। যদি এইরূপ হয়, তাহা হইলে কার্য্যের ত্রিবিধত্ব ব্যবহার থাকে। জন্মশীল পদার্থই অতীত, ভাবী, বর্ত্তমান এই ত্রিবিধ-সংজ্ঞার সংজ্ঞী হইয়া থাকে। পদার্থ না থাকিলে কি প্রকারে অতীতত্বাদি

ধর্ম্মব্যবহার হয়? অতীতাদি ব্যবহারত্রয়ের অবিরোধ-করণার্থই কার্য্যের পূর্ব্বাস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। ইহার দৃষ্টান্ত ঘট। উৎপত্তির অগ্রেও ঘট মৃত্তিকায় লুক্কায়িত ছিল, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। ১১৩

আভাস:—পুনরায় অন্য যুক্তি দ্বারা সৎকার্য্যের সিদ্ধি দেখাইতেছেন:—

নাসদুৎপাদো নৃশৃঙ্গবৎ। ১১৪

বঙ্গানুবাদ:—অসতের উৎপত্তি নৃশৃঙ্গবৎ অসম্ভব। অর্থাৎ নৃশৃঙ্গ বা খপুষ্পবৎ যাহা অসৎ (যাহা কোনকালেও নাই), তাহার উৎপত্তি কদাচ সম্ভবে না। ১১৪

তাৎপর্য্যার্থ:—যাহা নাই, তাহা কখনও উৎপন্ন হইতে পারে না। যেমন আকাশকুসুম বা মানুষের শৃঙ্গ বলিয়া কোন বস্তু নাই; সুতরাং কোন কালেও তাহার উৎপত্তি হয় না। ঘট শক্তিরূপে মাটীতে আছে বলিয়াই মাটী হইতে ঘট জন্মায়। কিন্তু সূতা হইতে ঘট হয় না। কারণ, তাহাতে নাই। কিন্তু কাপড় হয়, কারণ, তাহাতে আছে। ১১৪

আভাস:—সৎকার্য্যের সিদ্ধিবিষয়ক হেতু দেখাইতেছেন:—

উপাদাননিয়মাৎ। ১১৫

বঙ্গানুবাদ:—কার্য্য উপাদানে সংগুপ্ত থাকে বলিয়াই উৎপাদনের জন্য উপাদানগ্রহণের নিয়ম বিদ্যমান। যেমন বিবেচনা কর, ঘটের জন্য লোক মৃত্তিকাই গ্রহণ করে, অগ্নি গ্রহণ করে না এবং পটের জন্য লোক সূত্রই গ্রহণ করে, জল গ্রহণ করে না। ১১৫

আভাস:—উপাদানের নিয়ম সম্বন্ধে প্রমাণ বলিতেছেন:—

সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সর্ব্বাসম্ভবাৎ। ১১৬

বঙ্গানুবাদ :—সকল দ্রব্যে সর্ব্বকালে সকল কার্য্য সম্ভবে না। কাজেই বিবেচনা করিয়া দেখ যে, প্রত্যেক কার্য্যের নিরূপিত উপাদান থাকাই ব্যবস্থেয়। তাহা না থাকিলে সকল দ্রব্যেই সর্ব্বদা যে সে বস্তুই উৎপন্ন হইত। ১১৬

আভাস :—যাহা নাই, তাহা উৎপন্ন হইতে পারে না, ইহাই অন্য যুক্তির দ্বারা দেখাইতেছেন :—

শক্তস্য শক্যকরণাৎ। ১১৭

বঙ্গানুবাদ :—উপাদানের অর্থ এই যে, উহা কার্য্যশক্তিবিশিষ্ট পদার্থ। যে কার্য্য কারণে (উপাদানে) শক্ত (শক্তিরূপে) অধিষ্ঠিত না থাকে, সে কার্য্য সে কারণ হইতে সম্পাদিত হয় না। ১১৭

আভাস :—সৎকার্য্যসিদ্ধিবিষয়ে অন্য যুক্তিও দেখাইতেছেন :—

কারণভাবাচ্চ। ১১৮

বঙ্গানুবাদ :—উৎপত্তির অগ্রে কার্য্যমাত্রই কারণভাবে থাকে। ইহা দ্বারা বুঝা গেল যে, অত্যন্ত অসৎ কখন জন্মধারণ করে না। ১১৮

তাৎপর্য্যার্থ :—যাহা সৎ অর্থাৎ যাহা আছে, তাহা হইতেই কার্য্য উৎপন্ন হয়। আর যাহা অসৎ অর্থাৎ নাই, তাহা হইতে কিছুই উৎপন্ন হয় না। যেমন তৈল তিলে আছে বলিয়া, তাহা হইতে তৈল উৎপন্ন হয়। কিন্তু স্থূল বালুকণিকা অর্থাৎ কাঁকরে তৈল নাই বলিয়া শত শত চেষ্টাতেও তাহা হইতে তৈল উৎপন্ন হয় না। ১১৮

আভাস :—সৎকার্য্যবাদ-সম্বন্ধে বাদীর তর্ক আশঙ্কা করিতেছেন :—

ন ভাবে ভাবযোগশ্চেৎ । ১১৯

বঙ্গানুবাদ :—জিজ্ঞাসা করিতে পার যে, কার্য্যভাব হইলে (আছে বলিয়া নিশ্চিত থাকিলে) আবার তাহার ভাবযোগ কি হেতু ? অর্থাৎ যাহা আছে, তাহা আবার উৎপন্ন হইবে, ইহার অর্থ কি ? ১১৯

আভাস :—বাদীর এই তর্ক খণ্ডনার্থ নিজের সিদ্ধান্ত বলিতেছেন :—

নাঽভিব্যক্তিনিবন্ধনৌ ব্যবহারাব্যবহারৌ । ১২০

বঙ্গানুবাদ :—ইহা বলা যুক্তিযুক্ত নহে। অভিব্যক্তিনিবন্ধনই কার্য্যোৎপত্তির ব্যবহার ও অব্যবহার জানিবে। যখন কার্য্য অভিব্যক্ত হয় (বর্ত্তমান অবস্থায় আইসে), তৎকালে উৎপন্ন বলিয়া ব্যবহার করা যায়, আর অনভিব্যক্ত থাকিলেই তাহাকে অনুৎপন্ন কহে। ১২০

আভাস :—অভিব্যক্তি নিবন্ধন উৎপত্তি শব্দের ব্যবহার। নাশ-শব্দের ব্যবহার কি নিবন্ধন হইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

নাশঃ কারণলয়ঃ । ১২১

বঙ্গানুবাদ :—অভিব্যক্ত হওয়াকে যেরূপ উৎপত্তি কহে, কারণে বিলীন হওয়াও তদ্রূপ নাশ বলিয়া কথিত। ১২১

আভাস :—সৎকার্য্যসিদ্ধি রক্ষার জন্য এক অভিব্যক্তির কারণ অন্য অভিব্যক্তি, আবার সে অভিব্যক্তির কারণ অন্য অভিব্যক্তি, এইরূপ অনবস্থা দোষ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন :—

পারম্পর্য্যতোঽন্বেষণা বীজাঙ্কুরবৎ । ১২২

বঙ্গানুবাদ :—বীজাঙ্কুরের দৃষ্টান্তে কোন স্থানে পারম্পর্য্যক্রমে

এবং অন্য কোন স্থানে বা এককালীন উল্লিখিত অভিব্যক্তির তথ্য অনুসন্ধান করিবে। ফল কথা, কার্য্যমাত্রই নিত্য; অবস্থান্তর ঘটিলেই তাহাতে নাশবুদ্ধি উৎপন্ন হয়। ১২২

তাৎপর্য্যার্থ:—বীজ আগে, না অঙ্কুর আগে? এই প্রশ্নের বিচারে যেমন বীজ ও অঙ্কুর দুই নিত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তদ্রূপ আমাদের মতেও কার্য্য ও কারণ নিত্য। অথবা যদি বল যে, বীজই আগে অর্থাৎ জগৎস্রষ্টার সংকল্পে আগে বীজের সৃষ্টি; পরে তাহা হইতে অঙ্কুরের উৎপত্তি; অতএব বীজই আদিকারণ। তদ্রূপ আমাদের মতেও প্রকৃতি আদিকারণ। পরে তাহা হইতে জগতের অভিব্যক্তি। অতএব সৎকার্য্যবাদই যথার্থ যুক্তিসঙ্গত ও শাস্ত্রানুমোদিত। কারণ, বিষ্ণু-পুরাণে বলিয়াছেন,—"যথা হি পাদপো মূলস্কন্ধ-শাখাদিসংযুত আদিবীজাৎ প্রভবতি বীজান্যন্যানি বৈ ততঃ।" অর্থাৎ আদিবীজ হইতে মূল, গুঁড়ি ও শাখাযুক্ত বৃক্ষ জন্মিয়াছে। পরে তাহা হইতে অন্যান্য বীজ উৎপন্ন হইয়াছে। ১২২

আভাস:—অন্য যুক্তির দ্বারাও সৎকার্য্য-বাদের দোষ খণ্ডন করিতেছেন:—

উৎপত্তিবদ্ বাদোষঃ। ১২৩

বঙ্গানুবাদ:—ঘটোৎপত্তির উৎপত্তি ঘটোৎপত্তিরই স্বরূপ, বাদীরা যেমন এই কথা বলেন, এই মতেও তদ্রূপ অভিব্যক্তির অভিব্যক্তি অভিব্যক্তিরই স্বরূপ; অতএব এই যুক্তি দ্বারাও সিদ্ধান্ত দোষবর্জ্জিত। ১২৩

আভাস:—প্রকৃতি-কার্য্যসমূহের পরস্পর সাধর্ম্ম্য দেখাইতে-ছেন:—

হেতুমদনিত্যমব্যাপি সক্রিয়মনেকমাশ্রিতং লিঙ্গম্। ১২৪

বঙ্গানুবাদ :—লিঙ্গ বলিতে কার্য্যসমূহ। কারণ, তাহা কারণের অনুমাপক এবং লয় প্রাপ্ত হয়। অতএব জন্যবস্তুমাত্রই লিঙ্গশব্দে অভিহিত। সেই লিঙ্গ অর্থাৎ জন্যবস্তু-সমূহ হেতুমৎ অর্থাৎ কারণযুক্ত, অনিত্য অর্থাৎ বিনাশী, অব্যাপী অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী নহে, সক্রিয় অর্থাৎ ক্রিয়াশীল, অনেক অর্থাৎ নানাবিধ, আশ্রিত অর্থাৎ স্বকারণে অবস্থিত। সুতরাং কার্য্যসমূহের পরস্পর সাধর্ম্ম্য থাকা হেতু সকলেরই কারণ যে প্রকৃতি, তাহা স্থির হইল। ১২৪

আভাস :—যদি কেবলমাত্র পঞ্চবিংশতিই তত্ত্ব হয়, তাহা হইলে জ্ঞানসুখাদি সামান্য কর্ম্মের অভাব হইয়া পড়ে। তাহাতে ত দৃষ্ট-পরিত্যাগ-রূপ দোষ উপস্থিত হইতে পারে। তদুত্তরে বলিতেছেন :—

আঞ্জস্যাদভেদতো বা গুণসামান্যাদেস্তৎসিদ্ধিঃ
প্রধানব্যপদেশাদ্ বা। ১২৫

বঙ্গানুবাদ :—গুণসামান্যাদি অর্থাৎ জ্ঞানসুখাদি স্বরূপতঃ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব হইতে অভেদ। সুতরাং চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের মধ্যে তাহারা অন্তর্ভুক্ত থাকায়, তাহাদের সিদ্ধি হইতেছে। অথবা প্রধান ব্যপদেশ হেতুক অর্থাৎ প্রধানের কার্য্যত্বহেতুক তাহা হইতে অভিন্ন বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দেশ থাকা জন্যও গুণসামান্যের সিদ্ধি হইতেছে। ১২৫

আভাস :—এক্ষণে কার্য্যের সধর্ম্মকতা-হেতুক কারণানুমানের নিমিত্ত কার্য্য-কারণের সমানধর্ম্মতা দেখাইতেছেন :—

ত্রিগুণাচেতনত্বাদি দ্বয়োঃ। ১২৬

বঙ্গানুবাদ :—কার্য্য ও কারণ এই উভয়ই ত্রিগুণত্ব ও অচেতনত্ব-ধর্ম্মী অর্থাৎ উভয়ই ত্রিগুণ ও অচেতনস্বভাব। ১২৬

তাৎপর্য্যার্থ:—কার্য্য ও কারণ এই উভয়েরই ধর্ম্ম ত্রিগুণত্ব ও অচেতনত্বাদি। এই আদি শব্দের দ্বারা অবিবেকিত্ব, বিষয়ত্ব, সামান্যত্ব, প্রসবধর্ম্মিত্ব ও ব্যক্তত্ব বুঝিতে হইবে। এই সমস্ত ধর্ম্ম অর্থাৎ ত্রিগুণতা ও অচেতনস্বভাবত্বাদি যেমন কার্য্যে আছে, তদ্রূপ কারণেও আছে। ১২৬

আভাস:—প্রকৃতিনামক জগতের কারণ গুণত্রয়ের পরস্পর বৈধর্ম্ম্য দেখাইতেছেন। কেন না, কারণসমূহ পরস্পর সমানধর্ম্মী হইলে নানাবিধ বিচিত্রকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না:—

প্রীত্যপ্রীতিবিষাদৈর্গুণানামন্যোন্যং বৈধর্ম্ম্যম্। ১২৭

বঙ্গানুবাদ:—প্রীতি, অপ্রীতি, বিষাদ এই তিনটির দ্বারা গুণত্রয়ের (সত্বাদির) পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম অবধারিত হইয়া থাকে। ১২৭

তাৎপর্য্যার্থ:—প্রীতি অর্থাৎ সুখ সত্বগুণের ধর্ম্ম। অপ্রীতি ও বিষাদ সত্বগুণের বৈধর্ম্ম্য। এইরূপ অপ্রীতি অর্থাৎ দুঃখ রজোগুণের সাধর্ম্ম্য, অপর দুইটি বৈধর্ম্ম্য। বিষাদ অর্থাৎ মোহ তমোগুণের সাধর্ম্ম্য, অপর দুইটি বিরুদ্ধ ধর্ম্ম। এই প্রকারে উক্ত তিন গুণই পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মী। আদি শব্দের সহিত সকলেরই সম্বন্ধ; অর্থাৎ প্রীত্যাদি, অপ্রীত্যাদি ও বিষাদাদি। প্রীত্যাদি বলিতে,—প্রসন্নতা, লঘুতা, অনভিসঙ্গ (অনাসক্তি), তিতিক্ষা ও সন্তোষধর্ম্মবিশিষ্ট সত্বগুণ। অপ্রীত্যাদি বলিতে,—উপষ্টম্ভকত্ব (হ্রাস-বৃদ্ধিকারকত্ব) ও চলত্বধর্ম্মবিশিষ্ট রজোগুণ। বিষাদাদি বলিতে,—গুরুত্ব ও আবরকত্ব-ধর্ম্মবিশিষ্ট তমোগুণ জানিতে হইবে। সংক্ষেপার্থ মাত্র এক একটি ধর্ম্মের দ্বারা উল্লেখ করিয়াছেন। ১২৭

আভাস:—গুণত্রয়ের এইরূপ বৈধর্ম্ম্য দেখাইয়া সাধর্ম্ম্যও দেখাইতেছেন:—

লঘ্বাদিধর্ম্মৈঃ সাধর্ম্ম্যং বৈধর্ম্ম্যঞ্চ গুণানাম্। ১২৮

বঙ্গানুবাদ :—লঘ্বাদিধর্ম্ম দ্বারাই গুণত্রয়ের সাধর্ম্ম্য হইয়া থাকে অর্থাৎ লঘুত্বাদি, উপষ্টম্ভকত্বাদি ও গুরুত্বাদি প্রত্যেক সত্ত্বব্যক্তির ও প্রত্যেক রজোব্যক্তির ও প্রত্যেক তমোব্যক্তির সাধর্ম্ম্য। আবার ঐ সমস্ত রজস্তমঃ-সত্ত্বের ব্যুৎক্রমে বৈধর্ম্ম্য। বস্তুভেদে সত্ত্বাদি গুণের ভেদ বা বহুত্ব স্বীকার্য্য। পরন্তু জাতি লক্ষ্য করিলে সত্ত্ব এক ভিন্ন দুই নহে। লঘুত্ব ও প্রকাশকত্বাদি সত্ত্বের স্বধর্ম্ম এবং ঐ উভয় রজস্তমের বিধর্ম্ম। উপষ্টম্ভকত্ব (বৃদ্ধিহ্রাসকারিত্ব) সমুদয় রজোগুণের এবং গুরুত্ব ও আবরকত্ব সমুদয় তমোগুণের স্বধর্ম্ম। অথবা লঘুত্বাদি ধর্ম্মের দ্বারা পরস্পরের বৈধর্ম্ম্য এবং পুরুষার্থত্বরূপ ধর্ম্মের দ্বারা পরস্পরের সাধর্ম্ম্য বুঝিতে হইবে। ১২৮

আভাস :—হেতুমৎ ইত্যাদির দ্বারা মহত্তত্ত্বাদির কার্য্যত্ব উক্ত হইয়াছে। কিন্তু সেই অপ্রত্যক্ষ মহত্তত্ত্বাদির কার্য্যত্ববিষয়ে প্রমাণ কি? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

উভয়ান্যত্বাৎ কার্য্যত্বং মহদাদের্ঘটাদিবৎ। ১২৯

বঙ্গানুবাদ :—মহদাদি অর্থাৎ মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্রা, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত। ইহারা উভয় অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে ভিন্ন। অতএব উভয় হইতে ভিন্ন বলিয়াই ঘট-পটাদির ন্যায় কার্য্য অর্থাৎ জন্ম ও মরণশীল। ১২৯

আভাস :—মহদাদির কার্য্যত্বে আরও হেতু দেখাইতেছেন :—

পরিমাণাৎ। ১৩০

বঙ্গানুবাদ :—ঐ সমস্ত তত্ত্ব পরিমিত, অপরিমিত নহে। পরিমিত বলিয়াই উহারা ঘটাদিবৎ জন্য বস্তু। ১৩০

আভাস :—এ বিষয়ে যুক্তি দেখাইতেছেন :—

সমন্বয়াৎ। ১৩১

বঙ্গানুবাদ :—প্রধানের সহিত সম্যক্ অন্বয় থাকা হেতুক অর্থাৎ সমস্ত বস্তুতে প্রকৃতির গুণ-সমূহের দর্শন হেতুক মহত্তত্ত্বাদির কার্য্যত্ব। সুতরাং ইহারা অনিত্য অর্থাৎ জন্ম-মরণ-শীল। ১৩১

আভাস :—আরও একটি যুক্তি দেখাইতেছেন :—

শক্তিতশ্চেতি। ১৩২

বঙ্গানুবাদ :—কারণ-শক্তিতেই কার্য্য প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। অতএব সর্ব্বদা কার্য্য করিতে করিতে ক্ষীণ মহদাদি প্রকৃতির দ্বারা অনু-পূরিত হইয়া কার্য্যান্তর উৎপাদনে সমর্থ হয় বলিয়া তাহার কার্য্যত্ব সিদ্ধ। ১৩২

আভাস :—মহদাদির কার্য্যত্ব অস্বীকারে দোষ দেখাইতেছেন :—

তদ্ধানে প্রকৃতিঃ পুরুষো বা। ১৩৩

বঙ্গানুবাদ :—মহদাদির কার্য্যত্বহানি হইলে অর্থাৎ জন্য পদার্থ না হইয়া পরিণামী হইলেই তাহা প্রকৃতি। পরিণামী না হইলেই পুরুষ। ১৩৩

আভাস :—মহদাদি জন্য পদার্থ না হইয়াও প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে ভিন্ন বলিলে দোষ কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

তয়োরন্যত্বে তুচ্ছত্বম্। ১৩৪

বঙ্গানুবাদ :—অকার্য্য (অজন্য বস্তু) অথচ প্রকৃতিও নহে,

পুরুষও নহে, এ কথা বলিলে তাহাকে তুচ্ছ বস্তু বলা যাইতে পারে। (তুচ্ছ অর্থাৎ কিছুই নহে, মিথ্যা)। ১৩৪

আভাস :—এই প্রকার মহদাদির কার্য্যত্ব সাধন করিয়া, তাহার দ্বারা প্রকৃতির অনুমানবিষয়ে বলিতেছেন :—

কার্য্যাৎ কারণানুমানং তৎসাহিত্যাৎ। ১৩৫

বঙ্গানুবাদ :—কার্য্য (মহত্তত্বাদি) অবলম্বন পূর্ব্বক যে কারণের অনুমান করার বিষয় উক্ত হইয়াছে, তাহা কার্য্যের সহিত বুঝিতে হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কারণ ও কার্য্য অত্যন্ত ভিন্ন নহে। কার্য্য কারণ-পদার্থে অব্যক্তরূপে লুক্কায়িত থাকে; কাজেই কার্য্যগর্ভ কারণই অনুমিত হয়। ইহার দৃষ্টান্ত তৈলগর্ভ তিল ও প্রতিমাগর্ভ শিলা। ১৩৫

আভাস :—মহত্তত্বই জগতের কারণ হউক, প্রকৃতির আবার আবশ্যক কি? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

অব্যক্তং ত্রিগুণাল্লিঙ্গাৎ। ১৩৬

বঙ্গানুবাদ :—ত্রিগুণাত্মক লিঙ্গ অর্থাৎ লয়প্রাপ্ত হয় এতাদৃশ মহত্তত্বের দ্বারা পরম অব্যক্ত প্রধানের অনুমান সিদ্ধ হয়। ১৩৬

তাৎপর্য্যার্থ :—প্রধান অব্যক্ত ও অবিনাশী এবং তন্নিষ্ঠ সুখাদি গুণও প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু অধ্যবসায়-রূপ মহত্তত্ব ব্যক্ত ও বিনাশী এবং তন্নিষ্ঠ সুখাদিও প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সেই জন্য লিঙ্গ অর্থাৎ মহত্তত্ব দ্বারা লিঙ্গী অর্থাৎ মূলকারণ প্রকৃতির অনুমান সিদ্ধ হইয়া থাকে। ১৩৬

আভাস :—যখন প্রকৃতি অত্যন্ত সূক্ষ্ম, তখন তাহার স্বীকার না করিলেই বা ক্ষতি কি? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

তৎকার্য্যতস্তৎসিদ্ধের্নাপলাপঃ। ১৩৭

বঙ্গানুবাদ :—প্রধানের অর্থাৎ আদিকারণের অস্তিত্ব কার্য্য-দ্বারাই সিদ্ধ হয়; সুতরাং তাহা নাই বলা যায় না। ১৩৭

আভাস :—প্রকৃতি স্বীকার করিলাম, কিন্তু পুরুষ স্বীকার করিবার আবশ্যক কি? কারণ, তাঁহার কোন কার্য্য নাই। তদুত্তরে বলিতেছেন :—

সামান্যেন বিবাদাভাবাৎ ধর্ম্মবৎ ন সাধনম্। ১৩৮

বঙ্গানুবাদ :—আত্মা সম্বন্ধে সাধারণভাবে কোন বিবাদ নাই। সুতরাং সাধারণভাবে বিবাদ না থাকিলে সাধনপ্রতীক্ষা থাকে না। ইহার দৃষ্টান্ত ধর্ম্ম। অর্থাৎ সাধারণতঃ ধর্ম্মে কাহারও বিবাদ নাই বটে, কিন্তু বিশেষভাবে আছে। এক জন যাহাকে ধর্ম্ম বলিবেন, অপরে তাহাকে ধর্ম্ম না বলিয়া অন্যকে ধর্ম্ম বলিবেন। তথায় ধর্ম্মসদ্ভাব প্রমাণসাপেক্ষ হইতেছে না, কিন্তু ধর্ম্মের বিশেষভাবই প্রমাণ-সাপেক্ষ হইয়া থাকে। তদ্রূপ জগৎ-কারণের বিশেষভাবই প্রমাণ-সাপেক্ষ। কিন্তু সামান্যভাব সর্ব্বসম্মত বলিয়া প্রমাণের অপেক্ষা নাই। সেইরূপ আত্মার ভোক্তৃরূপ অহং-পদার্থে কাহারও বিবাদ নাই। কিন্তু দেহাদিব্যতিরিক্তত্ব বিশেষ ধর্ম্মে বিবাদ আছে বলিয়া প্রমাণের প্রয়োজন। ১৩৮

আভাস :—দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতিই আত্মা। তদতিরিক্ত আত্মা কল্পনা করিবার আবশ্যক কি? বাদীর এইরূপ তর্কে প্রমাণ দেখাইতেছেন :—

শরীরাদিব্যতিরিক্তঃ পুমান্। ১৩৯

বঙ্গানুবাদ :—পুরুষ (আত্মা) দেহাদির অতিরিক্ত অর্থাৎ প্রকৃতি প্রভৃতি তত্ত্বচতুর্বিংশকের অতিরিক্ত। ১৩৯

আভাস :—পুরুষ যে শরীরাদি হইতে অতিরিক্ত, তাহার কারণ দেখাইতেছেন :—

সংহতপরার্থত্বাৎ। ১৪০

বঙ্গানুবাদ :—সংহত বস্তুর পরার্থতা দৃষ্টে তাঁহাকে অনুমান করা যায়। অর্থাৎ প্রকৃত্যাদি দেহ যাবৎ নিখিল বস্তুই সংহত। সংহত পদার্থমাত্রই পরভোগ্য। সে পর পুরুষ কে?—আত্মা। ১৪০

আভাস :—এই সিদ্ধান্তই স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন :—

ত্রিগুণাদিবিপর্য্যয়াৎ। ১৪১

বঙ্গানুবাদ :—পুরুষ ত্রিগুণাদির বিপরীত অর্থাৎ সুখ, দুঃখ মোহ এই গুণত্রয় হইতে অতীত। ১৪১

আভাস :—এ বিষয়ে যুক্তি দেখাইতেছেন :—

অধিষ্ঠানাচ্চেতি। ১৪২

বঙ্গানুবাদ :—ভোগ্য বস্তুর সহিত ভোক্তার সংযোগই অধিষ্ঠান। এই সংযোগও দেহাদিব্যতিরিক্ত পুরুষের বোধক। ১৪২

আভাস :—আরও অন্য যুক্তি দেখাইতেছেন :—

ভোক্তৃভাবাৎ। ১৪৩

বঙ্গানুবাদ :—পৃথক্ পুরুষ থাকার প্রতি ভোক্তৃভাবও (ভোক্তৃত্ব) অন্যতম কারণ। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ভোক্তা এক জন মাত্র, আর সমস্তই তদীয় ভোগ্য। ১৪৩

আভাস :—এ বিষয়ে অনুকূল তর্ক দেখাইতেছেন :—

কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ। ১৪৪

বঙ্গানুবাদ:—কৈবল্যার্থ প্রবৃত্ত বলিয়াই পুরুষ দেহাদির অতিরিক্ত অর্থাৎ পুরুষই কেবল (সুখদুঃখাদিশূন্য) অর্থাৎ মুক্ত হইবার জন্য প্রবৃত্ত; এই জন্যই পুরুষ (আত্মা) দেহাদির অতিরিক্ত। ১৪৪

আভাস:—পুরুষের স্বরূপ কি? এইরূপ প্রশ্ন হওয়ায় প্রকৃত স্বরূপ দেখাইতেছেন:—

জড়প্রকাশাযোগাৎ প্রকাশঃ। ১৪৫

বঙ্গানুবাদ:—জড়েরই প্রকাশ নাই, কিন্তু পুরুষ জড় নহে; সুতরাং তাহা প্রকাশ। বৈশেষিকেরা আত্মাকে অপ্রকাশস্বভাব জড় বলিয়া থাকেন; এবং মনের সহিত সংযোগ বশতঃ তাহাতে জ্ঞান নামক প্রকাশ উৎপন্ন হয় বলেন। কিন্তু কপিলের মতে তাহা নহে। তাঁহার মতে জড়ের প্রকাশ অযুক্ত। ১৪৫

আভাস:—আত্মা প্রকাশস্বরূপ হইলেও তাহাতে তেজঃপদার্থের ন্যায় ধর্ম্ম-ধর্ম্মি-ভাব আছে কি না, তদুত্তরে বলিতেছেন:—

নির্গুণত্বাৎ ন চিদ্ধর্ম্মা। ১৪৬

বঙ্গানুবাদ:—পুরুষ নির্গুণ, সুতরাং চিদ্ধর্ম্মা নহে। (চিৎ শব্দে চৈতন্য বুঝায়)। ১৪৬

তাৎপর্য্যার্থ:—আত্মার কোন ধর্ম্ম নাই। কারণ, আত্মা নির্গুণ। ধর্ম্ম ও গুণ একই কথা। বৈশেষিক মতে জ্ঞান আত্মার গুণ বলিয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে আত্মা ধর্ম্মযোগহেতুক পরিণামী হইয়া পড়ে ও অনির্মোক্ষাপত্তি-রূপ-দোষ উপস্থিত হয়। সুতরাং সাঙ্খ্যমতে চিৎ (জ্ঞান) আত্মার স্বরূপ, তাঁহার ধর্ম্ম নহে। ১৪৬

আভাস :—"অহং জানামি" অর্থাৎ আমি জানি, ইহার দ্বারা ত ধর্ম্ম-ধর্ম্মিভাবের অনুভব হইতেছে। অতএব পুরুষের চিৎধর্ম্মকত্ব সিদ্ধ হউক। তদুত্তরে বলিতেছেন :—

শ্রুত্যা সিদ্ধস্য নাপলাপস্তৎপ্রত্যক্ষবাধাৎ। ১৪৭

বঙ্গানুবাদ :—পুরুষের চিদ্রূপতা শ্রুতিতে সিদ্ধ হইয়াছে; সুতরাং তাহা অপলাপের অযোগ্য। পুরুষের গুণ বা ধর্ম্ম শ্রুতিবাধিত। ১৪৭

আভাস :—যদি আত্মা প্রকাশ-স্বরূপ হন, তাহা হইলে সুষুপ্তি, স্বপ্ন ও জাগ্রৎরূপ অবস্থাভেদ হইতে পারে না। তদুত্তরে বলিতেছেন :—

সুষুপ্ত্যাদ্যসাক্ষিত্বম্। ১৪৮

বঙ্গানুবাদ :—পুরুষ সুষুপ্ত্যাদির সাক্ষী অর্থাৎ সুষুপ্তি, জাগ্রৎ, স্বপ্ন এই অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী; সুতরাং পুরুষ যে নির্গুণ, তাহা স্বীকার্য্য। ১৪৮

তাৎপর্য্যার্থ :—সুষুপ্ত্যাদি অবস্থাত্রয় বুদ্ধির বৃত্তি। আত্মা প্রকাশ-স্বরূপ বলিয়া বুদ্ধিনিষ্ঠ ঐ অবস্থাত্রয়ের সাক্ষি-স্বরূপ; অতএব নির্গুণ। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বুদ্ধির বিষয়াকার-পরিণামই জাগ্রৎ অবস্থা। সংস্কার দ্বারা বুদ্ধির বিষয়াকার-পরিণামই স্বপ্নাবস্থা। স্বগত-সুখ-দুঃখ-মোহাকারা বুদ্ধি-বৃত্তিই সুষুপ্তি অবস্থা। আত্মা বুদ্ধিনিষ্ঠ এই তিন অবস্থারই সাক্ষী বলিয়া প্রকাশস্বরূপ ও নির্লিপ্ত। ১৪৮

আভাস :—সাংখ্যমতে আত্মা বহু। সুতরাং একই আত্মা এইরূপ বৈদান্তিকের মত খণ্ডন করিতেছেন :—

জন্মাদিব্যবস্থাতঃ পুরুষবহুত্বম্। ১৪৯

বঙ্গানুবাদ :—জন্মাদির ব্যবস্থা হেতু পুরুষের বহুত্ব প্রতিপাদিত হয়। অর্থাৎ জন্ম, মৃত্যু, জীবন, স্বর্গ, নরক, মর্ত্ত্যভোগ, বন্ধ, মুক্তি এই সমস্তের ব্যবস্থা থাকা বশতঃ পুরুষ এক নহে, বহু। ১৪৯

ভাৎপর্য্যার্থ :—বহু আত্মা স্বীকার না করিয়া একই আত্মা বলিলে, জন্মমরণাদির ব্যবস্থা থাকে না। কারণ, তাহা হইলে একের জন্মে সকলের জন্ম ও একের মরণে সকলের মরণ এইরূপ আপত্তি উপস্থিত হয়। ১৪৯

আভাস :—পুরুষ এক হইলেও উপাধির ভেদ-বশতঃ জন্মাদিব্যবস্থা হউক? এইরূপ বাদীর তর্ক দেখাইতেছেন :—

উপাধিভেদেঽপ্যেকস্য নানাযোগ আকাশস্যেব ঘটাদিভিঃ।১৫০

বঙ্গানুবাদ :—একই আকাশ যেমন ঘটাদির ভেদবশতঃ বহুরূপে অর্থাৎ এটি ঘটাকাশ, এটি গৃহাকাশ ইত্যাদিরূপে কল্পিত হয়, তদ্রূপ আত্মাও এক। কেবল দেহাদির নানাত্ব হেতুই আত্মার নানাত্ব কল্পিত হইয়া থাকে। কিন্তু এরূপ স্বীকার করিলেও জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতির ব্যবস্থা সিদ্ধ হইতে পারে না। ১৫০

আভাস :—চৈতন্যের একত্ব থাকিলেও তত্তৎউপাধি-বিশিষ্টের বহুত্ব স্বীকার করিলে বন্ধমোক্ষ ব্যবস্থিত হইতে পারে। তদুত্তরে বলিতেছেন :—

উপাধির্ভিদ্যতে ন তু তদ্‌বান্। ১৫১

বঙ্গানুবাদ :—উপাধি বহু বটে, কিন্তু উপহিত চৈতন্য বহু নহে। ইহা তথ্যভূত হইলেও বিশেষণের অনুরোধবশে বিশিষ্টের পার্থক্য ও
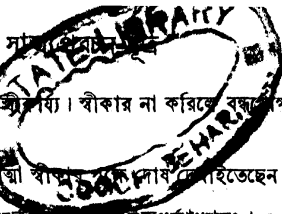
তদনুযায়ী বিশেষের বন্ধ [illegible]র্য্য। স্বীকার না করিলে বন্ধমোক্ষ ব্যবস্থিত হয় না। ১৫১

আভাস :—একাত্মা স্বীকার পক্ষে দোষ দেখাইতেছেন :—

এবমেকত্বেন পরিবর্ত্তমানস্য ন বিরুদ্ধধর্ম্মাধ্যাসঃ। ১৫২

বঙ্গানুবাদ :—একাদ্বয় আত্মা এই নিয়মে সর্ব্বত্রই বিরাজিত। এ কথা তথ্যভূত হইলে নিশ্চয়ই তাঁহাতে বিরুদ্ধ ধর্ম্মের অধ্যাস, তাহার অসমীচীনতা ও তৎপ্রযুক্ত সুখদুঃখাদি এক সময়ে এক পদার্থে থাকা সিদ্ধ হইবে না। ১৫২

তাৎপর্য্যার্থ :—একাত্মবাদ যুক্তিযুক্ত ও গ্রাহ্য নহে। কারণ, একাত্মবাদ স্বীকার করিলে, একের সুখে বা দুঃখে সকলের সুখ বা দুঃখ, একের জন্ম বা মরণে সকলেরই জন্ম বা মরণ এইরূপ ব্যবস্থা স্বীকার করিতে হয়। কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, কেহ জন্মিতেছে, কেহ মরিতেছে, কেহ মুক্ত, কেহ বদ্ধ, এইরূপ বিরুদ্ধধর্ম্মের অধ্যাস সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, এক জন কেমন করিয়া এককালে সুখী ও দুঃখী শব্দের বাচ্য হইবেন? যদি শরীরাদি উপাধিভেদ বল, তাহাও বলিতে পার না, কারণ, তাহা হইলে একই আত্মার কতকটা মুক্ত আর কতকটা বদ্ধ এইরূপ বলিতে হয় এবং মুক্তাত্মারও অসিদ্ধি হইয়া পড়ে। অতএব আত্মা বহু এইরূপ স্বীকার করিলে কোন দোষেরই সম্ভাবনা থাকে না। ১৫২

আভাস :—একাত্মা অস্বীকার পক্ষে আরও দোষ দেখাইতেছেন :—

অন্যধর্ম্মত্বেঽপি নারোপাত্তৎসিদ্ধিরেকত্বাৎ। ১৫৩

বঙ্গানুবাদ :—পুরুষে যে সুখদুঃখাদি আরোপিত হয়, এ ব্যবস্থা সত্য বা সিদ্ধ হইতে পারে না; কেন না, পুরুষ এক; এক

আধারে অনেকের আরোপ সম্ভবে না। আর সুখদুঃখাদি অন্তঃকরণের ধর্ম্ম। ১৫৩

আভাস:—নানাত্মা স্বীকার করিলে "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম" ইত্যাদি প্রকার একাত্ম-প্রতিপাদক শ্রুতি-বিরোধ উপস্থিত হইতেছে, তাহার উপায় কি? তদুত্তরে বলিতেছেন:—

নাদ্বৈতশ্রুতিবিরোধো জাতিপরত্বাৎ। ১৫৪

বঙ্গানুবাদ:—"সৃষ্টির অগ্রে এ সমস্ত এক আত্মা ছিল" প্রভৃতি শ্রুতি জাতি-তাৎপর্য্যে উক্ত হইয়াছে। তাহাতে নানাবাদ শ্রুতির বিরোধী নহে। ১৫৪

তাৎপর্য্যার্থ:—সকল আত্মাই সমান ও একরূপ, ইহা বুঝাইবার জন্য শ্রুতি উক্ত একশব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন; অখণ্ড-প্রতিপাদন করিবার জন্য নহে। অতএব ঐ একত্ব জাতিতে বুঝিতে হইবে। যেমন ব্রাহ্মণ ব্যক্তি অনেক হইলেও ব্রাহ্মণত্ব জাতি এক। তদ্রূপ আত্মা অনেক হইলেও আত্মত্ব পুরস্কারে জাতি এক। ১৫৪

আভাস:—নানাত্মবাদী মতেও একাত্মবাদের ন্যায় আত্মা সমূহের একস্বরূপত্ব স্বীকারও, আত্মার নানারূপতা প্রত্যক্ষ হেতুর বিরুদ্ধ হইতেছে। অর্থাৎ যখন সমস্ত আত্মাই একস্বরূপ, তখন কোন আত্মা বদ্ধ, কোন আত্মা মুক্ত এরূপ ব্যবস্থাও হইতে পারে না। তদুত্তরে বলিতেছেন:—

বিদিতবন্ধকারণস্য দৃষ্ট্যাঽতদ্রূপম্। ১৫৫

বঙ্গানুবাদ:—অবিবেকই বন্ধনের হেতু। তাহা যাহার জ্ঞাত, তাদৃশ বিবেকী পুরুষের জ্ঞানে পুরুষের একরূপতা ভাসমান হইয়া থাকে। ১৫৫

তাৎপর্য্যার্থ :—নানাত্মবাদী মতে প্রত্যেক আত্মাই নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বরূপ ও সর্ব্বব্যাপী। অথচ পরস্পরে কোন বিরোধিতা নাই। তাহার দৃষ্টান্ত যেমন,—একঘরে শত শত দীপ জ্বলিলেও, তাহারা পরস্পর পরস্পরের অবিরোধী হইয়া অবস্থান করে, কেহ কাহাকে কোনরূপ বাধা দেয় না বা পায় না এবং সকলেই সকল স্থান ব্যাপিয়া অবস্থান করে। একটি দীপকে জ্বালিলে বা নিবাইলে যেমন অন্যদীপ জ্বালিত বা নির্ব্বাপিত হয় না, তদ্রূপ এক আত্মার বন্ধনে বা মুক্তিতে অন্য আত্মার বন্ধন বা মুক্তি হয় না এবং প্রত্যেক আত্মা ভিন্ন বলিয়া সুখ-দুঃখ, জন্ম-মরণ ও বন্ধ-মোক্ষ প্রভৃতিরও সুব্যবস্থা হইয়া থাকে। তবে যাহারা বিবেকী, তাহারা সকল আত্মাকেই একস্বরূপ অবলোকন করিয়া থাকেন। আর অবিবেক বশতঃ অজ্ঞব্যক্তি আত্মার একস্বরূপতা উপলব্ধি করিতে পারে না। ১৫৫

আভাস :—আত্মা সমূহের একরূপতা যখন উপলব্ধি করা যায় না, তখন তাহা স্বীকার না করিয়া, আমার মতে একত্ব স্বীকার করিলেই ত ভাল হয়। তদুত্তরে বলিতেছেন :—

নান্ধাঽদৃষ্ট্যা চক্ষুষ্মতামনুপলম্ভঃ। ১৫৬

বঙ্গানুবাদ :—অন্ধ দেখিতে পায় না বলিয়া চক্ষুষ্মান্‌ও দেখিতে পাইবে না, ইহা অসম্ভব। অবিবেকী আত্মার একরূপতা বুঝিতে না পারিলেও বিবেকী অবশ্য তাহা বুঝিতে পারেন। সুতরাং অখণ্ডাদ্বৈত ভ্রান্তদৃষ্ট। ১৫৬

আভাস :—একাত্মবাদ-পক্ষে শাস্ত্রোক্ত বিষয়েরও অসঙ্গতিরূপ দোষ দেখাইতেছেন :—

বামদেবাদির্মুক্তৌ নাদ্বৈতম্। ১৫৭

বঙ্গানুবাদ :—বামদেবাদি মুনি মুক্তিলাভ করিয়াছেন এবং তত্তৎ-মুক্তাত্মা অমর; ইহা সত্য হইলে অখণ্ডাদ্বৈত নিশ্চয়ই অসত্য হইবে। আমরা বদ্ধ, এ অনুভব সকল অমুক্ত জীবে বিরাজমান। ইহা দ্বারা আত্মা অখণ্ড—এক নহে, ইহাই বুঝা গেল। আত্মা বহু, পরন্তু যাবতীয় আত্মা সমরূপী ও সমস্বভাব। শ্রুতিতে সেইরূপ অদ্বৈতই লিখিত আছে, অখণ্ডাদ্বৈতের উল্লেখ নাই। ১৫৭

আভাস :—বামদেবাদির পরম-মুক্তিলাভ হয় নাই। এইরূপ স্বীকার করিলে ক্ষতি কি? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

অনাদাবদ্য যাবদভাবাৎ ভবিষ্যদপ্যেবম্। ১৫৮

বঙ্গানুবাদ :—অদ্যাবধি অনাদিকালের কেহই মুক্তিলাভ করে নাই, এ কথা কহিলে আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, ভবিষ্যতেও কেহ মুক্তি প্রাপ্ত হইবে না। মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য যত্নবান্ হওয়া বিফল; কারণ, মোক্ষ শূন্যতুল্য। ১৫৮

আভাস :—এক্ষণে উক্ত দোষের সমাধান করত সিদ্ধান্ত করিতেছেন :—

ইদানীমিব সর্ব্বত্র নাত্যন্তোচ্ছেদঃ। ১৫৯

বঙ্গানুবাদ :—বর্ত্তমানকালে যেমন আত্যন্তিক বন্ধনচ্ছেদ দেখা যায় না অর্থাৎ সমুদয় আত্মার পরম-মুক্তি লক্ষিত হয় না, তদ্রূপ সকল সময়ে জানিতে হইবে। কাহাকেও মুক্ত দৃষ্ট হয়, কাহাকেও বা সংসারী দেখা যায়। সুতরাং অখণ্ডাদ্বৈত যুক্তি গ্রাহ্য নহে। ১৫৯

আভাস :—আত্মাসমূহের একরূপত্বই যদি একত্বপ্রতিপাদক শ্রুতির অর্থ হয়, তাহা হইলে সেই একরূপতা কি মুক্তিকালে, না সর্ব্বদা ? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

ব্যাবৃত্তোভয়রূপঃ। ১৬০

বঙ্গানুবাদ :—যদি বল, আত্মা মুক্তিকালে একরূপ ও সংসার-কালে অন্যবিধ ; তাহাও হইতে পারে না। ফল কথা, ইনি সকল সময়েই ব্যাবৃত্তোভয়রূপ (একবিধ) অর্থাৎ বন্ধ ও মোক্ষের অতীত, অর্থাৎ নিত্যমুক্তস্বরূপ। ১৬০

আভাস :—আত্মার সাক্ষিত্ব উল্লেখ করা হইয়াছে, প্রাপ্তবিবেক আত্মারও ঐ সাক্ষিত্ব আছে কি না ? যদি থাকে, তবে মুক্তির সম্ভাবনা কোথায় ? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

সাক্ষাৎসম্বন্ধাৎ সাক্ষিত্বম্। ১৬১

বঙ্গানুবাদ :—ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ হেতুকই আত্মার সাক্ষিত্ব, যেহেতু আত্মা বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষী অর্থাৎ দ্রষ্টা। বিবেক উৎপন্ন হইলে ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ থাকে না। অতএব তন্মূলক সাক্ষিত্বের সম্ভাবনা কোথায় ? তবে যে শ্রুতিতে আত্মাকে "সাক্ষী, চেতাঃ, কেবলো, নির্গুণশ্চ" অর্থাৎ সাক্ষী বলিয়াছেন, তাহা ঐ ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধমূলক বুঝিতে হইবে। পরিণামমূলক নহে। ১৬১

আভাস :—তাহা হইলে সর্ব্বদা পুরুষের স্বরূপ কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

নিত্যমুক্তত্বম্। ১৬২

বঙ্গানুবাদ:—পুরুষ সর্ব্বদাই দুঃখবর্জ্জিত। দুঃখাদি বুদ্ধির বিকার। এই হেতু তৎসমস্ত পুরুষে অনুৎপন্ন ; উহা মাত্র পুরুষে প্রতিবিম্বিত হয়। প্রতিবিম্বিত হওয়াকেই ভোগ কহে। উহার নিবৃত্তিই বাঞ্ছনীয়। ১৬২

আভাস :—আত্মার নিত্যমুক্তস্বরূপ বলিয়া অবশিষ্ট যে স্বরূপ, তাহাও বলিতেছেন :—

ঔদাসীন্যঞ্চেতি। ১৬৩

বঙ্গানুবাদ :—অকর্তৃত্বকেই ঔদাসীন্য কহে। পুরুষ কিছুই করে না। ইহাতে কার্য্যপ্রযোজক প্রযত্নের ও ইচ্ছাদির অভাব বিদ্যমান; তৎসমস্ত পুরুষনিষ্ঠ নহে, উহা বুদ্ধিনিষ্ঠ। ১৬৩

আভাস :—আত্মার কর্তৃত্ব শ্রবণ করা যায়, তাহার মীমাংসা কি? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

উপরাগাৎ কর্তৃত্বং চিৎসান্নিধ্যাচ্চিৎসান্নিধ্যাৎ। ১৬৪

বঙ্গানুবাদ :—বুদ্ধির উপরাগ হেতু পুরুষের কর্তৃত্ব এবং চৈতন্যের সান্নিধ্যহেতু বুদ্ধির চিদ্ভাব উপস্থিত হয়। প্রকৃতপক্ষে পুরুষ অকর্তৃকস্বভাব ও বুদ্ধি অচেতনস্বভাব হইলেও বিম্ব-প্রতিবিম্বভাবপ্রাপ্তি হেতু উভয়ে উভয়ের ধর্ম্ম লাভ করিয়াছে। ১৬৪

ভাৎপর্য্যার্থ :—এক জন অন্ধ ও এক জন পঙ্গু, দুই জন কোন কার্য্যের নিমিত্ত গ্রামান্তরে যাইবে। কিন্তু অন্ধের চক্ষু নাই বলিয়া এবং পঙ্গুর পা নাই বলিয়া যাইতে পারিতেছে না। অবশেষে তাহারা পরামর্শ করিয়া গতিশক্তি-সম্পন্ন অন্ধের ঘাড়ে দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন পঙ্গু আরোহণ করত গ্রামান্তরে যাইয়া কার্য্যসাধন করিল। তদ্রূপ কেবল ও চিৎ আত্মায় বুদ্ধির উপরাগ বশতঃ কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি প্রতীত হয়, এবং জড়বুদ্ধিতে আত্মার প্রতিবিম্ব পড়ায় তাহাকে চেতন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ফলে জগৎসৃষ্ট্যাদি কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। ১৬৪

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত

দ্বিতীয় অধ্যায়

আভাস:—প্রথম অধ্যায়ে শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য-বিষয় সামান্যরূপে নির্ণয় করিয়া, সম্প্রতি পুরুষের অপরিণামিত্ব প্রতিপাদনের জন্য বিস্তার পূর্ব্বক প্রকৃতি হইতে সৃষ্টি-প্রক্রিয়া বর্ণন করিবেন বলিয়া এই দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ করিতেছেন। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে যে, প্রকৃতির জগৎ সৃষ্টি করিবার আবশ্যক কি? তদুত্তরে বলিতেছেন:—

বিমুক্তমোক্ষার্থং স্বার্থং বা প্রধানস্য। ১

বঙ্গানুবাদ:—মুক্তস্বভাব পুরুষে মিথ্যা দুঃখসম্বন্ধ না থাকে অর্থাৎ স্বনিষ্ঠ (প্রকৃতিনিষ্ঠ) দুঃখাদি পুরুষে প্রতিবিম্বিত হইবে না, সেই উদ্দেশে বা আপনাতে দুঃখাদি বিকার সঞ্জাত হইবে না, নিবৃত্ত থাকিবে, এই উদ্দেশে প্রধানের (প্রকৃতির) জগৎকর্ত্তৃত্ব সংঘটিত হইয়াছে। ফল কথা এই যে, নির্দুঃখ আত্মার প্রকৃতিপ্রতিবিম্বজাত দুঃখসম্বন্ধ দূর করাই সৃষ্টির প্রয়োজন। ইহাতে বুঝা গেল যে, প্রকৃতিই জগৎকর্ত্রী, পুরুষ উদাসীন। ১

আভাস:—যদি মোক্ষের নিমিত্তই সৃষ্টি হয়, তবে একবার সৃষ্টি করিলেই ত মোক্ষ হইত, পুনঃপুনঃ সৃষ্টি করিবার আবশ্যক কি? তদুত্তরে বলিতেছেন:—

বিরক্তস্য তৎসিদ্ধেঃ। ২

বঙ্গানুবাদ:—এক সৃষ্টিতে (এক জন্মে) পুরুষের মোক্ষ (প্রতিবিম্বরূপ দুঃখের বিনাশ) অসম্ভব। পুনঃ পুনঃ বহুবার জন্ম, মরণ আধি, ব্যাধি ভোগ করিয়া, বার বার দুঃখ অনুভব করিয়া যখ

যৎপরোনাস্তি বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়, তৎকালেই সেই বিরক্ত পুরুষ বিবেকজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া পরিমুক্ত হন। ২

আভাস:—যদি বৈরাগ্যবশতঃ শাস্ত্র-শ্রবণানন্তর মুক্তি হয়, তবে গুরুর নিকট উপদেশ শ্রবণের পরই মুক্তি হয় না কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন:—

ন শ্রবণমাত্রাত্তৎসিদ্ধিরনাদিবাসনায়া বলবত্ত্বাৎ। ৩

বঙ্গানুবাদ:—শাস্ত্রশ্রবণ দ্বারাই যে বৈরাগ্য জন্মে, তাহা নহে। কারণ, অনাদিবাসনা (সংসারভোগের সংস্কার) বলবতী। জন্ম জন্ম পুণ্যসঞ্চয় করিতে পারিলেই শাস্ত্রবিহিত উপযুক্ত শ্রবণঘটনা হয়। শ্রবণের ফল বিবেকসাক্ষাৎকার। তাহা ইচ্ছাবশে আশু হইবার নহে। অনাদি-মিথ্যাসংস্কার তাহার অন্তরায়। যোগরত হইতে পারিলে বাসনাচ্ছেদ হওয়া সম্ভব বটে; কিন্তু যোগের অন্তরায় বহু। এই সকল হেতুতে বহু জন্মের পর বৈরাগ্য ও মোক্ষ ঘটে। ৩

আভাস:—এই বিষয়ে অন্য যুক্তি দেখাইতেছেন ও সেই অবসরে সৃষ্টিপ্রবাহেরও হেতু বলিতেছেন:—

বহুভৃত্যবদ্ বা প্রত্যেকম্। ৪

বঙ্গানুবাদ:—যেরূপ এক ব্যক্তির বহু ভৃত্য থাকে, তদ্রূপ সত্ত্বাদি গুণেরও প্রত্যেকের বহু মোচনীয় বিদ্যমান আছে। সেই হেতু কতিপয় পুরুষ মুক্ত হইলেও অবশিষ্টের বিমোচনার্থ সৃষ্টি থাকে এবং তদ্ধেতু ইহা প্রবাহাকারে সংস্থিত থাকে। ৪

আভাস:—"এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূত" অর্থাৎ এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে, এই শ্রুতি অনুসারে পুরুষেরই

সৃষ্টিবিষয়ে কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হইতেছে। সুতরাং প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব কোথায়? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

প্রকৃতিবাস্তবে চ পুরুষস্যাধ্যাসসিদ্ধিঃ। ৫

বঙ্গানুবাদ :—সৃষ্টিশক্তি প্রকৃতির, ইহা সত্য ও প্রমাণসিদ্ধ। কাজেই পুরুষের কর্ত্তৃত্ব আরোপিত মাত্র। ৫

আভাস :—সৃষ্টিবিষয়ে প্রকৃতির কর্ত্তৃত্বই যে বাস্তব, ইহা কি প্রকারে নিশ্চয় বলিয়া অবধারণ করা যাইতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

কার্য্যতস্তৎসিদ্ধেঃ। ৬

বঙ্গানুবাদ :—যাহার উৎপত্তি হয়, তাহাই কার্য্য। কার্য্যমাত্রেই অর্থক্রিয়াকারী অর্থাৎ ব্যবহার-সম্পাদক। যেমন জল আহরণ ঘটের অর্থক্রিয়াকারিত্ব। তাহা যখন বাস্তব বা সত্য, তখন তন্মূল প্রধান ও তাহার স্রষ্টৃত্ব দুইই বাস্তব বা সত্য। ৬

আভাস :—সর্ব্বদা প্রবৃত্তিস্বভাবা—প্রকৃতি সমস্ত পুরুষের প্রতি প্রবর্ত্তিতা হওয়াই সম্ভব। অতএব মুক্তাত্মারও বন্ধনাপত্তি হইতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

চেতনোদ্দেশান্নিয়মঃ কণ্টকমোক্ষবৎ। ৭

বঙ্গানুবাদ :—চেতনের অর্থাৎ অভিজ্ঞের উদ্দেশ হেতুক কণ্টকমোক্ষণের দৃষ্টান্তে বন্ধমোক্ষের ব্যবস্থা স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। যেমন একই কণ্টক, যে চেতন (অভিজ্ঞ), সে তাহা হইতে পরিত্রাণ পায় অর্থাৎ মুক্তি পায়; আর যে অচেতন অর্থাৎ অনভিজ্ঞ, সে পরিত্রাণ পায় না, বরং তদ্বেধজনিত দুঃখই লাভ করে, তদ্রূপ যে অভিজ্ঞ, তাহার নিকট

প্রকৃতি প্রবর্ত্তিত হন না। আর যে অনভিজ্ঞ, তাহার নিকট প্রকৃতি দুঃখদায়িকা হন। ৭

আভাস:—প্রকৃতির সংযোগ বশতঃ পুরুষের কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হইতেছে। অতএব পুরুষের সৃষ্ট্যাদিতে কর্ত্তৃত্ব নাই কেন বলিতেছেন? তদুত্তরে বলিতেছেন:—

অন্যযোগেঽপি তৎসিদ্ধির্নাঞ্জস্যেনায়োদাহবৎ। ৮

বঙ্গানুবাদ:—প্রকৃতিসংযোগ আছে বলিয়াই যে পুরুষের সাক্ষাৎকর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিতে হইবে, তাহা নহে। পুরুষের কর্ত্তৃত্ব লৌহ-দাহের অনুরূপ আরোপিত। (যেমন লৌহের সাক্ষাৎসম্বন্ধে দগ্ধ করিবার শক্তি নাই, কিন্তু অগ্নিসংযোগ হইলে তাহাতে দাহিকাশক্তি জন্মে, পুরুষের প্রকৃতিসংযোগ বশতঃ কর্ত্তৃত্বও সেইরূপে আরোপিত হইয়া থাকে)। ৮

আভাস:—সৃষ্টি করিবার আবশ্যক কি? তাহাই দেখাইতেছেন:—

রাগবিরাগয়োর্যোগঃ সৃষ্টিঃ। ৯

বঙ্গানুবাদ:—রাগসময়ে সৃষ্টি ও সংহার এবং বিরাগসময়ে যোগ (কেবলীভাব)। কেবলীভাব, স্বরূপে অবস্থান, মোক্ষ, এ সমস্ত সমান কথা। ৯

তাৎপর্য্যার্থ:—সৃষ্টির ফলই মোক্ষ। কারণ, রাগবশতঃ যে বিষয়ভোগাদি, তাহাও দুঃখপূর্ণ বলিয়া পরিণামে বৈরাগ্যই উৎপাদন করিয়া থাকে। অতএব রাগও বিষয়দোষদর্শনদ্বারা পরম্পরারূপে বৈরাগ্যের হেতু। কারণ, ভোগাদি ব্যতীত ত্যাগ হয় না, এবং ত্যাগ না

হইলে মুক্তিলাভও হয় না; সুতরাং পরম্পরারূপে রাগও মোক্ষের হেতু। ৯

আভাস:—"সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ" এই প্রথম অধ্যায়ে কথিত সৃষ্টিপ্রক্রিয়া বিস্তারপূর্ব্বক দেখাইতেছেন:—

মহদাদিক্রমেণ পঞ্চভূতানাম্। ১০

বঙ্গানুবাদ:—প্রকৃতি হইতে যথাক্রমে মহৎ, অহঙ্কার, তন্মাত্রাপঞ্চক ও ভূতপঞ্চক উদ্ভূত হইয়াছে। তৎসমস্ত বদরমুষ্টি-প্রক্ষেপ-ন্যায়ে এককালে উদ্ভূত হয় নাই, পরিণাম ক্রমে পর পর হইয়াছে। ১০

আভাস:—মহত্তত্ত্বাদির সৃষ্টি কি নিজের মুক্তির জন্য না পুরুষের মুক্তির জন্য? তদুত্তরে বলিতেছেন:—

আত্মার্থত্বাৎ সৃষ্টের্নৈষামাত্মার্থ আরম্ভঃ। ১১

বঙ্গানুবাদ:—আত্মার মুক্তির জন্যই মহত্তত্ত্বাদির সৃষ্টি। স্বকীয় মুক্তির জন্য নহে। মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি সকলই নশ্বর, সুতরাং তাহাদের মুক্তি অপ্রয়োজনীয়। ১১

আভাস:—দিক্ ও কাল এই দুইটিও সিদ্ধপদার্থ, তত্ত্বসমূহের মধ্যে তাহার গণনা নাই কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন:—

দিক্কালাবাকাশাদিভ্যঃ। ১২

বঙ্গানুবাদ:—দিক্ ও কাল আকাশাদি হইতে জাত। (অনাদিনিধন কাল ও দিক্ প্রকৃতিরই স্বরূপ। এহেতু নিত্যা দিক্ ও নিত্য কাল বিভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী। খণ্ড কাল ও খণ্ড দিক্ আকাশ-মূলক অর্থাৎ সেই সেই উপাধিযোগে আকাশে সঞ্জাত) অর্থাৎ আকাশ-তত্ত্বে অন্তর্ভূক্ত। ১২

আভাস :—এক্ষণে মহত্তত্ত্ব নামক বুদ্ধির লক্ষণ বলিতেছেন :—

অধ্যবসায়ো বুদ্ধিঃ। ১৩

বঙ্গানুবাদ :—মহত্তত্ত্বের এক নাম বুদ্ধি। বুদ্ধির অধ্যবসায় (নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি) বুদ্ধি ও প্রকৃতির প্রথম পরিণাম। বুদ্ধি আপনি ব্যতীত যে কিছু, সকলই ক্রোড়ীকৃত করে। ইহার শক্তিও অত্যধিক, সেই হেতু বুদ্ধির নাম মহান্। ১৩

আভাস :—মহত্তত্ত্বের অপর ধর্ম্মসমূহ বলিতেছেন :—

তৎকার্য্যং ধর্ম্মাদিঃ। ১৪

বঙ্গানুবাদ :—ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য, এই চারিটি বুদ্ধির ক্রিয়া অর্থাৎ ইহারা বুদ্ধিস্থ। উহারা সত্ত্বগুণের উৎকর্ষে প্রকাশ পায়। ১৪

তাৎপর্য্যার্থ :—ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য (অচিন্ত্যশক্তি-বিশেষ) ইহারা বুদ্ধির কার্য্য। সুতরাং ইহারা যে আত্মার ধর্ম্ম নহে, ইহাই প্রতিপাদিত হইল। ১৪

আভাস :—যদি ধর্ম্ম-জ্ঞানাদি বুদ্ধিরই ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে নর ও পশু প্রভৃতিগত বুদ্ধিতে অধর্ম্মাদির প্রবলতা দেখা যায় কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

মহদুপরাগাদ্ বিপরীতম্। ১৫

বঙ্গানুবাদ :—মহত্তত্ত্বাখ্য বুদ্ধি স্বনিষ্ঠ রজোগুণে বা তমোগুণে কলুষিত হইলে উক্ত বিপরীত অর্থাৎ অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য উৎপাদন করে। ১৫

আভাস :—এইরূপ মহত্তত্ত্বের লক্ষণ বলিয়া তাহার কার্য্য অহঙ্কারতত্ত্বের লক্ষণ বলিতেছেন :—

অভিমানোঽহঙ্কারঃ। ১৬

বঙ্গানুবাদ :—অভিমানও যাহা, অহঙ্কারও তাহা। ইহা দ্বিতীয় তত্ত্ব। অহঙ্কার শব্দ কুম্ভকার শব্দের ন্যায় যৌগিক। কুম্ভ+কৃ +অণ। এই দ্বিতীয় তত্ত্বই অহং—আমি ইত্যাকারা বৃত্তি উৎপাদন করে। এই বৃত্তি অভিমান নামে অভিহিত। বুদ্ধি নিশ্চয় করে, পরে তাহাতে অহাঙ্কর-মমকার উৎপন্ন হয়। সেই হেতু মহত্তত্ত্বের পর অহঙ্কারতত্ত্ব। অন্তঃকরণ-দ্রব্য এক হইলেও তাহাতে পর পর কারণ-কার্য্য-ভাবে দ্বিবিধা বৃত্তি জন্মে বলিয়া তাহা দুই তত্ত্ব বলিয়া পরিগণিত। যেরূপ একই বীজ—বীজ, অঙ্কুর ও বৃক্ষ, এই ভেদত্রয়সম্পন্ন, তদ্রূপ অন্তঃকরণও মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কারতত্ত্ব এই দ্বিভেদযুক্ত। ১৬

আভাস :—অহঙ্কারের কার্য্য বলিতেছেন :—

একাদশ পঞ্চতন্মাত্রং তৎকার্য্যম্। ১৭

বঙ্গানুবাদ :—একাদশ ইন্দ্রিয় (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন) ও পঞ্চতন্মাত্রা অহঙ্কারতত্ত্বপ্রসূত। (আমি অমুক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অমুক প্রকার উপভোগ করিব এবং অমুক আমার সুখ-সাধন বা সুখের উপকরণ, এইরূপ গাঢ় অভিমানই হিরণ্যগর্ভের অভিমান।) সৃষ্টির প্রথমে ইন্দ্রিয়-গ্রামের বিভাগ ও সে সকলের বিষয় শব্দতন্মাত্রাদি জন্মিয়াছিল। সুতরাং অহঙ্কারতত্ত্বই ইন্দ্রিয়াদি উৎপত্তির কারণ। ১৭

আভাস :—একই কারণ হইতে এইরূপ জড় ও প্রকাশাত্মক ভিন্ন কার্য্যোৎপত্তির কারণ কি? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

সাত্ত্বিকমেকাদশকং প্রবর্ত্ততে বৈকৃতাদহঙ্কারাৎ। ১৮

বঙ্গানুবাদ :—যাহার দ্বারা একাদশ পূর্ণ হয়, তাহার নাম

একাদশক অর্থাৎ মন। মন বৈকৃত (সাত্ত্বিক অহঙ্কার) হইতে প্রসূত। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, রাজস অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়দশক ও তামস অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্রা সৃষ্ট হইয়াছিল। ১৮

আভাস :—তিন প্রকার ইন্দ্রিয় দেখাইতেছেন :—

কর্ম্মেন্দ্রিয়বুদ্ধীন্দ্রিয়ৈরান্তরমেকাদশকম্। ১৯

বঙ্গানুবাদ :—পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় যথা—বাক্, পাণি, পাদ, গুহ্য ও উপস্থ। পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয় যথা—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্ ও জিহ্বা; এবং উভয়াত্মক অন্তর ইন্দ্রিয় মন এক। এই একাদশ। ১৯

আভাস :—"ইন্দ্রিয় সকল ভৌতিক," এইরূপ আরম্ভবাদীদিগের মত খণ্ডন করিতেছেন :—

অহঙ্কারিকত্বশ্রুতের্ন ভৌতিকানি। ২০

বঙ্গানুবাদ :—শ্রুতির উক্তি এই যে, ইন্দ্রিয় সকল অহঙ্কারমূলক। সুতরাং ভূতজাত নহে। ২০

তাৎপর্য্যার্থ :—নৈয়ায়িকেরা চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে ভৌতিক বলিয়া থাকেন। কারণ, তাঁহারা বলেন যে, চক্ষুর কেন্দ্রস্থানে যে স্বচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ গোলক দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ যাহাকে তারা বা মণি বলে, তাহারই অপর নাম কৃষ্ণসার। ঐ কৃষ্ণসার যন্ত্রে এক প্রকার রশ্মি আছে, তাহাই চক্ষুরিন্দ্রিয় নামে কথিত হয়। ঐ রশ্মি সমসূত্রপাতন্যায়ে ধারাকারে ও অবিচ্ছিন্নভাবে কৃষ্ণসার হইতে নির্গত হইয়া সম্মুখস্থ বস্তুর সহিত সংযুক্ত হয় এবং সংযুক্ত হইবামাত্র আত্মাতে "ইহা অমুক বস্তু" ইত্যাকার জ্ঞান জন্মে। দীপালোক যেমন চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির সম্বন্ধে বস্তু প্রকাশ করে, চক্ষুহীন ব্যক্তির সম্বন্ধে করে না, তদ্রূপ রশ্মিময় চক্ষুরিন্দ্রিয়ও মনঃসংযুক্ত হইয়া রূপবিশিষ্ট বস্তু প্রকাশ করে।

রূপহীন বস্তু বা মনঃসংযোগ-রহিত চক্ষুঃ চাক্ষুষজ্ঞান জন্মাইতে পারে না। এইরূপ কোন ইন্দ্রিয়ই মনঃসংযোগ ব্যতীত কোন বস্তুবিষয়ক জ্ঞান জন্মাইতে পারে না। অতএব চক্ষুঃ যেরূপ তৈজস অর্থাৎ তেজঃসম্ভূত পদার্থ বলিয়া ভৌতিক, অন্যান্য ইন্দ্রিয়ও তদ্রূপ ভৌতিক।

কিন্তু সাংখ্যাচার্য্যেরা বলেন যে, ইন্দ্রিয়সকল ভৌতিক নহে, আহঙ্কারিক। যদিও কালবশতঃ ইন্দ্রিয়সমূহের আহঙ্কারিকত্ব-প্রতিপাদক শ্রুতি সকল লুপ্তপ্রায়, তথাপি "অহং বহু স্যাম" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহের ভৌতিকত্ব কোন ক্রমেই স্বীকৃত হইতে পারে না। কারণ, চক্ষু আপন অপেক্ষা ক্ষুদ্র বস্তু গ্রহণ করে, আবার বৃহৎ বস্তুও গ্রহণ করে; সুতরাং চক্ষুরিন্দ্রিয় যদি ভৌতিক হইত, তাহা হইলে সে কখনই আপনা অপেক্ষা বৃহৎপরিমাণ বস্তু গ্রহণ করিতে পারিত না। কারণ, অল্পপরিমাণ ভৌতিক বস্তু কখনই বৃহৎপরিমাণ বস্তুকে ব্যাপিতে পারে না। অতএব চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ন্যায় অন্যান্য ইন্দ্রিয়ও ভৌতিক নহে। এতদ্দ্বারা কৃষ্ণসার অর্থাৎ চক্ষুর তারাই চক্ষুরিন্দ্রিয়, এইরূপ কথনকারী বৌদ্ধদিগের মতও নিরস্ত হইল। ২০

আভাস:—ইন্দ্রিয়সমূহের আহঙ্কারিকত্ব-প্রতিপাদনবিষয়ে অন্য যুক্তি দেখাইতেছেন:—

দেবতালয়শ্রুতির্নারম্ভকস্য। ২১

বঙ্গানুবাদ:—'অগ্নিং বাক্ অপ্যেতি।' বাগিন্দ্রিয় অগ্নিতে লীন হয়, ইত্যাদি শ্রুতি আছে সত্য; কিন্তু তৎসমস্ত শ্রুতি উৎপত্তিতাৎপর্য্যে কথিত নহে। (একটা নিয়ম এই আছে যে, যাহা যাহাতে লয় পায়, তাহা তাহার জনক। সে নিয়ম এ স্থলে নহে। মৃত্তিকা জলের জনক না হইলেও জল তাহাতে বিলীন হয়) ২১

আভাস :—কেহ কেহ বলেন যে, ইন্দ্রিয় সকল নিত্য, তাঁহাদিগের সেই মত খণ্ডন করিতেছেন :—

তদুৎপত্তিশ্রুতের্বিনাশদর্শনাচ্চ। ২২

বঙ্গানুবাদ :—শ্রুতিতে ইন্দ্রিয়গ্রামের উৎপত্তি-শ্রবণ আছে এবং তাহাদের বিনাশ প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং ইন্দ্রিয়গ্রাম অনিত্য। ২২

আভাস :—চক্ষুগোলকাদিই ইন্দ্রিয়, এইরূপ নাস্তিকমত খণ্ডন করিতেছেন :—

অতীন্দ্রিয়মিন্দ্রিয়ং ভ্রান্তানামধিষ্ঠানে। ২৩

বঙ্গানুবাদ :—কোন ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। ইন্দ্রিয় সকলই অনুমেয়। যাহারা ভ্রান্ত, তাহারাই ইন্দ্রিয়াধারকে ইন্দ্রিয় কহে। ২৩

আভাস :—একই ইন্দ্রিয় শক্তিভেদে নানারূপ কার্য্য করিয়া থাকে, এইরূপ মত খণ্ডন করিতেছেন :—

শক্তিভেদেঽপি ভেদসিদ্ধৌ নৈকত্বম্। ২৪

বঙ্গানুবাদ :—ইন্দ্রিয় এক হইলেও তাহার শক্তি বহু, এরূপ বলিলে ইন্দ্রিয়-বহুত্ব স্বীকার্য্য। কারণ, শক্তি-সমূহেরই ইন্দ্রিয়ত্ব সিদ্ধ। অতএব ইন্দ্রিয় এক নহে। ২৪

আভাস :—এক অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে নানাবিধ ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি-কল্পনা ন্যায়বিরুদ্ধ,—এইরূপ তর্কের খণ্ডন করিতেছেন :—

ন কল্পনাবিরোধঃ প্রমাণদৃষ্টস্য। ২৫

বঙ্গানুবাদ :—অহঙ্কার এক বটে, তথাপি তাহা হইতে বিবিধ কার্য্য সঞ্জাত হওয়া অযৌক্তিক নহে। যাহা শ্রুতিপ্রমাণে ও অনুভূতিপ্রমাণে লব্ধ, তাহার বিরোধাশঙ্কা বৃথা। ২৫

আভাস :—অপর দশটি ইন্দ্রিয় যে একই মুখ্য ইন্দ্রিয় মনের শক্তিভেদ, তাহাই দেখাইতেছেন :—

উভয়াত্মকং মনঃ। ২৬

বঙ্গানুবাদ :—মন জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এই উভয়রূপী। ২৬

তাৎপর্য্যার্থ :—মন ইন্দ্রিয় না ইন্দ্রিয়-সকলের অধিষ্ঠাতা? তদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, মন ইন্দ্রিয়ও বটে এবং ইন্দ্রিয়সমূহের অধিষ্ঠাতাও বটে। কারণ, রূপ রস শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি বাহ্য বস্তুর ধর্ম্ম সকল যেমন পঞ্চবিধ বাহ্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয়, তদ্রূপ সুখ-দুঃখ প্রভৃতি আন্তর ধর্ম্মসমূহ আন্তর ইন্দ্রিয়। মনের দ্বারা গৃহীত হয়। বাহ্য-বস্তুর সাক্ষাৎকারের জন্য যেমন বাহ্য ইন্দ্রিয়ের আবশ্যক, সেইরূপ অন্তর্বস্তু-সাক্ষাৎকারের জন্য অন্তরিন্দ্রিয়ের আবশ্যক, এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের যেমন দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতি এক একটি স্বধর্ম্ম আছে, তদ্রূপ মনেরও "ইহা এই প্রকার" "তাহা এই প্রকার নহে" ইত্যাদি বিবেচনা করাই স্বধর্ম্ম। কারণ, ঐরূপ ধর্ম্ম বা সামর্থ্য মন ব্যতীত অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের নাই। অপরাপর ইন্দ্রিয় সকল বস্তুর প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া চরিতার্থ হয়; কিন্তু "ইহা এই প্রকার" "উহা ঐ প্রকার নহে" ইত্যাদি বিবেচনা করিতে পারে না। পরন্তু মন বিবেচনা করিয়া বস্তুসমূহের বিশেষণগুলি পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে অবধারণ করিয়া থাকে; অতএব মনও ইন্দ্রিয়।

মন উভয়াত্মক বলিয়া ইন্দ্রিয় অধিষ্ঠাতাও বটে। কারণ, কি কর্ম্মেন্দ্রিয়, কি জ্ঞানেন্দ্রিয়, কেহই মনের অধীন না হইয়া স্ব স্ব ব্যাপারে নিযুক্ত ও কৃতকার্য্য হইতে পারে না। মন যখন যে ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হয়, তখনই সেই ইন্দ্রিয় কার্য্য করিতে সমর্থ হয়। মনকে পৃথক্ রাখিয়া কোন ইন্দ্রিয়ই কিছু করিতে পারে না। মনঃসংযোগ ব্যতীত কোন ইন্দ্রিয় কিছু

করিতে গেলেও অর্থাৎ কোন বিষয়ে কখনও সংযুক্ত হইলেও সে সংযোগ নিষ্ফল হয় অর্থাৎ কোনরূপ জ্ঞান জন্মাইতে পারে না। সুতরাং মনই উভয় ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা বলিয়া মন উভয়াত্মক বা উভয় ইন্দ্রিয় বলিয়া সাংখ্যদর্শনে কথিত হইয়াছে। কারণ, ইন্দ্রিয়সমূহের অধিষ্ঠাতা মন যখন যে ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠিত হন, তখন সেই ইন্দ্রিয় নিজ কার্য্য সম্পাদন করত ইন্দ্রিয় নামের যোগ্য হয়। ২৬

আভাস :—একই মনের দ্বিপ্রকারত্ব কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

গুণপরিমাণভেদান্নানাত্বমবস্থাবৎ। ২৭

বঙ্গানুবাদ :—সত্বাদি গুণ পৃথক্ পৃথক্ আকারে ও সামর্থ্যে পরিণত হয়। সেই হেতু অবস্থার দৃষ্টান্তে অন্বয় মনের বৈবিধ্য উক্ত হইল। (যেমন একই ব্যক্তি সঙ্গগুণে নানারূপ নাম প্রাপ্ত হন। যথা—নারীসঙ্গে কামুক, সাধুসঙ্গে সাধু। তদ্রূপ মনও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের যোগে কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের যোগে জ্ঞানেন্দ্রিয়)। ২৭

আভাস :—কর্ম্মেন্দ্রিয় ও বুদ্ধীন্দ্রিয়সমূহের বিষয় কি, তাহাই বলিতেছেন :—

রূপাদিরসমলান্ত উভয়োঃ। ২৮

বঙ্গানুবাদ :—রস অর্থাৎ অন্নরস, তাহার মল মূত্র পুরীষ। রূপ হইতে মল পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয়। অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচটি পঞ্চজ্ঞান ইন্দ্রিয়ের বিষয় এবং বচন, গমন, গ্রহণ, আনন্দ ও মলত্যাগ এই পাঁচটি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয়। যথা—চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয় রূপ, জিহ্বার বিষয় রস, নাসিকার বিষয় গন্ধ, ত্বক্-ইন্দ্রিয়ের বিষয় স্পর্শ ও কর্ণ-ইন্দ্রিয়ের বিষয় শব্দ। যেহেতু এই পঞ্চ

জ্ঞানেন্দ্রিয় এই পঞ্চ বিষয়কেই গ্রহণ করিয়া থাকে। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয় যথা—বাক্-ইন্দ্রিয়ের বিষয় বচন, হস্ত-ইন্দ্রিয়ের বিষয় গ্রহণ, চরণের বিষয় গমন, গুহ্য-ইন্দ্রিয়ের বিষয় মলত্যাগ ও উপস্থের বিষয় আনন্দ-বিশেষ। কারণ, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা এই পাঁচটি বিষয় সাধিত হইয়া থাকে। ২৮

আভাস :—প্রসঙ্গক্রমে আত্মা ও ইন্দ্রিয়ের পরস্পর বৈষম্য দেখাইতেছেন :—

দ্রষ্টৃত্বাদিরাত্মনঃ করণত্বমিন্দ্রিয়াণাম্। ২৯

বঙ্গানুবাদ :—দ্রষ্টৃত্ব ও বক্তৃত্ব ইত্যাদি আত্মায় উপচরিত ও ইন্দ্রিয়গ্রাম তত্তদ্‌বিষয়ের করণ অর্থাৎ দ্বারস্বরূপ। আত্মা নেত্র দ্বারা দেখেন, শ্রুতি দ্বারা শুনেন, বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা কথা কহেন। ২৯

তাৎপর্য্যার্থ :—দর্শনাদি বিষয়ে বুদ্ধীন্দ্রিয় করণ, বচনাদি পাঁচটি বিষয়ে কর্ম্মেন্দ্রিয় করণ ও সঙ্কল্পাদি বিষয়ে অন্তর-ইন্দ্রিয় করণ অর্থাৎ ইহা-দিগকে দ্বার করিয়াই আত্মার দ্রষ্টৃত্বাদি পঞ্চক কর্ত্তৃত্বাদি পঞ্চক ও সঙ্কল্প-য়িতৃত্বাদি অর্থাৎ দেখা, শুনা, বলা, গ্রহণ করা ও বিবেচনা করা সিদ্ধ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ আত্মা নির্ব্বিকার। অয়স্কান্ত মণির ন্যায় তাঁহার সান্নিধ্য-মাত্রেই ইন্দ্রিয়সমূহ স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে বলিয়া আত্মাতে কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব উপচরিত হয় মাত্র। যেমন মহারাজ স্বয়ং যুদ্ধাদি না করিলেও আজ্ঞামাত্রে প্রেরকত্ব হেতুক জয়-পরাজয় তাঁহাতে আরোপিত হয়। ২৯

আভাস :—এক্ষণে অন্তঃকরণত্রয়ের অসাধারণ ধর্ম্ম বলিতেছেন :—

ত্রয়াণাং স্বালক্ষণ্যম্। ৩০

বঙ্গানুবাদ :—মহৎ, অহঙ্কার, মন, এই তিনের নিজ নিজ

লক্ষণ (অসাধারণী বৃত্তি) অর্থাৎ এক একটি নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম আছে। বুদ্ধির অধ্যবসায়, অহঙ্কারের অভিমান এবং মনের সংকল্পবিকল্প। ৩০

আভাস :—এইরূপ মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের পরস্পর বৈষম্য দেখাইয়া এক্ষণে সাধর্ম্ম্য দেখাইতেছেন :—

সামান্যকরণবৃত্তি প্রাণাদ্যা বায়বঃ পঞ্চ। ৩১

বঙ্গানুবাদ :—মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই তিন অন্তঃকরণের সাধারণী বৃত্তি প্রাণাদি বায়ুপঞ্চক অর্থাৎ প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান ইহাদের কার্য্য জীবনধারণ। বস্তুতঃ পক্ষে প্রাণাদি বায়ু নহে, রাজসিকবৃত্তি মাত্র, তবে বায়ুর ন্যায় কার্য্য দেখিয়া তাহাদিগকে বায়ু বলা হয়। নাসাগ্র, হৃদয়, নাভি ও পদাঙ্গুষ্ঠদেশে প্রাণবায়ুর কার্য্য। কৃকাটিকা (ঘাড়), পৃষ্ঠ, পাদ, পায়ু (গুহ্যদেশ), উপস্থ (জননেন্দ্রিয়) ও পার্শ্বদেশে অপান-বায়ুর কার্য্য। হৃদয়, নাভি ও সমস্ত সন্ধিস্থানে সমান-বায়ুর কার্য্য। হৃদয়, কণ্ঠ, তালু, মূর্দ্ধা ও ভ্রূমধ্যদেশে উদানবায়ুর কার্য্য। সমগ্র ত্বক্-প্রদেশে ব্যানবায়ুর কার্য্য। এই প্রকার জীবনধারণবৃত্তিক পঞ্চবায়ুই উক্ত তিন প্রকার অন্তঃকরণের সাধর্ম্ম্য অর্থাৎ সাধারণ বৃত্তি। ৩১

আভাস :—এক্ষণে বহিরিন্দ্রিয়সমূহের ও অন্তঃকরণত্রয়ের বৃত্তি ক্রমশঃ হয়, না এককালীন এইরূপ? সন্দেহ হওয়ায় তন্নির্ণয়ার্থ বলিতেছেন :—

ক্রমশোঽক্রমশ্চেন্দ্রিয়বৃত্তিঃ। ৩২

বঙ্গানুবাদ :—নেত্রাদি ইন্দ্রিয় ক্রমে ও অক্রমে (যুগপৎ ও এক-কালে উভয়রূপে) বৃত্তিমান্ হয় অর্থাৎ নিজ নিজ কার্য্য করে। ৩২

তাৎপর্য্যার্থ :—কোন ব্যক্তি রাত্রিকালে অল্প আলোকে দূরে দেখিতে পাইল, যেন কি একটা রহিয়াছে, (এইরূপ বাহ্য-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আলোচনা) তাহার পর ভাল করিয়া দেখিল যে, একটা চোর (এই মনের

দ্বারা সংকল্প) অনন্তর জানিতে পারিল যে, চোর ধন গ্রহণ করিতেছে, (এইরূপ অহঙ্কারের দ্বারা অভিমান) তাহার পরই চোর ধরিব (এইরূপ বুদ্ধির দ্বারা অধ্যবসায়—নিশ্চয়) এইরূপে ইন্দ্রিয়ের ক্রমিক বৃত্তি হইয়া থাকে। অক্রমিক বৃত্তি যথা—যেমন কোন ব্যক্তি রাত্রিকালে অন্ধকারপূর্ণ অরণ্যের মধ্যে একবারমাত্র বিদ্যুদালোকের সম্মুখে একটি ব্যাঘ্র দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ পলায়ন করে। কারণ, এখানে তাহার আলোচনা, সংকল্প, অভিমান ও অধ্যবসায় এই চারিটি এককালীন উপস্থিত হয়। সেই জন্য সে ব্যাঘ্রের সহিত তাহার চক্ষুঃসংযোগ হইবামাত্রই পলায়ন করে। যদি এককালীন সমুদয় বৃত্তি উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব, তাহা হইলেও একটি সূচের দ্বারা একটি শতপত্র কমল ভেদ করার ন্যায় অতি দ্রুত সম্পন্ন হওয়ায় কোনরূপ ক্রমের বোধ হয় না। সুতরাং এইরূপ স্থলে অক্রমিক বৃত্তি বলিয়াছেন। ৩২

আভাস :—সংসারের কারণতা-প্রতিপাদনের জন্য বুদ্ধির বৃত্তিগুলি একত্র করিয়া দেখাইতেছেন :—

বৃত্তয়ঃ পঞ্চতমাঃ ক্লিষ্টাঽক্লিষ্টাঃ। ৩৩

বঙ্গানুবাদ :—ক্লিষ্টা (দুঃখদা রজস্তমোময়ী সাংসারিক বৃত্তি), অক্লিষ্টা (সুখপ্রদা সত্ত্বময়ী যোগকালীন বৃত্তি) যেরূপে হউক না কেন,—অন্তঃকরণবৃত্তি পাঁচ প্রকারের অধিক নাই, যথা—প্রমাণবৃত্তি, বিপর্য্যয়বৃত্তি, বিকল্পবৃত্তি, নিদ্রাবৃত্তি ও স্মৃতিবৃত্তি। প্রমাণ—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ। বিপর্য্যয়—মিথ্যাজ্ঞান অর্থাৎ যাহা যা নয়, তাহাতে সেইরূপ বোধ। বিকল্প—বিরুদ্ধ কোটিদ্বয়াবগাহী জ্ঞান। যেমন রাত্রিকালে কোন একটি মুড়াবৃক্ষ দেখিয়া এটি বৃক্ষ না কোন মানুষ, এইরূপ বিরুদ্ধ উভয়পক্ষাবলম্বী জ্ঞান। নিদ্রা—

সুষুপ্তিকালীন বুদ্ধিবৃত্তি। স্মৃতি—সংস্কারজন্য জ্ঞান। এইরূপ পাঁচ প্রকার বুদ্ধিবৃত্তি। পাতঞ্জল দর্শনেও বৃত্তির পঞ্চপ্রকারত্ব বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। ৩৩

আভাস:—যে সমস্ত বুদ্ধির বৃত্তি বলা হইল, উহাদের উপরাগ বশতঃই পুরুষের অন্তরূপতা। বাস্তবিক তাঁহার স্বরূপের কোন বৈরূপ্য ঘটে না। ঐ বুদ্ধিবৃত্তির নিবৃত্তি হইলেই পুরুষ স্বরূপে অবস্থান করেন অর্থাৎ মুক্ত হন। এই প্রকারেও পুরুষের স্বরূপের পরিচয় করাইতেছেন :—

তন্নিবৃত্তাবুপশান্তোপরাগঃ স্বস্থঃ। ৩৪

বঙ্গানুবাদ:—ঐ সমস্ত বৃত্তির নিবৃত্তি বা নিরোধ হইলেই পুরুষ উপরাগহীন হইয়া স্বস্থ হন। অন্তঃকরণে ও আন্তঃকরণিক ধর্ম্মে অসঙ্গ, অনধ্যস্ত বা অপ্রতিবিম্বিত হওয়া ও উপরাগবর্জ্জিত হওয়া তুল্যার্থ। স্বস্থ হওয়া, কেবল হওয়া, স্বরূপ-প্রাপ্ত ও মুক্ত একই কথা। ৩৪

আভাস:—এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন :—

কুসুমবচ্চ মণিঃ। ৩৫

বঙ্গানুবাদ:—যেমন জবাকুসুমের সংসর্গবশতঃ স্বভাবতঃ শুভ্রস্ফটিকের লৌহিত্য (রক্তবর্ণতা) এবং তাহার অপগমে স্ব-স্বরূপে অবস্থান, তদ্রূপ প্রকৃতির সংযোগবশতঃই পুরুষের বন্ধন ও তাহার বিবেকে পুরুষের স্ব-স্বরূপে অবস্থান। ইহাই উক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদর্শিত হইল। ৩৫

আভাস:—ঈশ্বর অসিদ্ধ, আত্মাও কূটস্থ (নির্ব্বিকার); অতএব কাহার প্রযত্নে ইন্দ্রিয়সমূহ প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

পুরুষার্থং করণোদ্ভবোঽপ্যদৃষ্টোল্লাসাৎ। ৩৬

বঙ্গানুবাদ :—যেরূপ পুরুষবিমোক্ষার্থ প্রকৃতির সৃষ্টিপ্রবৃত্তি, তদ্রূপ শুভাশুভ অদৃষ্টের উল্লাসবশতঃ অর্থাৎ অভিব্যক্তিনিবন্ধন ইন্দ্রিয়গণের উদ্ভব অর্থাৎ প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। অদৃষ্টও উপাধিনিষ্ঠ অর্থাৎ বুদ্ধিনিষ্ঠ, ইহা মনে রাখিবেন। ৩৬

আভাস :—পুরুষের বিমোক্ষার্থ প্রকৃতির ন্যায় ইন্দ্রিয়সমূহেরও স্বতঃ প্রবৃত্তিবিষয়ে দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন :—

ধেনুবৎ বৎসায়। ৩৭

বঙ্গানুবাদ :—নবপ্রসূতা ধেনু নিজেই বৎসের জন্য দুগ্ধ প্রস্রবণ করে, তাহাতে অন্যের প্রতীক্ষা থাকে না। তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গ্রামও পুরুষের জন্য নিজ নিজ স্বভাবে বিষয়প্রবৃত্ত হয়। ইহার দৃষ্টান্ত সুষুপ্তি হইতে উত্থান। ঘুম আপনিই ভাঙ্গে, কাহাকেও ভাঙ্গাইতে হয় না। ৩৭

আভাস :—বাহ্য ও অভ্যন্তরভেদে ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা কত? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

করণং ত্রয়োদশবিধমবান্তরভেদাৎ। ৩৮

বঙ্গানুবাদ :—অবান্তরভেদ অনুসারে ইন্দ্রিয় ত্রয়োদশ। অন্তঃকরণ তিন (বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন) এবং বাহ্যকরণ দশ (চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্, জিহ্বা, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ)। ৩৮

আভাস :—যদ্যপি পুরুষে অর্থসমর্পকত্ব-নিবন্ধন বুদ্ধিরই মুখ্য-করণত্ব, তথাপি পরম্পরারূপে অন্য ইন্দ্রিয়সমূহেরও যে গৌণ করণত্ব আছে, তাহাই দৃষ্টান্তের সহিত দেখাইতেছেন :—

ইন্দ্রিয়েষু সাধকতমত্বগুণযোগাৎ কুঠারবৎ। ৩৯

বঙ্গানুবাদ :—যেরূপ কুঠার ছেদন-ক্রিয়ার সাধকতম (প্রকৃষ্ট উপায়) বলিয়া করণ, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গ্রামও পুরুষের ভোগ-মোক্ষের সাধকতম বলিয়া করণ। ৩৯

আভাস :—এইরূপ গৌণ ও মুখ্যরূপ ব্যবস্থা বিশেষ করিয়া দেখাইতেছেন :—

দ্বয়োঃ প্রধানং মনোভৃত্যবল্লোকবর্গেষু। ৪০

বঙ্গানুবাদ :—যেরূপ বহু ভৃত্য থাকিলেও তন্মধ্যে এক জন প্রধান থাকে, তদ্রূপ করণ বহু বিদ্যমানেও তন্মধ্যে মন অর্থাৎ বুদ্ধি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কারণ, মনই পুরুষে সাক্ষাৎসম্বন্ধে অর্থ সমর্পণ করে। ৪০

আভাস :—বুদ্ধির প্রধানত্বে হেতু দেখাইতেছেন :—

অব্যভিচারাৎ। ৪১

বঙ্গানুবাদ :—কুত্রাপি মনের ব্যভিচার লক্ষিত হয় না। কারণ, মন সমস্ত ইন্দ্রিয়ব্যাপী। ৪১

আভাস :—অন্য যুক্তি দেখাইতেছেন :—

তথাশেষসংস্কারাধারত্বাৎ। ৪২

বঙ্গানুবাদ :—মন অর্থাৎ বুদ্ধি যাবতীয় কার্য্যসংস্কারের আধার। ৪২

আভাস :—এ বিষয়ে ন্যায়ও দেখাইতেছেন :—

স্মৃত্যনুমানাচ্চ। ৪৩

বঙ্গানুবাদ :—তাহা স্মৃতিবৃত্তির (চিন্তনরূপা বৃত্তির) শ্রেষ্ঠত্ব

দৃষ্টে অনুমানসিদ্ধ। ধ্যাননাম্নী চিন্তাবৃত্তি সর্ব্বপ্রধান এবং তাহার প্রভাবও অপরিমিত, সুতরাং অন্যবৃত্তিবিশিষ্ট অন্য করণসমূহ হইতে চিন্তাবৃত্তি-বিশিষ্ট বুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ। ৪৩

আভাস:—চিন্তাবৃত্তি পুরুষেরই বলি না কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন:—

সম্ভবেন্ন স্বতঃ। ৪৪

বঙ্গানুবাদ:—চিন্তাবৃত্তিও পুরুষের নহে অর্থাৎ তাহাও বুদ্ধিরূপ আধারে উত্থিতা হয়। কারণ, পুরুষ কূটস্থ ও নির্গুণ। কিংবা এরূপ অর্থও করিতে পার—বুদ্ধি বা মন স্বতঃ অর্থাৎ নেত্রাদি ইন্দ্রিয় ছাড়িয়া, রূপনিশ্চয়াদি কর্ম্মে সমর্থ নহে। ৪৪

আভাস:—যদি বুদ্ধিরই প্রাধান্য হয়, তবে পূর্ব্বে মনকে উভয়াত্মক বলিবার আবশ্যক কি? তদুত্তরে বলিতেছেন:—

আপেক্ষিকো গুণপ্রধানভাবঃ ক্রিয়াবিশেষাৎ। ৪৫

বঙ্গানুবাদ:—ক্রিয়া বা কার্য্য অনুসারে ইন্দ্রিয়গ্রামের অপ্রধান ও প্রধান-ভাব নিশ্চয় করিবে। (নেত্রাদির ব্যাপারে মন শ্রেষ্ঠ ও নেত্র তাহার গুণ অর্থাৎ উপকারক। মনের ব্যাপারে অহঙ্কারের শ্রেষ্ঠত্ব এবং অহঙ্কারের ব্যাপারে বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব)। ৪৫

আভাস:—এই পুরুষের এই বুদ্ধি কারণ, অন্যবুদ্ধি নহে, এরূপ ব্যবস্থার আবশ্যক কি? তদুত্তরে বলিতেছেন:—

তৎকর্ম্মার্জ্জিতত্বাত্তদর্থমভিচেষ্টা লোকবৎ। ৪৬

বঙ্গানুবাদ:—যে পুরুষের যে ইন্দ্রিয়, সে ইন্দ্রিয় সেই পুরুষ-কর্তৃক অর্জিত। অর্থাৎ সে সেই পুরুষের অদৃষ্টের প্রভাবে সঞ্জাত হইয়াছে।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সেই কারণে সেই ইন্দ্রিয় সেই পুরুষের ভোগ-মোক্ষার্থ সচেষ্ট হয়, অপর পুরুষের প্রতি উদাসীন থাকে। লৌকিক করণ (কুঠারাদি অস্ত্রও) ঐ নিয়মের অধীন। ৪৬

আভাস :—বুদ্ধির প্রাধান্য প্রকাশ করিবার জন্য এই অধ্যায় উপসংহার করিতেছেন ও সর্ব্বত্র যে বুদ্ধিরই প্রাধান্য, তাহাই দেখাইতেছেন :—

সমানকর্ম্মযোগেঽপি বুদ্ধেঃ প্রাধান্যং লোকবল্লোকবৎ। ৪৭

বঙ্গানুবাদ :—নিখিল ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার পুরুষার্থসাধকরূপে তুল্য হইলেও বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার্য্য। সকল ভৃত্যই রাজার কার্য্য করে সত্য, কিন্তু মন্ত্রীর প্রাধান্য অব্যাহত। ৪৭

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

তৃতীয় অধ্যায়

আভাস :—অনন্তর শান্ত, ঘোর ও মূঢ়াত্মক প্রধানের স্থূল কার্য্য পঞ্চ-মহাভূত ও স্থূল এবং সূক্ষ্মভেদে শরীরদ্বয়। তদনন্তর প্রসঙ্গক্রমে নানা যোনিতে গমনাদি তত্ত্ব-জ্ঞানানুষ্ঠানের হেতু অপর-বৈরাগ্যের নিমিত্ত এবং পরে পর-বৈরাগ্যের জন্য যাবতীয় বক্তব্য বিষয় বলিবার জন্য তৃতীয় অধ্যায় আরম্ভ করিতেছেন। শান্ত, ঘোর ও মূঢ়াত্মক স্থূলভূতপঞ্চকের উৎপত্তির কারণ কি? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন :—

অবিশেষাদ্‌বিশেষারম্ভঃ। ১

বঙ্গানুবাদ :—অবিশেষ হইতে (তন্মাত্রা নামক সূক্ষ্ম ভূতপঞ্চক হইতে) বিশেষের (স্থূল ভূতপঞ্চকের) উৎপত্তি হয়। ১

তাৎপর্য্যার্থ :—শান্ত-ঘোর-মূঢ়ত্বাদিরূপ বিশেষ ধর্ম্মরহিত সূক্ষ্ম ভূতপঞ্চক অর্থাৎ পঞ্চতন্মাত্রা হইতে শান্ত-ঘোর-মূঢ়ত্বাদিরূপ বিশেষ ধর্ম্মযুক্ত স্থূল ভূতপঞ্চকের উৎপত্তি। কারণ, সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক ধর্ম্মের শান্তাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট স্থূল ভূতপঞ্চকেই তারতম্যানুসারে অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। অবিশেষ সূক্ষ্মভূতে হয় না। সূক্ষ্ম ভূতসমূহের একমাত্র শান্তরূপতাই যোগিগণের নিকট অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। ১

আভাস :—এইরূপ পূর্ব্ব অধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বের উৎপত্তিকথনানন্তর স্থূলসূক্ষ্মভেদে শরীরদ্বয়ের উৎপত্তি বলিতেছেন :—

তস্মাচ্ছরীরদ্বয়স্য। ২

বঙ্গানুবাদ :—পূর্ব্বোক্ত ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব হইতেই স্থূল ও সূক্ষ্ম-ভেদেই দুই প্রকার শরীর উৎপন্ন হইয়াছে। ২

আভাস :—শরীরনাশের হেতু দেখাইতেছেন :—

তদ্‌বীজাৎ সংসৃতিঃ। ৩

বঙ্গানুবাদ :—বস্তুতঃ দেহের বীজ ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব এবং তন্নিবন্ধন সংসার। (সংসার শব্দে জন্ম-মরণ বুঝায়। কূটস্থ নির্ব্বিকার বিভু আত্মার গমনাগমন অসম্ভব। উপাধির গতি ও আগতি তাঁহাতে উপচরিত হয়। পুরুষ ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বে সংস্থিত হইয়া কৃত কর্ম্মের ফল-ভোগার্থ তত্তৎপ্রকারে শরীর হইতে শরীরান্তরে গমন করেন)। ৩

আভাস :—কত দিন পর্য্যন্ত পুরুষের সংসারভোগ করিতে হইবে, তাহাই দেখাইতেছেন :—

অবিবেকাচ্চ প্রবর্ত্তনমবিশেষাণাম্। ৪

বঙ্গানুবাদ :—কি ঈশ্বর, কি অনীশ্বর, পুরুষমাত্রেই বিবেক-সাক্ষাৎকার না হওয়া যাবৎ সংসারী থাকেন। বিবেকের পর মোক্ষ। ৪

আভাস :—এ বিষয়ে হেতু দেখাইতেছেন :—

উপভোগাদিতরস্য। ৫

বঙ্গানুবাদ :—ইতর (অবিবেকী) স্বকৃতকর্ম্মফল উপভোগার্থ সংসার-নিমগ্ন থাকে। তাহা তাহার পরিহার্য্য নহে। ৫

আভাস :—পুরুষের সংসারী অবস্থাতে দেহ সত্ত্বেও যে ভোগ নাই, তাহাই দেখাইতেছেন :—

সম্প্রতি পরিমুক্তো দ্বাভ্যাম্‌। ৬

বঙ্গানুবাদ :—সংসারী অবস্থাতেও পুরুষ শীত-উষ্ণ-সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বমুক্ত থাকেন। ৬

তাৎপর্য্যার্থ :—বাস্তবপক্ষে পুরুষের শীত-উষ্ণাদি দ্বন্দ্বজনিত সুখদুঃখ থাকে না। কেবলমাত্র সংসারকালে তাহার (সুখদুঃখের) আরোপ হইয়া থাকে। ৬

আভাস :—অনন্তর শরীরদ্বয়ের বিশিষ্টতা বলিতেছেন :—

মাতাপিতৃজং স্থূলং প্রায়শ ইতরন্ন তথা। ৭

বঙ্গানুবাদ :—এই স্থূল-দেহ প্রায়ই পিতৃমাতৃজাত। সূক্ষ্মদেহ তদ্রূপ নহে। দ্রোণ, দ্রৌপদী ও সীতা প্রভৃতি অযোনিসম্ভূত, অথচ তাঁহাদের স্থূলদেহ। সেই জন্য প্রায়ঃ পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। ৭

আভাস :—এই দুই দেহের মধ্যে কাহার সুখদুঃখভোগ হইয়া থাকে? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

পূর্ব্বোৎপত্তেস্তৎকার্য্যত্বং ভোগাদেকস্য নেতরস্য। ৮

বঙ্গানুবাদ :—পূর্ব্বে সৃষ্টিপ্রারম্ভে লিঙ্গদেহ সঞ্জাত হয়। তখন স্থূলদেহ সৃষ্ট হয় না, সুতরাং সুখ-দুঃখ লিঙ্গ-দেহেরই কার্য্য, স্থূল-দেহের নহে। সুখদুঃখভোগ লিঙ্গদেহেই হয়, ইতরদেহ অর্থাৎ স্থূলদেহে নহে। (প্রথমে লিঙ্গদেহ, পরে তদুপরি স্থূলদেহ। যখন স্থূলদেহ সৃষ্ট হয় নাই, তখন লিঙ্গদেহেই ভোগ প্রবর্ত্তমান ছিল এবং এখনও সেই নিয়ম চলিতেছে। সেই হেতু মৃতশরীর লিঙ্গপরিশূন্য হওয়ায় সুখদুঃখরহিত হয়)। ৮

আভাস :—সূক্ষ্মশরীরের স্বরূপ বলিতেছেন :—

সপ্তদশৈকং লিঙ্গম্ ৯

বঙ্গানুবাদঃ—লিঙ্গদেহ সপ্তদশাবয়ব। প্রথমে ইহা এক ছিল। অগ্রে ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ভ উৎপন্ন হন। ব্রহ্মা সেই এক অখণ্ড লিঙ্গের এখানকার হিসাবে সমষ্টি-দেহের অহমভিমানধারী আত্মা। ৯

তাৎপর্য্যার্থঃ—একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র ও বুদ্ধি, এই-রূপে সপ্তদশাত্মক লিঙ্গদেহ। অহঙ্কার বুদ্ধিরই অন্তর্গত। প্রাণও ইহার অন্তর্গত বুঝিতে হইবে। কারণ, প্রাণ অন্তঃকরণেরই বৃত্তিভেদ। লিঙ্গ-শরীর বুদ্ধিপ্রধান বলিয়া তাহাতে ভোগ হয়। এখানে সপ্তদশ আর এক অর্থাৎ অষ্টাদশ এরূপ সূত্রের ব্যাখ্যা হইবে না। কারণ, জীব-সাধারণের সাধারণ কর্ম্মপ্রভাবে প্রথমে সমষ্টি-সৃষ্টি হইয়াছিল। পরে তাহাদের বিশেষ কর্ম্মে ব্যষ্টি অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ সৃষ্টি হইয়াছে। ৯

আভাসঃ—যদি লিঙ্গদেহ একই হয়, তাহা হইলে ভোগবৈলক্ষণ্যের কারণ কি? তদুত্তরে বলিতেছেন:—

ব্যক্তিভেদঃ কর্ম্মবিশেষাৎ। ১০

বঙ্গানুবাদঃ—অনন্তর অপরাপর জীবের কর্ম্মের (অদৃষ্টের) বলে উহা অংশে অংশে পৃথক্ হইয়া অসংখ্য হইয়াছে। (যদ্রূপ এক পিতৃলিঙ্গদেহ হইতে বহু পুত্র-কন্যাদির লিঙ্গদেহ সম্ভূত হয়, তদ্রূপ)। ১০

তাৎপর্য্যার্থঃ—আদিসৃষ্টিতে ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ভরূপ একমাত্র লিঙ্গদেহ ছিল। পরে ব্যক্তিভেদে নানাত্ব হইয়াছে। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন দেহ হইয়াছে বলিয়া ভোগও ভিন্ন ভিন্ন হইতেছে। শরীর শব্দে ভোগায়তন বুঝিতে হইবে। লিঙ্গশরীরধারী পুরুষের অপর নাম কর্ম্মাত্মা, কামপুরুষ বা আতিবাহিক দেহী। ১০

আভাস :—যদি ভোগ-আয়তন—লিঙ্গই শরীরশব্দে অভিহিত হয়, তবে সে স্থলে কেন শরীরশব্দের ব্যবহার করা হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

তদধিষ্ঠানাশ্রয়ে দেহে তদ্বাদাত্তদ্বাদঃ। ১১

বঙ্গানুবাদ :—লিঙ্গদেহের অধিষ্ঠান (আশ্রয়) সূক্ষ্ম-ভূত এবং তাহার আশ্রয় এই ষাট্‌কৌষিক স্থূল। প্রকৃতপক্ষে সূক্ষ্ম-দেহই দেহ; পরন্তু তাহা ষাট্‌কৌষিক স্থূলে অধিষ্ঠিত থাকে বলিয়া ষাট্‌কৌষিক স্থূলও দেহ আখ্যা লাভ করে। ১১

আভাস :—ষাট্‌কৌষিক স্থূল দেহাতিরিক্ত লিঙ্গশরীরের অধিষ্ঠান-ভূত দেহান্তর স্বীকারের প্রমাণ কি? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

ন স্বাতন্ত্র্যাত্তদৃতেচ্ছায়াবচ্চিত্রবচ্চ। ১২

বঙ্গানুবাদ :—ছায়া বা চিত্র যদ্রূপ আধারবিরহিত হয় না বা থাকে না, তদ্রূপ লিঙ্গশরীরও নিরাধার বা নিরাশ্রয় নহে। তাহারও অধিষ্ঠান বা আশ্রয় বিদ্যমান আছে। তাহা সূক্ষ্মভূতের অবস্থাভেদ। ১২

আভাস :—বায়ু প্রভৃতির ন্যায় মূর্ত্তদ্রব্যতা (ক্রিয়াশ্রয়িতা) নিবন্ধন আকাশ অসঙ্গ হেতুক লিঙ্গদেহের আশ্রয় হউক। অন্য আশ্রয় কল্পনা করিবার আবশ্যক কি? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

মূর্ত্তত্বেঽপি ন সঙ্ঘাতযোগাৎ তরণিবৎ। ১৩

বঙ্গানুবাদ :—লিঙ্গদেহ দেহ বলিয়া মূর্ত্ত বটে; পরন্তু উহা অসঙ্গ ও স্বতন্ত্র অবস্থিত নহে। উহা সূর্য্য-রশ্মির ন্যায় সঙ্ঘাত অবলম্বনে অবস্থিত। সূর্য্য-কিরণ কেন? তেজঃপদার্থমাত্রই পার্থিব দ্রব্যাদিতে

সংবদ্ধ হইয়া অবস্থান করে। লিঙ্গশরীরও সত্ত্বপ্রকাশময় বলিয়া ভূত-সঙ্গী অর্থাৎ সূক্ষ্মভূতাশ্রয়ী। ১৩

আভাস :—লিঙ্গশরীরের পরিমাণ নির্ণয় করিতেছেন :—

অণুপরিমাণাৎ তৎকৃতিশ্রুতেঃ। ১৪

বঙ্গানুবাদ :—লিঙ্গদেহ অণুপরিমাণ ও পরিচ্ছিন্ন; কিন্তু সাবয়ব অর্থাৎ মূর্ত্ত ও পরিমিত-পরিমাণবিশিষ্ট বলিয়া অত্যন্ত অণু নহে। যেহেতু, তাহার ক্রিয়া (কর্ম্মকরণ ও গমনাগমন) শ্রুতি আছে। সুতরাং মূর্ত্ত ও পরিচ্ছিন্ন ব্যতীত পূর্ণ বা ব্যাপক পদার্থের গত্যাগতিরূপ ক্রিয়া হয় না। ১৪

আভাস :—লিঙ্গ-দেহের পরিচ্ছিন্নতা বিষয়ে অন্য যুক্তি দেখাইতেছেন :—

তদন্নময়ত্বশ্রুতেশ্চ। ১৫

বঙ্গানুবাদ :—শ্রুতিতে লিখিত আছে, লিঙ্গদেহের একাবয়ব মন, তাহা অন্নময় অর্থাৎ নিত্য-বস্তুর পরিণামে সঞ্জাত। ইহাতেও বুঝা গেল, লিঙ্গদেহ অনিত্য ও পরিমিত-পরিমাণবিশিষ্ট। যাহা অপরিমিত বা বিভু, তাহা অনিত্য নহে; বস্তুতঃ নিত্য। ১৫

তাৎপর্য্যার্থ :—"মন অন্নময়" এ কথা বলাতে মনের ভৌতিকত্ব প্রতিপন্ন হইলেও, বাস্তবিক মন প্রভৃতি ভৌতিক নহে, আহঙ্কারিক। তবে অন্নসংসৃষ্ট স্বজাতীয় অংশ পূরণ হেতুক মন প্রভৃতির অন্নময়ত্বাদি ব্যবহার মাত্র। ১৫

আভাস :—অচেতন লিঙ্গদেহের ইহ-পরলোকে গমনাগমন ও এক দেহ হইতে দেহান্তরে বিচরণ করিবার প্রয়োজন কি? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

পুরুষার্থং সংস্থতির্লিঙ্গানাং সূপকারবদ্রাজ্ঞঃ। ১৬

বঙ্গানুবাদ :—যেমন পাচকগণ নৃপতির জন্য পাকগৃহে সঞ্চরণ করে, তদ্রূপ লিঙ্গদেহ আত্মার জন্য ইহ পর উভয় লোকে বিচরণ করে। ১৬

তাৎপর্য্যার্থ :—যাহা সর্ব্বব্যাপী বা পূর্ণ, তাহার গতি অসম্ভব। কারণ, পূর্ণ বা বিভু পদার্থের গতি অর্থাৎ গমনাগমন করিবার স্থান কোথায়? যাহার গমনাগমন করিবার স্থান আছে, তাহা সর্ব্বব্যাপী বা পূর্ণ নহে। আত্মা পূর্ণ-স্বভাব ও সর্ব্বব্যাপী। সুতরাং তাহার যাতায়াতও নাই। তবে যাতায়াত অর্থাৎ জন্ম-মরণ-প্রবাহ ভোগ করে কে? মরিলে স্থূলশরীর ত পড়িয়াই থাকে, আত্মারও যাওয়া আসা নাই। সুতরাং যায় বা আসে কে? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে সাংখ্য বলেন যে, দৃশ্যমান স্থূল-শরীরের অভ্যন্তরে আর একটি সূক্ষ্ম দেহ আছে। সেই সূক্ষ্ম দেহই যত দিন পর্য্যন্ত মুক্তি বা প্রলয় না হয়, তত দিন বারংবার যাতয়াত করে। অর্থাৎ একবার স্থূলদেহ পরিত্যাগ করে ও আবার অন্য স্থূল-দেহ গ্রহণ করে। পরলোকগত লিঙ্গদেহ ইহলোকে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া শস্যের সহিত সম্মিলিত থাকে, পরে সেই লিঙ্গদেহাধিষ্ঠিত আত্মা অর্থাৎ জীব শস্যভোজনের সহিত অদৃষ্ট অনুসারে পিতৃদেহে প্রবিষ্ট হয়। পরে রসরক্তাদিক্রমে পিতৃ-শুক্রকে আশ্রয় করে। পরে স্ত্রী-পুরুষসংযোগ উপলক্ষে মাতৃজরায়ুতে প্রবিষ্ট হইয়া শুক্রশোণিতের মিশ্রণ দ্বারা ক্রমোৎপন্ন দেহকোষে আবদ্ধ হয়। তার পর ভূমিষ্ঠ হইয়া অদৃষ্টানুসারে সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া সেই দেহ ত্যাগ করত আবার অন্য দেহ গ্রহণ করে।

লিঙ্গশরীর অর্থাৎ জীব খাদ্যের সঙ্গে যখন যে শরীরে প্রবেশ করে,

তখন তাহার সেই শরীরের অনুরূপ সংস্কার হইতে থাকে। যে পূর্ব্বে মানব ছিল, কর্ম্মবশতঃ যদি সে বানরশরীরে গিয়া নিপতিত হয়, তাহা হইলে বানরশরীরে প্রবেশমাত্র তাহার মানবোচিত সংস্কারের অভিভব ও বানরোচিত সংস্কারের উদ্রেক হইয়া থাকে। সেই জন্য অর্দ্ধপ্রসূত বানর-শিশু বৃক্ষশাখা ধারণে প্রবৃত্ত হয়।

ত্বক্‌, শোণিত, মাংস, স্নায়ু, অস্থি ও মজ্জা এই ছয়টি আত্মার আবরণ বলিয়া কোষ নামে অভিহিত। শুক্রশোণিতের পরিণামে উৎপন্ন দৃশ্যমান স্থূলশরীরকে শাস্ত্রে ষাট্‌কৌষিক শরীর বলিয়াছেন। লিঙ্গদেহ বা মতান্তরে জীব (চৈতন্যাধিষ্ঠিত সূক্ষ্মশরীর) বারংবার ষাট্‌কৌষিক শরীর গ্রহণ করে ও পরিত্যাগ করে। তাহাই জীবের যাতায়াত বা ইহলোক-পরলোক-সঞ্চরণ বা জন্ম-মরণ বলিয়া অভিহিত। ষাট্‌কৌষিক স্থূলশরীর মাতা-পিতার শুক্র ও শোণিতের পরিণামে উৎপন্ন। কিন্তু সূক্ষ্মশরীর সেরূপ নহে। সূক্ষ্মশরীর অন্তঃকরণের অর্থাৎ বুদ্ধীন্দ্রিয়সমূহের সমষ্টি বা তদ্দ্বারা রচিত; সুতরাং ইহা অত্যন্ত সূক্ষ্ম বলিয়াই বায়ুর ন্যায় অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য ও অদৃশ্য। কারণ, যাহার মূর্ত্তি নাই, অবয়ব নাই, কেবল জ্ঞানময় পদার্থ, তাহাকে দেখিতে, ভেদ করিতে, বা দাহ করিতে কে পারে? এই দৃশ্যমান স্থূলশরীরের মধ্যে যে আর একটি সূক্ষ্মশরীর আছে, তাহার প্রমাণ কি? তদুত্তরে সাংখ্য বলেন যে, যোগীদিগের অনুভব ও তাঁহাদিগের "পরকায়-প্রবেশ" প্রভৃতি অদ্ভুত কার্য্যকলাপ এবং শাস্ত্রীয় যুক্তিই প্রমাণ। সম্প্রতি এই যুক্তির আশ্রয় ব্যতীত আমাদের উক্ত সূক্ষ্মশরীর অনুভব করিবার অন্য উপায় নাই। কারণ, এক্ষণে তাদৃশ যোগ বা যোগী নিতান্ত দুর্লভ, সুতরাং যুক্তিরই অনুসরণ করা যাইতেছে। যথা:—ধর্ম্ম অধর্ম্ম, জ্ঞান অজ্ঞান, বৈরাগ্য অবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য অনৈশ্বর্য্য ও লজ্জা ভয় প্রভৃতি যে সমস্ত গুণ মানবীয় আত্মাকে

বস্ত্রকুসুমের ন্যায় নিরন্তর অধিবাসিত করিতেছে, সে সমস্তই বুদ্ধিপদার্থের মধ্যে গণ্য। কারণ, বুদ্ধিরই বিশেষ বিশেষ অবস্থা, ধর্ম্মাধর্ম্মাদি বিবিধ নামের নামী। সেই বুদ্ধি নিরাশ্রয়ে থাকিবার নহে। নিশ্চয়ই তাহার কোন না কোন একটি আশ্রয় আছে। নিবিষ্টভাবে চিন্তা করিলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, বুদ্ধি মাংসপিণ্ড ও অস্থিপঞ্জরে অবস্থিত নহে, আত্মাতেও নহে। কারণ, আত্মা নিরুপাধিক, নিগুর্ণ, নিষ্ক্রিয় ও নির্ধর্ম্মক। সুতরাং বুদ্ধির পৃথক্ আশ্রয় অনুমেয় বা কল্পনীয়। অতএব যাহা বুদ্ধির আশ্রয়, তাহাই সূক্ষ্মশরীর। এই সূক্ষ্মশরীরেই বুদ্ধির স্থিতি ও উৎপত্তি। সেই জন্যই স্থূলশরীর বিনষ্ট হইলেও ধর্ম্মাধর্ম্মাদির সংস্কার বিনষ্ট হয় না। কারণ, তাহা সূক্ষ্মদেহে আবদ্ধ থাকে। কাজে কাজেই সূক্ষ্মদেহের অস্তিত্ব সকলেরই স্বীকার্য্য। ১৬

আভাস :—এইরূপ লিঙ্গশরীরের অশেষ-বিশেষ বিচার করিয়া, সম্প্রতি স্থূলশরীরও বিচার করিতেছেন :—

পাঞ্চভৌতিকো দেহঃ। ১৭

বঙ্গানুবাদ :—এই স্থূলশরীর পাঞ্চভৌতিক; ভূতপঞ্চকের মিলনে সঞ্জাত। ১৭

আভাস :—এ বিষয়ে মতান্তর দেখাইতেছেন :—

চাতুর্ভৌতিকমিত্যেকে। ১৮

বঙ্গানুবাদ :—কেহ কেহ কহেন, স্থূলশরীর চাতুর্ভৌতিক অর্থাৎ আকাশ ভিন্ন অন্য চারিভূতের বিকার। ১৮

আভাস :—অপর তার্কিকদিগের মত দেখাইতেছেন :—

একভৌতিকমিত্যপরে। ১৯

বঙ্গানুবাদ :—অপর অনেকে বলেন, ইহা একভৌতিক অর্থাৎ ইহা কেবল পার্থিব ভূতেরই বিকার। ইহাতে পার্থিব ভূত শ্রেষ্ঠ; অন্য ভূত উপষ্টম্ভক। ১৯

আভাস :—দেহ আকারে পরিণত ভূত-সমূহের ধর্ম্মই চৈতন্য। এইরূপ দেহ-চৈতন্যবাদী চার্ব্বাক মত খণ্ডন করিতেছেন :—

ন সাংসিদ্ধিকং চৈতন্যং প্রত্যেকাদৃষ্টেঃ। ২০

বঙ্গানুবাদ :—পার্থক্য অবস্থায় কোনও ভূতে চৈতন্য লক্ষিত হয় না। সুতরাং এই ভৌতিক শরীরে যে চৈতন্যের অবস্থান লক্ষিত হয়, উহা ইহার সাংসিদ্ধিক—স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে। উহা ঔপাধিক অর্থাৎ চিদাত্মার অধিষ্ঠানেই চেতনায়মান হইয়া থাকে। ২০

আভাস :—এ বিষয়ে অন্য দোষও দেখাইতেছেন :—

প্রপঞ্চমরণাদ্যভাবশ্চ। ২১

বঙ্গানুবাদ :—চৈতন্য এতদ্দেহের স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইলে কাহারও সুপ্তি-মূর্চ্ছাদি হইত না। ২১

তাৎপর্য্যার্থ :—যতক্ষণ দ্রব্য আছে, ততক্ষণ তাহার স্বভাবও আছে। চৈতন্য যদি দেহের স্বভাব হইত, তাহা হইলে কখনই দেহ সত্ত্বে তাহার অপগম হইত না, সুতরাং মরণ, মূর্চ্ছা ও সুষুপ্তি প্রভৃতি কিছুই হইতে পারিত না। যখন তাহা হইতেছে, তখন কখনই চৈতন্য দেহের স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইতে পারে না। ২১

আভাস :—২০ সূত্রে "প্রত্যেকাদৃষ্টেঃ" এইরূপ যাহা উক্ত হইয়াছে, সে বিষয়ে বাদীর তর্ক আশঙ্কা করিয়া খণ্ডন করিতেছেন :—

মদশক্তিবচ্চেৎ প্রত্যেকপরিদৃষ্টেঃ সাংহত্যে তদুদ্ভবঃ। ২২

বঙ্গানুবাদ:—চৈতন্য মদশক্তির দৃষ্টান্তে সংহতভূতজাতও বলা যায় না। পৃথক্ অবস্থানসময়ে যাহাতে যাহা দৃষ্ট হয় অর্থাৎ আছে বলিয়া অবধারিত হয়, সঙ্ঘাতসময়ে তাহা হইতেই তাহার অভিব্যক্তি কল্পনা করিতে পার। ২২

তাৎপর্য্যার্থ:—যেমন মাদকতাশক্তি প্রত্যেক দ্রব্যবৃত্তি বলিয়া, মিলিত দ্রব্যে তাহার অভিব্যক্তি হয়, তদ্রূপ যদি চৈতন্য প্রত্যেক ভূতে বিদ্যমান থাকিত, তবেই ঐ সমস্ত ভূতের মেলনে চৈতন্য আবির্ভূত হইত। যেমন প্রত্যেক সরিষায় তৈলশক্তি আছে বলিয়াই তাহাদের মিলনে তৈল উৎপন্ন হয়। প্রত্যেক ভূতে যখন চৈতন্য দেখা যায় না, তখন দেহের চৈতন্য স্বাভাবিক নহে, ঔপাধিক। সুতরাং মরণাদিতে দেহের অচেতনতা প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। ২২

আভাস:—পুরুষার্থের নিমিত্তই লিঙ্গদেহের সঞ্চরণ, এইরূপ যাহা বলিয়াছেন, তদ্বিষয়ে লিঙ্গদেহের স্থূলশরীরে সঞ্চার অর্থাৎ জন্মের পর যে যে ব্যাপার দ্বারা যে যে পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়, তাহাই দুইটি সূত্রের দ্বারা বলিতেছেন:—

জ্ঞানান্মুক্তিঃ। ২৩

বঙ্গানুবাদ:—লিঙ্গশরীরে সঞ্চরণের (জন্মনামক অবস্থালাভের) পর যাহার তদ্বিষয়ক জ্ঞান অর্থাৎ বিবেকসাক্ষাৎকার হয়, আত্মস্বরূপের অববোধ জন্মে, জ্ঞানের পর সেই পুরুষেরই মোক্ষাখ্য পুরুষার্থ লব্ধ হয়। ২৩

আভাস :—এইরূপ প্রথম সূত্রে জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি বলিয়া, তদ্ব্যতিরেকে কি হয়, তাহাই দ্বিতীয় সূত্রে বলিতেছেন :—

বন্ধো বিপর্য্যয়াৎ। ২৪

বঙ্গানুবাদ :—জ্ঞানের (বিবেকের) বিপরীত অজ্ঞান (অবিবেক), তদ্ধেতু বন্ধন (সংসারভোগ) হইতেছে। (লিঙ্গদেহে বার বার স্থূলদেহ সঞ্জাত হইতেছে)। ২৪

আভাস :—এইরূপ জ্ঞান হেতুক মুক্তি ও তদ্বিপর্য্যয় হেতুক বন্ধন বলিয়া, এক্ষণে জ্ঞান হইতে যে মুক্তি হয়, তাহারই বিচার করিতেছেন :—

নিয়তকারণত্বান্ন সমুচ্চয়বিকল্পৌ। ২৫

বঙ্গানুবাদ :—জ্ঞানই অজ্ঞান-নাশের নির্দ্দিষ্ট কারণ। সেই জন্য মোক্ষের প্রতি কর্ম্মসহকৃত জ্ঞানের কারণভাব সম্ভব হয় না। (সমুচ্চয় অর্থাৎ কর্ম্ম ও জ্ঞান উভয় একত্রিত। বিকল্প অর্থাৎ কর্ম্মমিলিত জ্ঞান বা কেবল-জ্ঞান। অর্থাৎ কর্ম্মমিলিত জ্ঞানেও মুক্তি হয় বা কেবলজ্ঞানেও মুক্তি হয়, এইরূপ ব্যবস্থা। এই উভয় পক্ষের কোন পক্ষই যুক্তিসিদ্ধ নহে। বিশুদ্ধ বিবেক-জ্ঞানে মোক্ষ হয়, ইহাই যুক্তিযুক্ত)। ২৫

আভাস :—সমুচ্চয় ও বিকল্পের দ্বারা মুক্তিসাধনের অভাবপক্ষে দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন :—

স্বপ্নজাগরাভ্যামিব মায়িকামায়িকাভ্যাং
নোভয়োর্ম্মুক্তিঃ পুরুষস্য। ২৬

বঙ্গানুবাদ :—যদ্রূপ স্বাপ্ন বস্তু ও জাগ্রৎ বস্তু এক হইয়া পুরুষার্থ-সাধন করে না, তদ্রূপ মায়িক অমায়িক সমুচ্চিত (মিলিত) হইয়া মুক্তিরূপ পুরুষার্থ উৎপাদন করে না। (মায়িক অর্থাৎ অসত্য

বা মিথ্যা অথবা অস্থির। অমায়িক অর্থাৎ সত্য বা স্থির। স্বাপ্ন বস্তু অস্থির বা অসত্য। জাগ্রৎ বস্তু অপেক্ষাকৃত স্থির ও সত্য। কর্ম্মসকল প্রকৃতির কার্য্য, সে জন্য উহা অস্থির আত্মা জন্মশীল নহে বলিয়া স্থির; সুতরাং সত্য। স্থির অস্থির উভয়ের মেলন সম্ভবপর নহে)। ২৬

তাৎপর্য্যার্থ :—যেমন স্বপ্নাবস্থার কার্য্য জাগ্রৎ অবস্থার দ্বারা হয় না, তদ্রূপ জ্ঞান-প্রতিপাদ্য কার্য্য কর্ম্মের দ্বারা হয় না। ২৬

আভাস :—উপাসনাত্মক জ্ঞানের সহিত তত্ত্বজ্ঞানের সমুচ্চয় ও বিকল্প হউক? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

ইতরস্যাপি নাত্যন্তিকত্বম্। ২৭

বঙ্গানুবাদ :—ইতরের (উপাসনাত্মক জ্ঞানের) সঙ্গেও বিশুদ্ধ জ্ঞানের সমুচ্চয়বিকল্প অসম্ভব। উপাস্যও আত্যন্তিক স্থির নহে। ২৭

আভাস :—যে অংশে উপাসনায়ও মায়িকত্ব, তাহাই দেখাইতেছেন :—

সংকল্পিতেঽপ্যেবম্। ২৮

বঙ্গানুবাদ :—মানস সঙ্কল্পে বিরাজিত অর্থাৎ ধ্যেয় পদার্থমাত্রই মায়িক (অস্থির)। ২৮

আভাস :—তবে উপাসনার ফল কি? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

ভাবনোপচয়াৎ শুদ্ধস্য সর্ব্বং প্রকৃতিবৎ। ২৯

বঙ্গানুবাদ :—যাহাকে ভাবনা বলে, তাহারই এক নাম ধ্যান ও চিন্তাপ্রবাহ। ধ্যান বা চিন্তাপ্রবাহ অত্যন্ত নিবিড় হইলে, তাহা সমাধি নামের নামী হয়। সমাধির উপচয় অর্থাৎ বৃদ্ধি বা পুষ্টি হইলে

তৎপ্রভাবে নিতান্ত শুদ্ধস্বভাব পুরুষে সমুদয় প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ হওয়া উপাসনার বা ধ্যানের ফল। মোক্ষ নহে। ২৯

আভাস :—একমাত্র জ্ঞানই মোক্ষের সাধন স্থির করিয়া, এক্ষণে জ্ঞানের সাধন-সমূহ বলিতেছেন :—

রাগোপহতির্ধ্যানম্। ৩০

বঙ্গানুবাদ :—বিষয়ের উপরাগ বিবেক-জ্ঞানের অন্তরায়। সে অন্তরায় অর্থাৎ বাধা ধ্যান দ্বারা বিনষ্ট হয়। ৩০

আভাস :—ধ্যানের দ্বারা জ্ঞানোৎপত্তি নিষ্পাদিত হয়, ধ্যান-সিদ্ধির উপায় কি? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

বৃত্তিনিরোধাত্তৎসিদ্ধিঃ। ৩১

বঙ্গানুবাদ :—অপরাপর বৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে অর্থাৎ চিত্তে ধ্যেয়াকারা বৃত্তি ভিন্ন অপর কোন বৃত্তি না থাকিলে ধ্যান সিদ্ধ হইয়া থাকে। ৩১

আভাস :—বৃত্তিনিরোধের উপায় কি? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

ধারণাসনস্বকর্ম্মণা তৎসিদ্ধিঃ। ৩২

বঙ্গানুবাদ :—ধারণা ও আসনাদি যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান এবং স্বকর্ম্ম দ্বারা ধ্যান সিদ্ধ হইতে দৃষ্ট হয়। ৩২

আভাস :—বৃত্তি-নিরোধের অন্য উপায় বলিতেছেন :—

নিরোধশ্ছর্দ্দিবিধারণাভ্যাম্। ৩৩

বঙ্গানুবাদ :—প্রাণবায়ুর ছর্দ্দি বমন অর্থাৎ রেচক বিধারণ অর্থাৎ কুম্ভক। একশেষদ্বন্দ্বসমাসের বলে অথবা উপলক্ষণে অন্য একটি

বিধারণ শব্দ উহ্য করিবে এবং তার পূরক অর্থ উন্নয়ন করিবে। পূরক-কুম্ভক-রেচকাখ্য প্রাণপ্রক্রিয়ায় বৃত্তিনিরোধ হয়। ৩৩

আভাস:—নানাবিধ আসনের মধ্যে নিজ মতে আসনের লক্ষণ বলিতেছেন:—

স্থিরসুখমাসনম্। ৩৪

বঙ্গানুবাদ:—যাহা স্থির হইলে সুখসাধন হয়, তদ্রূপ উপবেশনকে আসন কহে। আসন দ্বাত্রিংশদ্বিধ। প্রত্যেক প্রকারের স্বস্তিক ও পদ্মাদি ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। ৩৪

আভাস:—এক্ষণে স্বকর্ম্মের লক্ষণ বলিতেছেন:—

স্বকর্ম্ম স্বাশ্রমবিহিতকর্ম্মানুষ্ঠানম্। ৩৫

বঙ্গানুবাদ:—স্বাশ্রমোচিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানকেই স্বকর্ম্ম বলে। গৃহীর গার্হস্থ্য, ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি। ৩৫

তাৎপর্য্যার্থ:—এখানে কর্ম্মশব্দে যম, নিয়ম ও প্রত্যাহারেরও গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ, যোগশাস্ত্রে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই আটটিকেই যোগের অঙ্গ বলিয়াছেন এবং যোগশাস্ত্র পাতঞ্জল-দর্শনে ইহার স্বরূপ বিশেষ করিয়া দেখানও হইয়াছে। ৩৫

আভাস:—মুখ্যাধিকারী সাধকের যমাদি পঞ্চসাধনাঙ্গের আবশ্যক নাই, কেবলমাত্র ধারণা, ধ্যান ও সমাধিলক্ষণ সংযমত্রয়ের দ্বারা জ্ঞান ও যোগ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। জড়ভরতাদিতে সেইরূপ সাধনই দেখা যায়। পাতঞ্জলাচার্য্যের সিদ্ধান্ত এইরূপ। এখানে সাংখ্যাচার্য্যও সেই মত অনুমোদন করিয়া বৃত্তিনিরোধের অঙ্গ উপায় নির্দ্ধারণ করিতেছেন:—

বৈরাগ্যাদভ্যাসাচ্চ। ৩৬

বঙ্গানুবাদ :—বৈরাগ্যের ও অভ্যাসের অর্থাৎ নিরন্তর ধ্যানের দ্বারা জ্ঞান ও জ্ঞানসাধন যোগ (সমাধি) প্রাদুর্ভূত হয়। ৩৬

আভাস :—পূর্ব্বে যে বিপর্য্যয়ের কথা উক্ত হইয়াছে, এক্ষণে তাহার স্বরূপ বলিতেছেন :—

বিপর্য্যয়ভেদাঃ পঞ্চ। ৩৭

বঙ্গানুবাদ :—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ এই পাঁচটি বিপর্য্যয় ও বন্ধনের কারণ। ৩৭

তাৎপর্য্যার্থ :—অনিত্য, অশুচি ও দুঃখাত্মক অনাত্মবস্তুকে নিত্য, শুচি ও সুখাত্মক আত্মবস্তু বলিয়া জ্ঞানের নাম অবিদ্যা। শরীরাতিরিক্ত আত্মা নাই, এইরূপ আত্মা ও অনাত্মার একতা-প্রত্যয়ের নাম অস্মিতা। অনুরাগের নাম রাগ। ক্রোধের নাম দ্বেষ। মরণাদি ত্রাসের নাম অভিনিবেশ। এই প্রকার বিপর্য্যয়ের পাঁচটি অবান্তর-ভেদ। ৩৭

আভাস :—এইরূপ বিপর্য্যয়ের স্বরূপ বলিয়া তাহার কারণ অশক্তির স্বরূপ বলিতেছেন :—

অশক্তিরষ্টাবিংশতিধা তু। ৩৮

বঙ্গানুবাদ :—অষ্টাবিংশতিবিধ অশক্তি। ৩৮

তাৎপর্য্যার্থ :—শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ের অশক্তি বশতঃ বধিরতা, দর্শন-ইন্দ্রিয়ের অশক্তি বশতঃ অন্ধতা, বাক্-ইন্দ্রিয়ের অশক্তি বশতঃ মূকতা ইত্যাদি প্রকার একাদশ ইন্দ্রিয়ের অশক্তি প্রযুক্ত একাদশবিধ ইন্দ্রিয়-বধ। নয় প্রকার তুষ্টি ও আট প্রকার সিদ্ধির বিপর্য্যয় প্রযুক্ত, অর্থাৎ

তুষ্টি ও সিদ্ধির সময়ে যেরূপ সত্ত্বগুণের উদ্রেক হয়, তাহার বিপর্য্যয় অর্থাৎ হানি বশতঃ তুষ্টি ও সিদ্ধি না হওয়ায় বা তাহার বিরোধী ভাবান্তর হওয়া হেতুক বুদ্ধিবধ সপ্তদশবিধ। এই প্রকার মোট আটাইশ প্রকার অশক্তি। ৩৮

আভাস :—তুষ্টির স্বরূপ বলিতেছেন :—

তুষ্টির্নবধা। ৩৯

বঙ্গানুবাদ :—নববিধ তুষ্টি (তাহা কি কি? পরে বলা হইতেছে)। ৩৯

আভাস :—এক্ষণে সিদ্ধি বলিতেছেন :—

সিদ্ধিরষ্টধা। ৪০

বঙ্গানুবাদ :—অষ্টবিধ সিদ্ধি। (তাহাও পরে বলা হইতেছে)। ৪০

আভাস :—পূর্ব্বে বিপর্য্যয়ের পাঁচ প্রকার ভেদ বলিয়াছেন, ঐ পাঁচ প্রকারের আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভেদগুলিও বলিতেছেন :—

অবান্তরভেদাঃ পূর্ব্ববৎ। ৪১

বঙ্গানুবাদ :—পূর্ব্বাচার্য্যেরা বিপর্য্যয়ের বাবট্টি প্রকার ভেদ বলিয়াছেন। যথা—অবিদ্যা ৮ প্রকার, অস্মিতা ৮ প্রকার, রাগ ১০ প্রকার, দ্বেষ ১৮ প্রকার, অভিনিবেশ ১৮ প্রকার, মোট ৬২ প্রকার। ৪১

তাৎপর্য্যার্থ :—প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্রকে আত্মা বলিয়া যে জ্ঞান, তাহার নাম অবিদ্যা। অবিদ্যার প্রকৃতি প্রভৃতি আট প্রকার বিষয় বলিয়া, তাহাকে আট প্রকার বলা হইয়াছে। অস্মিতা—অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যযুক্ত আমি অমর,

এইরূপ যে ভ্রম, তাহার নাম অস্মিতা। ইহাকে ভ্রম বলিবার কারণ এই যে, যে আমি অমর, তিনি পুরুষ, এই অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য তাঁহার ধর্ম্ম নহে, ইহা বুদ্ধির ধর্ম্ম। তথাপি আমি ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট, এই যে জ্ঞান, ইহা ভ্রম ভিন্ন আর কি হইতে পারে? রাগ অর্থাৎ অনুরাগ। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, ইহাই অনুরাগের বিষয় এবং এই শব্দাদি স্বর্গীয় ও অস্বর্গীয় ভেদে দুই প্রকার। সুতরাং শব্দাদি বিষয় দশ প্রকার, এই দশ প্রকার বিষয় সাক্ষাৎ সুখসাধন বলিয়া রাগের অর্থাৎ অনুরাগের বিষয়। অতএব রাগের দশ প্রকার বিষয় সাক্ষাৎ সুখ-সাধন বলিয়া রাগকে দশ প্রকার বলিয়াছেন। দ্বেষ—যখন যে বস্তু বিরক্তিকর, অষ্টপ্রকার ঐশ্বর্য্যের ফলে ক্ষণকালের জন্য তাহা উপস্থিত হইলে, তখন ঐ ঐশ্বর্য্যের প্রতি যে কোপ এবং বিরক্তিকর শব্দাদির প্রতি যে কোপ, তাহারই নাম দ্বেষ। অতএব আট প্রকার ঐশ্বর্য্য ও দশ প্রকার শব্দাদি বিষয় দ্বেষের বিষয় বলিয়া দ্বেষকে অষ্টাদশ প্রকার বলা হইয়াছে। অভিনিবেশ অর্থাৎ মরণভয় আমাদিগকে আট প্রকার ঐশ্বর্য্য ও দশ প্রকার বিষয়ভোগ হইতে বঞ্চিত করিতে পারে। সুতরাং ইহাও অষ্টাদশবিধ। মনুষ্যের ন্যায় দেবতাগণেরও বিপর্য্যয় আছে। সেই জন্য অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য ও স্বর্গীয় শব্দাদিও বিপর্য্যয়ের মধ্যে গণনা করা হইল। এইরূপ বিপর্য্যয়ের অবান্তরভেদ দ্বাষষ্টি প্রকার। ৪১

আভাস :—অশক্তির অবান্তরভেদ বলিতেছেন :—

এবমিতরস্যাঃ। ৪২

বঙ্গানুবাদ :—ইতরের (অশক্তির) অবান্তরভেদ আছে এবং তাহা অষ্টাবিংশতি প্রকার। পূর্ব্বে তাহা বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে। ৪২

আভাস :—এক্ষণে তুষ্টির ভেদ বলিতেছেন :—

আধ্যাত্মিকাদিভেদান্নবধা তুষ্টিঃ। ৪৩

বঙ্গানুবাদ:—নববিধ তুষ্টি বলা হইয়াছে, কিন্তু তাহা আধ্যাত্মিকাদিভেদে ব্যবস্থিত অর্থাৎ প্রকৃতি, উপাদান, কাল ও ভাগ্যভেদে আধ্যাত্মিক তুষ্টি চারি প্রকার। বিষয়-বৈরাগ্যের হেতু বাহ্য তুষ্টি পাঁচ প্রকার। সমুদয়ে তুষ্টি নয় প্রকার। ৪৩

তাৎপর্য্যার্থ:—যাহাদের আধ্যাত্মিক তুষ্টি আছে, তাহাদের প্রকৃতি প্রভৃতি হইতে আত্মা ভিন্ন, এ জ্ঞানও আছে। কিন্তু সেই ভেদ-জ্ঞানকে সুদৃঢ় করিবার উপযুক্ত উপায় তাহারা অবলম্বন করে না। কারণ, তাহারা দুষ্ট উপদেশ বশতঃ অর্থাৎ বিবেক-সাক্ষাৎকার যখন প্রকৃতির কার্য্য, তখন প্রকৃতিই তাহা সম্পন্ন করিয়া দিবেন, এইরূপ দুষ্ট উপদেশের বশবর্ত্তী হইয়া অনেকেই প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া সন্তোষের সহিত বসিয়া থাকেন, এই সন্তোষেরই নাম "প্রকৃতি-তুষ্টি।" সন্ন্যাসগ্রহণ করিলেই বিবেক-সাক্ষাৎকার ঘটিবে, এইরূপ উপদেশে সন্ন্যাসের উপর নির্ভর করিয়া যে সন্তোষ হয়, সেই সন্তোষের নাম "উপাদানতুষ্টি।" কালক্রমে বিবেকসাক্ষাৎকার হয়, এইরূপ উপদেশে সময়ের উপর নির্ভর করিয়া যে সন্তোষ হয়, সেই সন্তোষের নাম "কালতুষ্টি।" ভাগ্যবশতঃ বিবেকসাক্ষাৎকার হয়, এইরূপ উপদেশে ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া যে সন্তোষ হয়, সেই সন্তোষের নাম "ভাগ্যতুষ্টি।" যাহাদের প্রকৃতি বা তদীয় বিকৃতির সহিত আত্মার অভেদজ্ঞান থাকে, তাহাদেরও বিষয়বৈরাগ্য জন্য যে সন্তোষ হয়, তাহার নাম "বাহ্যতুষ্টি।" বিষয়বৈরাগ্যের হেতু পাঁচ প্রকার বলিয়া বিষয়বৈরাগ্যও পাঁচ প্রকার। যথা—মাল্য, চন্দন ও বনিতাদি বিষয় উপার্জ্জনে বিবিধ ক্লেশ ভোগ করিতে হয়, এইরূপ চিন্তা

করিয়া বিষয়বৈরাগ্য হেতুক যে সন্তোষ, তাহা প্রথমবাহ্যতুষ্টি। অর্জ্জিত-ধনাদি ও দস্যু প্রভৃতি হইতে রক্ষা করিতে মহৎ দুঃখ ভোগ করিতে হয়, এইরূপ চিন্তা করিয়া বিষয়বৈরাগ্যজন্য যে সন্তোষ, তাহা দ্বিতীয় বাহ্যতুষ্টি। বহুকষ্টে ধন-উপার্জ্জন ও রক্ষণ করিলেও ভোগ দ্বারা তাহা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, এইরূপ চিন্তা করিয়া বিষয়বৈরাগ্যজন্য যে সন্তোষ, তাহা তৃতীয় বাহ্য-তুষ্টি। বিষয়ভোগ করিতে করিতে ক্রমশঃ আকাঙ্ক্ষা বর্দ্ধিত হয়, অতএব আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ বিষয়ের অপ্রাপ্তি-জন্য বড়ই দুঃখ এবং ভোগ্যবস্তু থাকা সত্ত্বেও পুরুষের অসমর্থতা প্রযুক্ত তাহা ভোগ করিতে না পারায় বড়ই দুঃখ, এইরূপ চিন্তা করিয়া বিষয়বৈরাগ্যজন্য যে সন্তোষ, তাহা চতুর্থ বাহ্য-তুষ্টি। অন্য প্রাণিসমূহকে পীড়া না দিয়া বিষয়ভোগ সম্ভব হয় না, সুতরাং অন্য প্রাণীর পীড়া-জন্য বড়ই মনঃকষ্ট পাইতে হয়, এইরূপ চিন্তা করিয়া বিষয়বৈরাগ্যজন্য যে সন্তোষ, তাহা পঞ্চম বাহ্য-তুষ্টি। অতএব বাহ্য-তুষ্টি পাঁচ প্রকার ও আধ্যাত্মিক তুষ্টি চারি প্রকার, সমুদয়ে নয় প্রকার তুষ্টি। ৪৩

আভাসঃ—সিদ্ধির ভেদ বলিতেছেন ঃ—

উহাদিভিঃ সিদ্ধিঃ। ৪৪

বঙ্গানুবাদঃ—উহ প্রভৃতি গণনা করিলে সিদ্ধি অষ্টবিধ। ৪৪

তাৎপর্য্যার্থঃ—অধ্যাত্মবিদ্যা গ্রন্থের বর্ণ-পাঠ অধ্যয়ন নামক প্রথমা সিদ্ধি। ঐ গ্রন্থের অর্থগ্রহণ শব্দ নামক দ্বিতীয়া সিদ্ধি। প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকবিষয়ে অনুমান উহনামক তৃতীয়া সিদ্ধি। সুহৃদ্‌গণের সহিত তদ্বিষয়ে আলোচনা সুহৃৎপ্রাপ্তি নামক চতুর্থী সিদ্ধি। উক্ত বিবেক-জ্ঞানের বিশুদ্ধি অর্থাৎ নিদিধ্যাসন ও বিবেকসাক্ষাৎকারদান নামক পঞ্চমী সিদ্ধি। আধ্যাত্মিক দুঃখনাশ ষষ্ঠী সিদ্ধি। আধিভৌতিক দুঃখনাশ

সপ্তমী সিদ্ধি। আধিদৈবিক দুঃখনাশ অষ্টমী সিদ্ধি। এই অষ্টবিধ সিদ্ধির মধ্যে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখনাশরূপ সিদ্ধিত্রয়ই শ্রেষ্ঠ। কারণ, তাহাই মুক্তি বলিয়া অভিহিত। ৪৪

আভাস:—অধ্যয়ন, শব্দ ও উহ প্রভৃতিকে সিদ্ধি বলিতেছেন কেন? কারণ, মন্ত্র, তপস্যা ও সমাধি প্রভৃতির দ্বারা অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধিই সকল শাস্ত্রে দেখা যায়। অতএব অণিমাদি মুখ্যসিদ্ধির কারণ যখন তপস্যাদি, তখন তাহাকেই সিদ্ধি বলি না কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন:—

নেতরাদিতরহানেন বিনা। ৪৫

বঙ্গানুবাদ:—উহ আদি পাঁচটির অতিরিক্ত যে তপস্যাদি সিদ্ধিত্রয় গণনা করা যায়, তাহা তাত্ত্বিকী নহে। কেন না, সে তিনটি বিপর্য্যয়ের বিনাশ করে না, সংসারেরও নাশক হয় না। এই হেতু উহা সিদ্ধি নহে; প্রত্যুত সিদ্ধ্যাভাস। ৪৫

আভাস:—সৃষ্টিবৈচিত্র্যজ্ঞানও বৈরাগ্যের প্রতি উপযোগী বলিয়া প্রসঙ্গক্রমে সৃষ্টিবৃত্তান্ত বলিতেছেন:—

দৈবাদিপ্রভেদা। ৪৬

বঙ্গানুবাদ:—দৈবাদিভেদে সৃষ্টি বিভিন্ন অর্থাৎ সৃষ্টির অনেক অবান্তরভেদ আছে। ৪৬

তাৎপর্য্যার্থ:—ভূতসৃষ্টির অবান্তরভেদ চতুর্দ্দশ প্রকার। তন্মধ্যে দৈবসৃষ্টি ৮ প্রকার। যথা—(১) ব্রাহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মলোক ও ব্রহ্মলোকবাসী। (২) প্রাজাপত্য অর্থাৎ প্রজাপতিলোক ও প্রজাপতি-লোকবাসী। (৩) ঐন্দ্র অর্থাৎ ইন্দ্রলোক ও ইন্দ্রলোকবাসী। (৪) পৈত্র্য

অর্থাৎ পিতৃলোক ও পিতৃলোকবাসী। (৫) গান্ধর্ব্ব অর্থাৎ গন্ধর্ব্বলোক ও গন্ধর্ব্বলোকবাসী। (৬) যাক্ষ্য অর্থাৎ যক্ষলোক ও যক্ষলোকবাসী। (৭) রাক্ষস অর্থাৎ রাক্ষসলোক ও রাক্ষসলোকবাসী রাক্ষসগণ। (৮) পৈশাচ অর্থাৎ পিশাচলোক ও পিশাচলোকবাসী পিশাচগণ এবং পশু, মৃগ, পক্ষী, সরীসৃপ ও স্থাবরভেদে তির্য্যক্‌সৃষ্টি পাঁচ প্রকার। মনুষ্যসৃষ্টি এক প্রকার। সমুদয়ে ১৪ প্রকার ভূতসৃষ্টি। ৪৬

আভাস:—এইরূপ অবান্তরসৃষ্টি বলিয়া তাহার পুরুষার্থতা বলিতেছেন:—

আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং তৎকৃতে সৃষ্টিরাবিবেকাৎ। ৪৭

বঙ্গানুবাদ:—পুরুষের জন্যই চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা হইতে স্তম্ব-তৃণ পর্য্যন্ত ব্যষ্টি-সৃষ্টি হইয়াছে ও তত্তৎসৃষ্টি পুরুষের সম্বন্ধে বিবেকজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিবে। ৪৭

আভাস:—কোথায় কিরূপ সৃষ্টি, তাহাই বলিবার জন্য ঊর্দ্ধ-লোকের সৃষ্টিপ্রকার বলিতেছেন:—

ঊর্দ্ধং সত্ত্ববিশালা। ৪৮

বঙ্গানুবাদ:—পৃথিবী-লোকের ঊর্দ্ধস্থ লোকসমূহ সত্ত্ব-প্রধান। ৪৮

আভাস:—মর্ত্ত্যলোকের নিম্নদেশে সৃষ্টিপ্রকার বলিতেছেন:—

তমোবিশালা মূলতঃ। ৪৯

বঙ্গানুবাদ:—মর্ত্ত্যলোকের মূলে (নিম্নে) যে সকল লোক সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা তমোবহুল। ৪৯

আভাস :—মর্ত্ত্যলোকের সৃষ্টিপ্রকার বলিতেছেন :—

মধ্যে রজোবিশালা। ৫০

বঙ্গানুবাদ :—মধ্যলোক অর্থাৎ ভূলোক রজঃপ্রধান। ৫০

আভাস :—একই প্রকৃতি। অথচ সত্ত্বাদিভেদে এইরূপ সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের কারণ কি? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

কর্ম্মবৈচিত্র্যাৎ প্রধানচেষ্টা গর্ভদাসবৎ। ৫১

বঙ্গানুবাদ :—প্রাণীর কর্ম্ম বিচিত্র। সুতরাং তদনুযায়িনী প্রধান প্রবৃত্তিও বিচিত্রা। যেরূপ গর্ভদাস প্রভুর সেবার্থ বিচিত্র (নানাবিধ) চেষ্টা করে, তদ্রূপ প্রকৃতিও স্বামী অর্থাৎ পুরুষের ভোগার্থ বিচিত্রা (বিবিধা) সৃষ্টি করেন। ৫১

আভাস :—উর্দ্ধলোক যখন সত্ত্বগুণপ্রধান, তখন উত্তরোত্তর সেই স্থান লাভ করিতে পারিলেই ত কৃতকৃত্য হওয়া যায়। অতএব মুক্তির আবশ্যক কি? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

আবৃত্তিস্তত্রাপি উত্তরোত্তরযোনিযোগাদ্ধেয়ঃ। ৫২

বঙ্গানুবাদ :—উর্দ্ধলোকে যাইলেও আবৃত্তি (পুনরাগমন) হয়। আর নীচযোনিজ জীবেরাও কর্ম্মবশে উচ্চযোনিতে জন্ম ধারণ করে। বিবেকী ব্যক্তি এই প্রকার উর্দ্ধাধোলোকভ্রমণ হেয় জ্ঞান করেন। ৫২

আভাস :—কর্ম্মজন্য উর্দ্ধাদি ভূমি লাভের হেয়ত্ব দেখাইতেছেন :—

সমানং জরামরণাদিজং দুঃখম্। ৫৩

বঙ্গানুবাদ :—কি উর্দ্ধলোকগত জীব, কি অধোলোকস্থ জীব, জরামরণাদিজন্য ক্লেশ সকলেরই তুল্য। ৫৩

আভাস :— স্বীকার করিলাম যে, ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গমন করিলেও কৃতকৃত্য হওয়া যায় না। কিন্তু প্রকৃতিতে লয় হইলে ত কৃতকৃত্যতাকে লাভ করা যায়। অতএব মুক্তির আবশ্যক কি? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

ন কারণলয়াৎ কৃতকৃত্যতা মগ্নবদুত্থানম্। ৫৪

বঙ্গানুবাদ :— বিবেক-জ্ঞান জন্মে নাই অথচ প্রকৃতি-উপাসনা পূর্ব্বক মহদাদি তত্ত্বে প্রবল বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, ঈদৃশ জীব চরমে কারণলীন (প্রকৃতিলীন) হয়। তদ্রূপ প্রকৃতিলয়ে কৃতকৃত্যতা নাই অর্থাৎ মোক্ষ ঘটে না। উহা জলমগ্নের ন্যায় প্রকৃতিমগ্ন হওয়া মাত্র। যেমন জলমগ্ন ব্যক্তি পুনরায় উত্থিত হয়, তদ্রূপ প্রকৃতিমগ্ন জীবও পুনঃ আবির্ভূত হইয়া থাকে। এই প্রকৃতিলীন পুরুষেরাই সৃষ্টির আদিতে ঈশ্বরভাবে অর্থাৎ হরি-হর-ব্রহ্মাদিরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকে। ৫৪

আভাস :— প্রকৃতি কাহারও কর্ত্তৃক কৃত নহে। অতএব আত্মার ন্যায় নিত্যা ও স্বতন্ত্রা প্রকৃতি নিজ উপাসকের দুঃখের কারণীভূত পুনরুত্থান কেন করেন? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

অকার্য্যত্বে তদ্‌যোগঃ পারবশ্যাৎ। ৫৫

বঙ্গানুবাদ :— যদিও পুরুষ প্রকৃতির কার্য্যভূত (অপ্রেরণীয় অথবা তাহার ইচ্ছার বশীভূত) নহে, তথাপি পুরুষার্থের প্রেরণায় প্রকৃতিলীন জীবের প্রাকৃতিক যোগ (পুনরুত্থান বা পুনর্জ্জন্ম) হইয়া থাকে। প্রকৃতি স্বয়ং তাহাকে বিবেকখ্যাতিরূপ পুরুষার্থপ্রদানার্থ উত্থাপিত করেন। ৫৫

আভাস :— প্রকৃতিলয় হইতে পুরুষের উত্থানবিষয়ে প্রমাণ দিতেছেন :—

স হি সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তা। ৫৬

বঙ্গানুবাদ :—পূর্ব্বকল্পে যিনি কারণে (প্রকৃতিতে) লয় পাইয়াছিলেন, তিনিই কল্পান্তরে সর্ব্ববিৎ ও সর্ব্বকর্ত্তা ঈশ্বর। ৫৬

আভাস :—অতএব আপনার সাংখ্য মতেও ঈশ্বর-সিদ্ধি হইতেছে। তদুত্তরে বলিতেছেন :—

ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা। ৫৭

বঙ্গানুবাদ :—এইরূপে ঈশ্বরসিদ্ধি করা (প্রমাণিত করা) সর্ব্বসম্মত। কিন্তু নিত্য ঈশ্বর বিবাদাস্পদ। ৫৭

আভাস :—প্রধান সৃষ্টির প্রয়োজন দ্বিতীয় অধ্যায়ের আদিতে সংক্ষেপে বলিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহাই বিস্তারপূর্ব্বক বলিতেছেন :—

প্রধানসৃষ্টিঃ পরার্থং স্বতোঽপ্যভোক্তৃত্বাদুষ্ট্রকুঙ্কুমবহনবৎ। ৫৮

বঙ্গানুবাদ :—প্রকৃতি স্বতঃ অর্থাৎ আপনা আপনি সৃষ্টি করেন, কিন্তু উহা পুরুষ-ভোগার্থ, নিজের ভোগার্থ নহে। কারণ, তিনি স্বয়ং অভোক্ত্রী (জড়া), সুতরাং যদ্রূপ উষ্ট্রের কুঙ্কুম-বহন পরের জন্য, তদ্রূপ তাঁহারও সৃষ্টি পরের (পুরুষের) জন্য। ৫৮

আভাস :—অচেতনা প্রকৃতি কেমন করিয়া স্বয়ং সৃষ্টি করিবেন? কারণ, অন্য শক্তির চেষ্টা ব্যতীত অচেতন রথাদির গতি দেখা যায় না। তদুত্তরে বলিতেছেন :—

অচেতনত্বেঽপি ক্ষীরবচ্চেষ্টিতং প্রধানস্য। ৫৯

বঙ্গানুবাদ :—দুগ্ধ যেমন আপনা-আপনি চেষ্টিত অর্থাৎ দধিরূপে পরিণত হয়, তদ্রূপ অচেতনা প্রকৃতিও মহদাদিরূপে পরিণত হইয়া থাকেন। ৫৯

আভাস :—এ বিষয়ে অন্য দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন :—

কর্ম্মবদ্দৃষ্টে বা কালাদেঃ। ৬০

বঙ্গানুবাদ :—কিংবা প্রকৃতির প্রবৃত্তি (সৃষ্টি) কালকর্ম্মের অনুযায়ী। (যদ্রূপ আপনা আপনি এক ঋতু অতীত হয় ও অন্য ঋতু আইসে, তদ্রূপ প্রকৃতিও স্বয়ং প্রবৃত্তা হইয়া থাকেন)। ৬০

আভাস :—তথাপি এইটিই আমার ভোগসাধন, এ বিষয়ে মূঢ়া প্রকৃতির অনুসন্ধান না থাকায়, কখনও প্রবৃত্তা না হইতে পারে; আবার কখন বা বিপরীত-প্রবৃত্তা হইতে পারে। তদুত্তরে বলিতেছেন :—

স্বভাবাচ্চেষ্টিতমনভিসন্ধানাদ্ ভৃত্যবৎ। ৬১

বঙ্গানুবাদ :—কিঙ্করেরা যেরূপ স্বীয় স্বভাব নিবন্ধন (কৃত-কর্ম্মের সংস্কারের অধীন হইয়া) সর্ব্বক্ষণ কর্ত্তব্যকর্ম্ম করে, তদ্রূপ প্রধানও স্বীয় স্বভাব নিবন্ধন (পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরিণামসংস্কারের প্রেরণায়) নিয়মিত সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ৬১

আভাস :—অথবা পক্ষান্তর অবলম্বন করিয়া বলিতেছেন :—

কর্ম্মাকৃষ্টের্বানাদিতঃ। ৬২

বঙ্গানুবাদ :—কিংবা কর্ম্মপ্রবাহ অনাদি। অতএব প্রধান তাহারই আকর্ষণে অর্থাৎ বশে নিয়মিত সৃষ্টি করেন। ৬২

আভাস :—পুরুষের প্রয়োজনসাধনার্থ প্রকৃতির প্রবৃত্তি এবং প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকজ্ঞানরূপ-প্রয়োজন-সাধন সমাপ্ত হইলে প্রকৃতির নিবৃত্তি। যেমন পাচক পাক করিয়া নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ প্রকৃতির নিবৃত্তিতেই যে মোক্ষ, তাহাই বলিতেছেন :—

বিবিক্তবোধাৎ সৃষ্টিনিবৃত্তিঃ প্রধানস্য সূদবৎ পাকে। ৬৩

বঙ্গানুবাদ :—সূদ অর্থাৎ পাচক যেমন পাক শেষ হইলে আর তাহার কর্ম্ম থাকে না, তদ্রূপ বিবিক্তজ্ঞান জন্মিলে সে পুরুষের সম্বন্ধে প্রকৃতির কার্য্য থাকে না। (বিবিক্তজ্ঞান অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষের তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার। উহা পরবৈরাগ্য জন্মিলে সুসম্পন্ন হয়। প্রকৃতি পর্য্যন্ত যাবতীয় বস্তুতে বিতৃষ্ণার নাম পরবৈরাগ্য)। ৬৩

আভাস :—এক পুরুষের উপাধিতে বিবেক-জ্ঞান উৎপত্তি হেতুক, প্রকৃতির সৃষ্টি-নিবৃত্তি হওয়ায় সকল পুরুষের মুক্তিপ্রসঙ্গ হইতেছে। তদুত্তরে বলিতেছেন :—

ইতর ইতরবত্তদ্দোষাৎ। ৬৪

বঙ্গানুবাদ :—তদ্দোষে অর্থাৎ পুরুষার্থ শেষ না হওয়ায় ইতর (বিবেকজ্ঞানরহিত) পুরুষ ইতরের ন্যায় (বদ্ধের ন্যায়) থাকে। ৬৪

আভাস :—মোক্ষের স্বরূপ বলিতেছেন :—

দ্বয়োরেকতরস্য বৌদাসীন্যমপবর্গঃ। ৬৫

বঙ্গানুবাদ :—প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ের মধ্যে একের ঔদাসীন্য হওয়াকেই অপবর্গ ও মোক্ষ বলা যায়। হয় প্রকৃতি পুরুষানুবর্ত্তনশূন্য হয়, না হয় পুরুষ প্রকৃতি-আলিঙ্গন-বর্জ্জিত হয়। ৬৫

আভাস :—মুক্ত পুরুষে প্রবৃত্তিশীলা প্রকৃতির ঔদাসীন্য হেতুক অর্থাৎ সৃষ্টিবিষয়ে বিরক্ততা হেতুক সকল পুরুষেরই মুক্তি হয় না কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

অন্যসৃষ্ট্যুপরাগেঽপি ন বিরজ্যতে প্রবুদ্ধরজ্জুতত্ত্বস্যেবোরগঃ। ৬৬

বঙ্গানুবাদ :—প্রকৃতি প্রবুদ্ধ-পুরুষের প্রতি সৃষ্টি-প্রদর্শনে

বিরক্তা বটে, কিন্তু অজ্ঞ পুরুষকে সৃষ্টি-প্রদর্শনে বিরক্তা নহেন। যদ্রূপ ভ্রান্তদৃষ্ট রজ্জুসর্প রজ্জুতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিকে ভয় প্রদর্শন করে না, তদ্রূপ প্রকৃতিও স্বতত্ত্বজ্ঞ পুরুষকে সৃষ্টি দেখান না। ৬৬

আভাস:—সহকারি-কারণের অভাব বশতঃই যে, প্রকৃতি বিবেক-জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষের প্রতি প্রবৃত্তা হন না, তাহাই দেখাইতেছেন :—

কর্ম্মনিমিত্তযোগাচ্চ। ৬৭

বঙ্গানুবাদ:—সৃষ্টির কারণীভূত কর্ম্মের সহিত অজ্ঞ পুরুষের সম্বন্ধ থাকায় তিনি অজ্ঞ পুরুষের প্রার্থ্যমান পদার্থ সৃজন করেন। প্রকৃতি যে পুরুষের উপকার করেন, তৎপ্রতি হেতু অবিবেক। ৬৭

আভাস:—সকল পুরুষই স্বভাবতঃ প্রার্থনা-রহিত ও উদাসীন। তাহা হইলে প্রকৃতি কোন্ পুরুষের প্রতি প্রবৃত্তা হন, এবং কোন্ পুরুষের প্রতি প্রবৃত্তা হন না, তদ্বিষয়ে নিয়ামক কি? এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় অবিবেকই যে তদ্বিষয়ে নিয়ামক, তাহাই দেখাইতেছেন :—

নৈরপেক্ষ্যেঽপি প্রকৃত্যুপকারেঽবিবেকো নিমিত্তম্। ৬৮

বঙ্গানুবাদ:—পুরুষ নিরপেক্ষ অর্থাৎ তিনি স্বভাবতঃ অপ্রার্থী বা উদাসীন। তাহা হইলেও তিনি প্রকৃতির "এই পুরুষ মদীয় স্বামী" এই জ্ঞানে বিমোহিত ও তৎসহ একীভূত হন। প্রকৃতির উপকার ও সৃষ্টিপ্রদর্শন তন্মূলক অর্থাৎ এইরূপ অবিদ্যামূলক। ৬৮

আভাস:—প্রবৃত্তি-স্বভাবত্ব-হেতুক বিবেকের পর কেমন করিয়া প্রকৃতির নিবৃত্তি হইতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

নর্ত্তকীবৎ প্রবৃত্তস্যাপি নিবৃত্তিশ্চারিতার্থ্যাৎ। ৬৯

বঙ্গানুবাদ:—নৃত্যাবসানে যেরূপ সভ্যদিগকে নৃত্য দেখাইবার

জন্য প্রবৃত্তা নর্ত্তকী নিরস্তা হইয়া থাকে, তদ্রূপ পুরুষের ভোগাপবর্গার্থে প্রবৃত্তা প্রকৃতিও অপবর্গের পর নিরস্ত হন।। ৬৯

আভাস :—নিবৃত্তি-বিষয়ে হেত্বন্তর দেখাইতেছেন :—

দোষবোধেঽপি নোপসর্পণং প্রধানস্য কুলবধূবৎ। ৭০

বঙ্গানুবাদ:—আপনাতে যে পরিণামিত্ব ও দুঃখিত্ব ইত্যাদি দোষ আছে, তৎসমস্ত দোষ পুরুষ কর্ত্তৃক একবার দৃষ্ট হইলে তিনি আর সে পুরুষে উপসর্পণ করেন না, অর্থাৎ কুলবধূর ন্যায় লজ্জায় আর তাহার নিকটবর্ত্তিনী হন না। ৭০

আভাস:—যদি পুরুষের জন্যই প্রধানের প্রবৃত্তি হয়, তাহা হইলে এইরূপ বন্ধ ও মুক্তির দ্বারা পুরুষেরও পরিণামাপত্তি হইতে পারে। তদুত্তরে বলিতেছেন :—

নৈকান্ততো বন্ধমোক্ষৌ পুরুষস্যাবিবেকাদৃতে। ৭১

বঙ্গানুবাদ :—পুরুষের দুঃখযোগাত্মক বন্ধন ও দুঃখবিরহরূপ মোক্ষ ঐকান্তিক নহে। উহা অবিবেকনিমিত্তক। ৭১

আভাস:—প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতিরই যে বন্ধন ও মুক্তি, তাহাই দৃষ্টান্ত-প্রদর্শন-পূর্ব্বক দেখাইতেছেন :—

প্রকৃতেরাঞ্জস্যাৎ সসঙ্গত্বাৎ পশুবৎ। ৭২

বঙ্গানুবাদ :—যেরূপ রজ্জুবদ্ধ হয় বলিয়া পশুরই বন্ধন ও পশুরই তদ্বিমোচন, তদ্রূপ সসঙ্গ (সুখদুঃখাদিলিপ্ত) বলিয়া প্রকৃতিরই তাত্ত্বিক বিমোক্ষ। ৭২

আভাস :—প্রকৃতি কিসের দ্বারা আপনার বন্ধন ও মুক্তি সম্পাদন করেন, তাহাই বলিতেছেন :—

রূপৈঃ সপ্তভিরাত্মানং বধ্নাতি প্রধানং কোশকারবৎ
বিমোচয়ত্যেকেন রূপেণ। ৭৩

বঙ্গানুবাদ:—প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতি কোশকার কীটের (গুটী-পোকার) ন্যায় আপনিই আপনাকে ৭টি রূপে অর্থাৎ ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, বৈরাগ্য, অবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অনৈশ্বর্য্য ও অজ্ঞান এই সাতরূপে বন্ধন ও "বিবেকজ্ঞান" এই একরূপে মোচন করেন। ৭৩

আভাস:—অবিবেক বশতঃ বন্ধন ও মুক্তি, এ কথা যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, তাহাতে দৃষ্টহানিরূপ দোষাপত্তি হইতে পারে। তদুত্তরে বলিতেছেন:—

নিমিত্তত্বমবিবেকস্য ন দৃষ্টহানিঃ। ৭৪

বঙ্গানুবাদ:—বন্ধন ও বন্ধনমোচন এই উভয়ের নিমিত্ত-কারণ বিবেক ও অবিবেক। অবিবেকে বন্ধন, এ কথা বলা দৃষ্টবিরুদ্ধ নহে। ৭৪

তাৎপর্য্যার্থ:—অবিবেকনিমিত্ত প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ। সেই সংযোগবশতঃ জায়মান প্রকৃত দুঃখের পুরুষে যে প্রতিবিম্ব, তাহার নাম দুঃখভোগ অর্থাৎ দুঃখসম্বন্ধ, এবং তাহার নিবৃত্তিই মোক্ষনামক পুরুষার্থ। ইহা প্রথম অধ্যায়ে বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে। ৭৪

আভাস:—বিবেকলাভের উপায় কি? তদুত্তরে বলিতেছেন:—

তত্ত্বাভ্যাসান্নেতি নেতীতি ত্যাগাদ্ বিবেকসিদ্ধিঃ। ৭৫

বঙ্গানুবাদ:—বহুদিন ব্যাপিয়া অবিচ্ছেদে ও বিশ্বাস সহকারে

প্রকৃতি পর্য্যন্ত জড় পদার্থে 'অহং মম' অভিমান ত্যাগ করাকে তত্ত্বাভ্যাস কহে। তত্ত্বাভ্যাস দ্বারা বিবেক অর্থাৎ পরবৈরাগ্য সিদ্ধ বা পূর্ণ হয়। ৭৫

আভাস :—যদি তত্ত্বাভ্যাসের দ্বারা বিবেকলাভ হয়, তাহা হইলে তত্ত্ব উপদেশের পর সকল শিষ্যের এককালীন বিবেকলাভ হয় না কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

অধিকারিপ্রভেদান্ন নিয়মঃ। ৭৬

বঙ্গানুবাদ :—অধিকারী বহুবিধ ;—উত্তম, মধ্যম, অধম। সুতরাং বৈরাগ্যপ্রাপ্তির কালনিয়ম নাই। উত্তমাধিকারীর হয় ত আশু বৈরাগ্য হয় অর্থাৎ এ জন্মেই হয়, অধম অধিকারীর হয় ত জন্মান্তরে হয়। ৭৬

আভাস :—যদি বিবেক উৎপন্ন হইলেই মুক্তি হয়, তবে বিবেকী পুরুষের কেন ভোগ দেখা যায়? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

বাধিতানুবৃত্ত্যা মধ্যবিবেকতোঽপ্যুপভোগঃ। ৭৭

বঙ্গানুবাদ :—যে সকল ব্যক্তি একবার সম্প্রজ্ঞাত যোগে আত্মসাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগকে মধ্যবিবেকী কহে। মধ্যবিবেক উপস্থিত হইলে প্রাকৃতিক দুঃখাদির সম্বন্ধ-দগ্ধ হইয়া অর্থাৎ নিঃশক্তি হইয়া যায়। কিন্তু প্রারব্ধ কর্ম্মের প্রভাবে তাহার (দেহ থাকায়) অল্পদিন সেই সেই দুঃখাদি অনুবর্ত্তিত থাকে। ৭৭

আভাস :—মধ্যবিবেকীর স্বরূপ বলিতেছেন :—

জীবন্মুক্তশ্চ। ৭৮

বঙ্গানুবাদ :—মধ্যবিবেকাবস্থ পুরুষকে জীবন্মুক্ত কহে। ৭৮

আভাস :—জীবিত অথচ মুক্ত, এরূপ হইতে পারে না। তদুত্তরে জীবন্মুক্ত পুরুষের প্রমাণ দেখাইতেছেন :—

উপদেশ্যোপদেষ্টৃত্বাত্তৎসিদ্ধিঃ। ৭৯

বঙ্গানুবাদ :—শাস্ত্রে যে গুরুশিষ্য-সংবাদ শুনা যায়, তাহাই জীবন্মুক্ত অবস্থা থাকার প্রমাণ। জীবন্মুক্তেরাই গুরু ও উপদেষ্টা। ৭৯

আভাস :—এ বিষয়ে বেদ হইতে প্রমাণ দিতেছেন :—

শ্রুতিশ্চ। ৮০

বঙ্গানুবাদ :—শ্রুতিতে বলিয়াছেন যে, বিবেকজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ জীবিত থাকিয়াও সুখ ও দুঃখের অতীত হন। ৮০

আভাস :—এইরূপ জীবন্মুক্ত পুরুষের অস্তিত্ব ও তাঁহার উপদেষ্টৃত্ব স্বীকার না করিলে দোষ কি? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

ইতরথান্ধপরম্পরা। ৮১

বঙ্গানুবাদ :—জীবন্মুক্ত ব্যক্তি না থাকিলে উপদেশপ্রবাহ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। অবিবেকী ও অল্পবিবেকী উপদেষ্টা, এরূপ বলিলে অন্ধপরম্পরা-ন্যায়ের অনুমোদন করা হয়। উত্তমরূপে আত্মতত্ত্ব জ্ঞাত না হইয়া যদি উপদেশ করা হয়, তাহা হইলে কদাচিৎ ভ্রম হইতে পারে। যদি তত্ত্ব-বিষয়ে ভ্রম জন্মে, তাহা হইলে তদীয় শিষ্যও ভ্রমে পতিত হয়। সুতরাং তদীয় শিষ্যও ভ্রান্ত হইবে। এক অন্ধ অন্য অন্ধকে পথ-প্রদর্শন করিতে গেলে যাহা ঘটে, তাহাই ঘটিবে। ৮১

আভাস :—জ্ঞানের দ্বারা কর্ম্মক্ষয় হইয়া গেলে, কেমন করিয়া শরীর থাকিতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

চক্রভ্রমিবৎ ধৃতশরীরঃ। ৮২

বঙ্গানুবাদ :—জ্ঞানাগ্নির দ্বারা কর্ম্মসমূহ দগ্ধ হইলেও তিনি অল্পদিনের জন্য চক্রভ্রমণের দৃষ্টান্তে দেহ ধারণ করেন। ৮২

তাৎপর্য্যার্থ :—যেমন কুম্ভকার দণ্ডের দ্বারা কিছুকাল চাকাটি ঘুরাইয়া, পরে ঐ চাকা ঘুরাইবার কারণ দণ্ডটিকে পরিত্যাগ করিলেও, ঐ কুম্ভকারের চক্র যেমন বেগবশতঃ কিছুক্ষণ আপনা আপনি ঘুরে, সেইরূপ শরীরধারণের কারণীভূত কর্ম্মসমূহ জ্ঞানের দ্বারা নষ্ট হইয়া গেলেও কর্ম্মের সংস্কারবশতঃ কিছুদিন দেহাদি থাকে। সেই অবস্থার নাম জীবন্মুক্ত অবস্থা। ৮২

আভাস :—জ্ঞানের হেতুভূত সম্প্রজ্ঞাত যোগের দ্বারা ভোগাদি-বাসনা ক্ষয় হইলেও, কেমন করিয়া শরীরধারণ হইতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

সংস্কারলেশতস্তৎসিদ্ধিঃ। ৮৩

বঙ্গানুবাদ :—দেহপরিগ্রহের হেতু বিষয়সংস্কার। উহা তাঁহার অল্পাবশেষিত থাকে। সেই হেতু তাঁহার দেহ বিঘটিত হয় না। ৮৩

তাৎপর্য্যার্থ :—যেমন বহুক্ষণ কাপড়ে বাঁধা চাঁপাফুল ফেলিয়া দিলেও বহুক্ষণ তাহার গন্ধ কাপড়ে থাকে, তদ্রূপ ভোগবাসনা ক্ষয় হইলেও, তাহার সংস্কার কিছুদিন থাকে। সেই জন্য শরীরধারণ করিতে পারে। ৮৩

আভাস :—তাহা হইলে কখন্ পরমমুক্তিলাভ হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

বিবেকান্নিঃশেষদুঃখনিবৃত্তৌ কৃতকৃত্যতা নেতরন্নেতরৎ। ৮৪

বঙ্গানুবাদ:—জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত হইলেই যে কৃতার্থ হওয়া যায়, তাহা নহে। বিবেকসাক্ষাৎকার হইলে যৎকালে পরবৈরাগ্যের দ্বারা সর্ব্ববৃত্তিনিরোধরূপ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির পরিপাকে বাধিত অবাধিত অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম নিখিল দুঃখ নিবৃত্ত হয়, তৎকালেই প্রকৃত কৃতকৃত্যতা জন্মে। বস্তুতঃ বিদেহকৈবল্যই পরম মোক্ষ। অবশিষ্ট মোক্ষ নহে; পরন্তু স্বর্গ-বিশেষ॥ ৮৪

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

চতুর্থ অধ্যায়

আভাস :—বিবেকজ্ঞানের সাধন শাস্ত্রসিদ্ধ আখ্যায়িকা-(গল্প) সমূহের দ্বারা শিষ্যদিগকে বুঝাইবার জন্য চতুর্থ অধ্যায় আরম্ভ করিতেছেন :—

রাজপুত্রবত্তত্ত্বোপদেশাৎ। ১

বঙ্গানুবাদ :—তত্ত্ববিষয়ক উপদেশ-শ্রবণে রাজকুমারের দৃষ্টান্তে বিবেকজ্ঞান জন্মিতে পারে। অর্থাৎ এক রাজকুমার শৈশবে ব্যাধ কর্তৃক অপহৃত হইয়াছিল। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও সে আপনাকে ব্যাধ ভাবিত ও ব্যাধবৃত্তি করিত। কুমারের এক পিতৃ-অমাত্য, সে জীবিত আছে, এইরূপ জ্ঞাত ও তদ্‌বৃত্তান্ত শ্রুত হইয়া তাহাকে রাজ্যে আনয়ন করিল। পরে "তুমি ব্যাধ নহ, কিন্তু রাজকুমার" প্রভৃতি উপদেশ দ্বারা তাহার বিবেকজ্ঞান উৎপাদন করিয়াছিল। অর্থাৎ ব্যাধভ্রান্তি বিদূরিত হইয়া আমি রাজকুমার, এইরূপ যথার্থ স্বরূপের জ্ঞান জন্মিয়াছিল। ১

আভাস :—স্ত্রী-শূদ্রাদিও অন্যের নিকট কথিত উপদেশ শ্রবণে কৃতার্থ হইতে পারে, তাহাই অন্য আখ্যায়িকার দ্বারা বলিতেছেন :—

পিশাচবদন্যার্থোপদেশেঽপি। ২

বঙ্গানুবাদ :—একের প্রতি যে উপদেশ করা হয়, তাহাতেও অপরের বিবেক জন্মিতে পারে। ইহার দৃষ্টান্ত,—কৃষ্ণ অর্জ্জুনের প্রতি উপদেশ করিয়াছিলেন। তৎশ্রবণে নিকটস্থ এক পিশাচের বিবেক জন্মিয়াছিল। অতএব এইরূপ অন্যেরও হইতে পারে। ২

আভাস :—যদি একবার শ্রবণে তত্ত্বজ্ঞান না হয়, তাহা হইলে কি কর্ত্তব্য, তাহাই বলিতেছেন :—

আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ। ৩

বঙ্গানুবাদ :—যদি একবার শ্রবণে বিবেকজ্ঞান না জন্মে, তবে তাহা পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিবে। কারণ, ছান্দোগ্য উপনিষদে কথিত আছে যে, আরুণির নিকট হইতে শ্বেতকেতু ৭ বার শ্রবণের পর বিবেক-জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। ৩

আভাস :—নিজের নশ্বরত্ব চিন্তা করিলে যে বৈরাগ্যলাভ হইতে পারে, তাহারই দৃষ্টান্ত দিতেছেন :—

পিতাপুত্রবদুভয়োর্দৃষ্টত্বাৎ। ৪

বঙ্গানুবাদ :—পিতার মরণ ও পুত্রের জন্ম, ইহা দেখিয়া আপনার উৎপত্তি ও মরণ নিশ্চয় করিবে। কারণ, তাহার দ্বারা বৈরাগ্য জন্মিতে পারে। ৪

আভাস :—অনন্তর জ্ঞানবান্ ও বিরক্ত পুরুষের জ্ঞান-নিষ্পত্তির অঙ্গসকল আখ্যায়িকা দ্বারা দেখাইতেছেন :—

শ্যেনবৎ সুখদুঃখী ত্যাগবিয়োগাভ্যাম্। ৫

বঙ্গানুবাদ :—মনুষ্যেরা শ্যেন পক্ষীর ন্যায় ত্যাগের দ্বারা সুখী ও বিয়োগের দ্বারা দুঃখী হইতেছে। শ্যেন এক খণ্ড মাংস গ্রহণ করিয়াছিল। তাহা কাড়িয়া লইবার জন্য অন্য পক্ষীরা তাহাকে তাড়া করিতে থাকে ও মারিবার প্রয়াস পায়। পরে সে তাহা ত্যাগ করিয়া গতোদ্বেগ ও সুখী হইয়াছিল ; কিন্তু মাংসখণ্ডের বিয়োগে বড়ই দুঃখিত হইয়াছিল। সুতরাং বিষয়-পরিগ্রহ কর্ত্তব্য নহে। কারণ, তাহা ত্যাগে সুখী হইলেও তাহার বিরহে দুঃখও পাইতে হয়। ৫

আভাস :—ত্যাগ-সম্বন্ধে অন্য দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন :—

অহিনির্ল্ব য়িনীবৎ। ৬

বঙ্গানুবাদ :—ভুজঙ্গেরা যেরূপ হেয় জ্ঞানে দেহস্থ জীর্ণত্বক্ অনায়াসে ত্যাগ করে, তদ্রূপ মুমুক্ষুরাও চিরোপভুক্তা, সুতরাং জীর্ণা প্রকৃতিকে হেয় বোধে ত্যাগ করিয়া থাকেন। ৬

আভাস :—পরিত্যক্ত বিষয় যে পুনরায় গ্রহণীয় নহে, তাহাই দৃষ্টান্তের দ্বারা দেখাইতেছেন :—

ছিন্নহস্তবদ্বা। ৭

বঙ্গানুবাদ :—যেরূপ কেহ কদাচ ছিন্ন হস্ত গ্রহণ করে না, তাহাতে মমতাভিমান রাখে না, তদ্রূপ মুমুক্ষুরাও এ সকল পরিত্যাগ করিয়া মমতাহীন হন। ৭

আভাস :—জীবের প্রতি দয়াবশতঃ জীবের প্রতিপালন স্থূল-বুদ্ধিতে পরম ধর্ম্ম বলিয়া বোধ হইলেও তাহা বিবেকজ্ঞানের অনুকূল নহে। কারণ, অন্যত্র আবেশবশতঃ চিত্তচাঞ্চল্য ঘটায় ধ্যানধারণাদি বিবেক-জ্ঞান-সাধনে মনঃস্থির হয় না। সুতরাং তাহাও যে বিবেকজ্ঞানের অন্তরায়, তাহাই দৃষ্টান্তের দ্বারা দেখাইতেছেন :—

অসাধনানুচিন্তনং বন্ধায় ভরতবৎ। ৮

বঙ্গানুবাদ :—যাহা বিবেকজ্ঞানের প্রতিবন্ধক, ধর্ম্ম হইলেও তাহার অনুষ্ঠান করা নিষিদ্ধ। কারণ, অসাধনের অনুচিন্তন বন্ধনের কারণ। রাজর্ষি ভরত দীন ও অনাথ মৃগশিশু পালন করিয়া বদ্ধ হইয়াছিলেন। ৮

আভাস :—বহু সঙ্গ যে যোগপ্রতিবন্ধক, তাহাই দৃষ্টান্তের সহিত দেখাইতেছেন :—

বহুভির্যোগে বিরোধো রাগাদিভিঃ কুমারীশঙ্খবৎ। ৯

বঙ্গানুবাদ :—অনেকের সঙ্গে থাকিলে রাগাদির উদ্ভব হয়, সুতরাং কুমারীশঙ্খের দৃষ্টান্তে কলহ জন্মে। (অবিবাহিতা বয়স্থা কামিনী গৃহমধ্যে তণ্ডুল কণ্ডন (ধানভানা) করিতেছিল এবং অলিন্দে (দাওয়ায়) এক মান্য কুটুম্ব যুবক বসিয়া ছিল। হস্তের চালনে করস্থিত বহু শঙ্খ (শাঁখা) বাজিয়া উঠিলে কুমারী লজ্জিতা হইয়া একটি রাখিয়া অবশিষ্ট ভাঙ্গিয়া ফেলিল। তখন আর কলহ হইল না অতএব একক থাকা উচিত। বহুর সঙ্গ যোগপ্রতিবন্ধক)। ৯

আভাস :—এমন কি, দুই জনও একত্র অবস্থান যোগের অন্তরায়, তাহাই বলিতেছেন :—

দ্বাভ্যামপি তথৈব। ১০

বঙ্গানুবাদ :—উভয়ের সঙ্গও ত্যাজ্য। কারণ, তাহাতেও নানারূপ কথাবার্ত্তায় যোগের ব্যাঘাত ঘটে। ১০

আভাস :—আশাই দুঃখের কারণ ও আশা-ত্যাগই যে সুখের কারণ, তাহাই দেখাইতেছেন :—

নিরাশঃ সুখী পিঙ্গলাবৎ। ১১

বঙ্গানুবাদ :—আশা ত্যাগ করিলে সুখী হওয়া যায়। পিঙ্গলা তাহার দৃষ্টান্ত। (পিঙ্গলা নাম্নী এক বেশ্যা কান্তার আগমনের আশায় রাত্রিজাগরণাদি বহু ক্লেশ ভোগ করিয়াও তাহাকে পাইলেন না। অনন্তর

রাত্রিশেষে তদীয় আগমনের আশা ত্যাগ করিয়া সুখে নিদ্রিতা হইয়াছিলেন)। ১১

আভাস :—যোগের প্রতিবন্ধকত্ব হেতুক ভোগের নিমিত্ত দুঃখাত্মক গৃহারম্ভও কর্ত্তব্য নহে। তাহাই দৃষ্টান্তের দ্বারা দেখাইতেছেন :—

অনারম্ভেঽপি পরগৃহে সুখী সর্পবৎ। ১২

বঙ্গানুবাদ :—গৃহাদি নির্ম্মাণ না করিলেও ভুজঙ্গের ন্যায় সুখী থাকা যায়। মূষিক বহু কষ্টে গৃহ নির্ম্মাণ করে, কিন্তু সর্প তন্মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক সুখে অবস্থিতি করে। ১২

আভাস :—বিবিধপ্রকার গুরু-উপদেশ ও শাস্ত্রবাক্য কিরূপে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহাই বলিতেছেন :—

বহুশাস্ত্র-গুরূপাসনেঽপি সারাদানং ষট্‌পদবৎ। ১৩

বঙ্গানুবাদ :—নানাবিধ শাস্ত্রবাক্যের ও গুরু-উপদেশের অসার অংশ ত্যাগ করিয়া, যাহা সার, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। যেমন ষট্‌পদ ভ্রমর (নানা জাতীয় কুসুমের সার মধু) গ্রহণ করে। ১৩

তাৎপর্য্যার্থ :—সাধক সারগ্রাহী হইতে পারিলে তবে যোগে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। নতুবা নানা শাস্ত্রে নানারূপ মত দেখিয়া এবং বহু গুরুমুখে নানাপ্রকার উপদেশ শুনিয়া কিছুই স্থির করিতে না পারায়, যোগপথ হইতে পতিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। ১৩

আভাস :—কাহার সমাধি সিদ্ধ হয়, তাহাই বলিতেছেন :—

ইষুকারবন্নৈকচিত্তস্য সমাধিহানিঃ। ১৪

বঙ্গানুবাদ :—ইষুকারের ন্যায় একাগ্রমনা থাকিলে সমাধিভঙ্গ হয় না। ১৪

তাৎপর্য্যার্থ :—কোন এক শিল্পী বাণ নির্ম্মাণ করিবার সময় এরূপ একাগ্রচিত্ত হইয়াছিল যে, তাহার পার্শ্ববর্ত্তী পথ দিয়া এক রাজা খুব ধুমধামের সহিত চলিয়া গেলেন, তথাপি সে তাহা জানিতে পারিল না। ফলে সে তাহার তীরটির নির্ম্মাণ অতি সুন্দররূপে সম্পন্ন করিতেছিল। এইরূপ ইষুকারের (তীরনির্ম্মাতার) ন্যায় একাগ্রতা লাভ করিতে পারিলে তবে সমাধি সিদ্ধ হয়। ১৪

আভাস :—চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত কখনও শাস্ত্রীয় নিয়ম লঙ্ঘন করা কর্ত্তব্য নহে। তাহাই দৃষ্টান্তের সহিত বলিতেছেন :—

কৃতনিয়মলঙ্ঘনাদানর্থক্যং লোকবৎ। ১৫

বঙ্গানুবাদ :—শাস্ত্রীয় বিধি লঙ্ঘন করিলে সকলই বৃথা হয়, তত্ত্বজ্ঞান ও যোগ উভয়ের কিছুই হয় না। যেরূপ অপথ্যসেবী ঔষধে কোন ফল পায় না, তদ্রূপ শাস্ত্রীয়-বিধিপরিত্যাগীও যোগফল পায় না। ১৫

আভাস :—তত্ত্বজ্ঞান ভুলিয়া গেলে যে পুনরায় দুঃখ পাইতে হয়। তাহাই দৃষ্টান্তের সহিত দেখাইতেছেন :—

তদ্‌বিস্মরণেঽপি ভেকীবৎ। ১৬

বঙ্গানুবাদ :—নিয়ম বিস্মৃত হইলেও ভেকীর দৃষ্টান্তে অনর্থ ঘটে। (কোন নরপতি মৃগয়া-বিহারে গিয়া কাননে এক সুন্দরী যুবতী দর্শনে তাহাকে ভার্য্যাভাবে প্রার্থনা করিলে, সে "জল দেখাইলে আমি চলিয়া যাইব" এইরূপ নিয়ম স্থাপন করত তাঁহার পত্নী হইল। কিছু দিন পরে একদা সে ক্রীড়ায় পরিশ্রান্তা হইয়া নৃপতিকে 'জল কোথায়?' এইরূপ জিজ্ঞাসা করায় নরপতি নিয়ম বিস্মৃত হইয়া স্ফটিকময় সজল জলাধার দেখাইলে, কামরূপিণী যুবতী তৎক্ষণাৎ ভেকী হইয়া জলে অন্তর্হিতা হইল)

তাহাতে রাজা অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞান বিস্মৃত হইলেও বিবিধ দুঃখ পাইতে হয়। ১৬

আভাস:—গুরুবাক্য শ্রবণের পর মনন অর্থাৎ গুরুবাক্যের নিশ্চায়ক বিচার না করিলে কেবল শ্রবণের দ্বারা কৃতার্থতা লাভ করা যায় না, তাহাই দেখাইতেছেন:—

নোপদেশশ্রবণেঽপি কৃতকৃত্যতা পরামর্শাদৃতে বিরোচনবৎ। ১৭

বঙ্গানুবাদ:—কেবল শ্রবণে জ্ঞান জন্মে না। গুরুবাক্যের ও শাস্ত্রবাক্যের তাৎপর্য্যানুসন্ধানাত্মক বিচার ভিন্ন কৃতকৃত্য হওয়া যায় না। দৃষ্টান্ত—বিরোচন। ১৭

আভাস:—মননের দ্বারাই যে তত্ত্বসাক্ষাৎ হয়, তাহাই আবার দৃষ্টান্তের দ্বারা স্পষ্ট করিতেছেন:—

দৃষ্টস্তয়োরিন্দ্রস্য। ১৮

বঙ্গানুবাদ:—ইন্দ্র ও বিরোচন উভয়ে গুরুশুশ্রূষা ও তত্ত্ব-শ্রবণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ইন্দ্রেরই তত্ত্ববিচার উৎপন্ন হওয়ায় মোক্ষ হইয়াছিল; কিন্তু বিরোচন মনন না করায় প্রকৃত গুরুবাক্যের তাৎপর্য্য অবধারণে অসমর্থ হইয়া তত্ত্বজ্ঞান হইতে চ্যুত হইলেন। ১৮

আভাস:—জ্ঞানলাভেচ্ছু ব্যক্তির যে বহুকাল গুরুসেবাদি করা কর্ত্তব্য, তাহাই বলিতেছেন:—

প্রণতিব্রহ্মচর্য্যোপসর্পণানি কৃত্বা সিদ্ধির্বহুকালাত্তদ্বৎ। ১৯

বঙ্গানুবাদ:—বহুদিন ব্যাপিয়া গুরু-শুশ্রূষা, ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতিতে নিযুক্ত থাকিলে ইন্দ্রের ন্যায় অন্যেরও সিদ্ধি (তত্ত্বস্ফূর্ত্তি) লাভ হয়। ১৯

আভাস :—কাল ও দেশের নিয়মবশতঃ কি মুক্তি হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

ন কালনিয়মো বামদেববৎ। ২০

বঙ্গানুবাদ :—জ্ঞানোৎপত্তির কালনিয়ম নাই; ইহ-জন্মেও হইতে পারে, জন্মান্তরেও হইতে পারে। বামদেব ঋষি গর্ভবাস অবস্থায় তত্ত্বদর্শন লাভ করিয়াছিলেন। ২০

আভাস :—যখন সগুণ উপাসনার দ্বারা জ্ঞানলাভ করা যায়, তখন দুষ্কর ও সূক্ষ্ম যোগচর্য্যার আবশ্যক কি? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

অধ্যস্তরূপোপাসনাৎ পারম্পর্য্যেণ যজ্ঞোপাসকানামিব। ২১

বঙ্গানুবাদ :—যাঁহারা আরোপপ্রণালী অবলম্বনে ব্রহ্মাদি দেবতার আরাধনা করেন, তাঁহাদের তল্লোকপ্রাপ্তিপরম্পরায় মোক্ষ হয়। যেরূপ যাজ্ঞিকেরা যজ্ঞক্রিয়ার দ্বারা সত্ত্বশুদ্ধ্যাদি প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞানী হয়, তদ্রূপ হরিহরব্রহ্মাদি-চিন্তকেরাও তত্তৎলোকে উৎপন্ন হইয়া বিবেকসাক্ষাৎকার অন্তে মোক্ষ লাভ করেন। ২১

আভাস :—ব্রহ্মাদি লোকপ্রাপ্তি পরম্পরায় ও তত্ত্বজ্ঞানলাভান্তে নিশ্চয়ই মুক্তি হইবে, এরূপ কোন স্থিরতা নাই, তাহাই বলিতেছেন :—

ইতরালাভেঽপ্যাবৃত্তিঃ পঞ্চাগ্নিযোগতো জন্মশ্রুতেঃ। ২২

বঙ্গানুবাদ :—ইতরলাভ (ব্রহ্মলোকাদিপ্রাপ্তি) হইলেও আবৃত্তি (পুনর্ব্বার এতল্লোকে জন্ম) হয়। শ্রুতি কহেন, বৈরাগ্য না হইলে ব্রহ্মলোকবাসীরাও দিব, পর্জ্জন্য, ধরা, নর, যোষিৎ, এতদ্রূপ অগ্নিপঞ্চক-যোগে পুনরায় মনুষ্যত্ব লাভ করে। ২২

আভাস :—বিরক্ত পুরুষের স্বরূপ বলিতেছেন :—

বিরক্তস্য হেয়হানমুপাদেয়াদানং হংসক্ষীরবৎ। ২৩

বঙ্গানুবাদ :—হংস যেরূপ দুগ্ধমিশ্রিত জল হইতে দুগ্ধ গ্রহণ করে, জলভাগ ত্যাগ করে, সেইরূপ বিরক্ত পুরুষ প্রকৃত্যাদিমিশ্রিত আত্মার মধ্য হইতে সারস্বরূপ আত্মা গ্রহণ করেন ও অসার প্রকৃত্যাদি ত্যাগ করিয়া থাকেন। ২৩

আভাস :—বিবেকসিদ্ধ পুরুষের সঙ্গ-প্রভাবেও যে বিবেকলাভ হয়, তাহাই বলিতেছেন :—

লব্ধাতিশয়যোগাদ্বা তদ্বৎ। ২৪

বঙ্গানুবাদ :—যে ব্যক্তি জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার অনুগ্রহেও বিবেকলাভ হইবার সম্ভব। কারণ, দত্তাত্রেয় ঋষির সঙ্গ-মাত্রই অলর্কের বিবেক জন্মিয়াছিল। ২৪

আভাস :—মুমুক্ষু ব্যক্তির রাগী অর্থাৎ কামনাপূর্ণ পুরুষের সঙ্গ করা কর্ত্তব্য নহে। তাহাই বলিতেছেন :—

ন কামচারিত্বং রাগোপহতে শুকবৎ। ২৫

বঙ্গানুবাদ :—শুকপক্ষী যেমন বন্ধন-ভয়ে সাবধান থাকে, সেইরূপ বিরক্ত পুরুষ সাবধান থাকিবেন, রাগী পুরুষের সঙ্গ ত্যাগ করিবেন। ২৫

আভাস :—কামী পুরুষের সঙ্গ করিলে যে কি দোষ হয়, তাহাই বলিতেছেন :—

গুণযোগাদ্বা বন্ধঃ শুকবৎ। ২৬

বঙ্গানুবাদ :—যেরূপ শুকপক্ষী ব্যাধ কর্ত্তৃক প্রলুব্ধ হইয়া তাহার

জালে আবদ্ধ হয়, তদ্রূপ বিরক্ত পুরুষও কামী পুরুষের সংসর্গে তাহাদের আসক্ত্যাদি দোষে মুগ্ধ হইয়া বন্ধন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এ বিষয়ে সৌভরি ঋষির কথা স্মরণ করা যাইতে পারে। কারণ, মহাযোগী সৌভরি কামার্ত্ত মৎস্যযুগলের সঙ্গমদর্শনে স্বয়ং কামার্ত্ত হইয়া সমাধি হইতে ভ্রষ্ট হইলেন এবং যোগচর্য্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহারাজ মান্ধাতার পঞ্চাশৎ কন্যা বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়াছিলেন। ২৬

আভাস:—ভোগের দ্বারা কালে বৈরাগ্য হইবে; সুতরাং জ্ঞানের আবশ্যক কি? তদুত্তরে বলিতেছেন:—

ন ভোগাৎ রাগশান্তির্মুনিবৎ। ২৭

বঙ্গানুবাদ:—যেরূপ ভোগে সৌভরি ঋষির রাগ (আসক্তির) শান্তি হয় নাই, সেইরূপ অন্যেরও ভোগে রাগশান্তি হয় না। ২৭

তাৎপর্য্যার্থ:—মহাযোগী সৌভরি মান্ধাতার কন্যাগণকে বিবাহ করিয়া এবং রাজপ্রদত্ত প্রভূত ঐশ্বর্য্যাদি লাভ করিয়া ঘোর সংসারী হইলেন এবং যথেচ্ছরূপে কামিনীকাঞ্চন ভোগ করিতে লাগিলেন। আত্মজ্ঞানের ফল অব্যর্থ, তাই মধ্যে মধ্যে বিবেক আসিয়া হৃদয়ে আঘাত করিতে থাকে। অমনি ঋষির মনে হয়, হায়, আমি এ কি করিতেছি? কিন্তু তৎক্ষণাৎ ভোগবাসনায় মুগ্ধ হইয়া মনে করেন, যাহা হউক, কিছু দিন ভোগ করা যাউক। পরে যখন আপনা আপনি ভোগে বিতৃষ্ণা আসিবে, তখন গিয়া যোগ অবলম্বন করিব। কিন্তু এইরূপ বহু-দিন পর্য্যন্ত কামিনীকাঞ্চন ভোগ করিয়াও ভোগে বিরতি হওয়া দূরে থাকুক, আরও দিন দিন আসক্তি বাড়িতে লাগিল। অতএব ভোগের দ্বারা যে রাগের অর্থাৎ বাসনার শান্তি হয়, তাহা মিথ্যা কথা। একমাত্র বিবেক দ্বারাই বাসনা-নাশ হয়। ২৭

আভাস :—বিষয়িগণের কিরূপে বৈরাগ্যলাভ হইবে, তাহাই বলিতেছেন :—

দোষদর্শনাদুভয়োঃ। ২৮

বঙ্গানুবাদ :—উভয়ের অর্থাৎ প্রকৃতির ও তাহার কার্য্যাদির দোষ প্রত্যক্ষ হইলে রাগশান্তি হয়। ২৮

আভাস :—সর্ব্বদা কামনাদোষাভিভূত ব্যক্তির উপদেশগ্রহণে অধিকার নাই বা উপদেশ দিলেও কোন ফল হয় না ; তাহাই দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতেছেন :—

ন মলিনচেতস্যুপদেশবীজপ্ররোহোঽজবৎ। ২৯

বঙ্গানুবাদ :—উষর ক্ষেত্রে (মরুভূমিতে) যেরূপ অঙ্কুর জন্মে না, সেইরূপ মলিন মানসে উপদেশ-বীজ অঙ্কুরিত হয় না। পত্নীর শোকে মলিনচিত্ত মহারাজ অজকে বশিষ্ঠ ঋষি অনেক উপদেশ করিলেও তাহাতে কোন ফল হয় নাই। ২৯

আভাস :—কামনাপূর্ণ মলিন হৃদয়ে জ্ঞানের আভাসও লাভ হয় না ; তাহাই দৃষ্টান্তের দ্বারা বলিতেছেন :—

নাভাসমাত্রমপি মলিনদর্পণবৎ। ৩০

বঙ্গানুবাদ :—যেমন মলিন দর্পণে বস্তুপ্রতিবিম্ব পতিত হয় না, সেইরূপ মলিন চিত্তে আভাস অর্থাৎ আপাতজ্ঞানও হয় না। ৩০

আভাস :—যদিবা কথঞ্চিৎ জ্ঞান হয়, তাহা উপদেশের অনুরূপ হয় না ; তাহাই দৃষ্টান্তের দ্বারা দেখাইতেছেন :—

ন তজ্জস্যাপি তদ্রূপতা পঙ্কজবৎ। ৩১

বঙ্গানুবাদ :—উপদেশ হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয় সত্য, কিন্তু

তাদৃশ মলিন চিত্তে উপদেশের অনুরূপ জ্ঞান জন্মে না ;—যেরূপ বীজ উত্তম হইলেও পঙ্কদোষে পঙ্কজের অর্থাৎ পদ্মের উত্তমতা দূরীভূত হয়। ৩১

আভাস :—ব্রহ্মাদিলোকে গমন করত অণিমাদি ঐশ্বর্য্য লাভ করিলেই ত কৃতার্থতা লাভ করা যায়। সুতরাং মোক্ষের জন্য এত পরিশ্রমের আবশ্যকতা কি? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

ন ভূতিযোগে কৃতকৃত্যতা উপাস্যসিদ্ধিবদুপাস্যসিদ্ধিবৎ। ৩২

বঙ্গানুবাদ :—অণিমাদি ঐশ্বর্য্যলাভ হইলেই কৃতকৃত্য হওয়া যায় না। তাহা উপাস্যসিদ্ধির অনুরূপ। (উপাস্য অর্থাৎ হরি-হর-ব্রহ্মাদি। সিদ্ধি অর্থাৎ সাক্ষাৎকার। উপাসনার দ্বারা উপাস্যসাক্ষাৎকার হইলে যে ফলপ্রাপ্তি হয়, তাহা নশ্বর। ঐশ্বর্য্যযোগও ক্ষয়িষ্ণু। সুতরাং মুক্তি ভিন্ন অন্য কিছুতে কৃতকৃত্য হওয়া যায় না)। ৩২

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত

পঞ্চম অধ্যায়

আভাস :—এইরূপ চতুর্থাধ্যায়ে গল্পচ্ছলে সাধনপ্রণালী কীর্ত্তন করত পরমতখণ্ডনের জন্য পঞ্চমাধ্যায় আরম্ভ করিয়া, প্রথম অধ্যায়ের প্রথম সূত্রে অথশব্দের দ্বারা যে মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন, তাহা করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। কারণ, মঙ্গলাচরণ করিলেও গ্রন্থের অসমাপ্তি এবং মঙ্গলাচরণ না করিলেও গ্রন্থের সমাপ্তি দেখা যায়। সুতরাং নিরর্থক মঙ্গলাচরণ করিবার প্রয়োজন কি? বাদীর এইরূপ তর্ক খণ্ডন করিবার জন্য বলিতেছেন :—

মঙ্গলাচরণং শিষ্টাচারাৎ ফলদর্শনাৎ শ্রুতিতশ্চেতি। ১

বঙ্গানুবাদ :—শিষ্টাচার, ফলদর্শন ও শ্রুতি, এই তিনের দ্বারাই গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণ করা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হইয়াছে। ১

আভাস :—"ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" এই সূত্রের দ্বারা যে ঈশ্বরের অসিদ্ধি বলিয়াছেন, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, কর্ম্মফল-দাতৃত্ব-রূপেই ত ঈশ্বরের সিদ্ধি হইতেছে। বাদীর এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ নিরাস করিবার জন্য বলিতেছেন :—

নেশ্বরাধিষ্ঠিতে ফলনিষ্পত্তিঃ কর্ম্মণা তৎসিদ্ধেঃ। ২

বঙ্গানুবাদ :—কারণসমূহে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান থাকিলে তাহা সফল হয়, এ কথা যুক্তিবিরুদ্ধ। কারণ, কর্ম্ম নিজস্বভাবে ফল প্রসব করে। ২

আভাস :—ঈশ্বর ফলদাতা, এ কথাও বলিতে পার না। তাহা-রই কারণ দেখাইতেছেন :—

স্বোপকারাদধিষ্ঠানং লোকবৎ। ৩

বঙ্গানুবাদ :—ঈশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্ব কল্পনা করিতে গেলে তৎসঙ্গে অস্মদাদির ন্যায় ঈশ্বরের অধিষ্ঠানও স্বীকার করিতে হইবে। (যেরূপ লৌকিক প্রভু স্বীয় উপকারার্থ কার্য্য করেন, সেইরূপ জগৎকর্ত্তাও স্বীয় উপকারার্থ জগৎ সৃজন করেন, এইরূপ বলিতে হইবে)। ৩

আভাস :—ঈশ্বরের উপকার স্বীকার করিলে ক্ষতি কি? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

লৌকিকেশ্বরবদিতরথা। ৪

বঙ্গানুবাদ :—ঈশ্বরের উপকার, যদি ইহা স্বীকার কর, তবে তিনিও লৌকিক ঈশ্বরের সহিত সমান হইয়া পড়েন অর্থাৎ তিনিও নরপতি প্রভৃতির ন্যায় স্বার্থপর, সংসারী ও সুখদুঃখভাগী। ৪

আভাস :—যদি ঐরূপই বলা যায়, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

পারিভাষিকো বা। ৫

বঙ্গানুবাদ :—সংসার বিদ্যমানেও যদি ঈশ্বর-সংজ্ঞা দাও, তাহা হইলে তিনি নামে ঈশ্বর। যিনি সৃষ্টির অগ্রে উৎপন্ন, তাঁহার অন্য নাম ঈশ্বর। ৫

আভাস :—ঈশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্ববিষয়ে দোষ দেখাইতেছেন :—

ন রাগাদৃতে তৎসিদ্ধিঃ প্রতিনিয়তকারণত্বাৎ।•৬

বঙ্গানুবাদ :—রাগ (উৎকট ইচ্ছা) ভিন্ন অধিষ্ঠাতৃত্ব (স্রষ্টৃত্ব) অসিদ্ধ। কারণ, রাগই প্রবৃত্তির প্রধান হেতু। ৬

আভাস :—ঈশ্বরেও ঐরূপ রাগ স্বীকার করিলে ক্ষতি কি? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

তদ্‌যোগেঽপি ন নিত্যমুক্তঃ। ৭

বঙ্গানুবাদ :—যদি রাগ থাকা স্বীকার করা হয়, তবে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, তিনি নিত্যমুক্ত নহেন। ৭

আভাস :—যদি প্রধানের শক্তিযোগ বশতঃ ঈশ্বরের কর্তৃত্ব স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ক্ষতি কি? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

প্রধানশক্তিযোগাচ্চেৎ সঙ্গাপত্তিঃ। ৮

বঙ্গানুবাদ :—প্রকৃতির শক্তি ইচ্ছাদি, তৎসম্বন্ধাধীন পুরুষের ঈশ্বরত্ব, যদি এরূপ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ঈশ্বরের অসঙ্গস্বভাবতা ভঙ্গ হইবে। ৮

আভাস :—প্রধানের সঙ্গে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব না বলিয়া, যদি প্রধানের সত্তামাত্রে কর্তৃত্ব বলা যায়, তাহা হইলে দোষ কি? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

সত্তামাত্রাচ্চেৎ সর্বৈশ্বর্য্যম্। ৯

বঙ্গানুবাদ :—প্রকৃতির সন্নিধান বশতঃ পুরুষের ঈশ্বরত্ব, যদি এরূপ বলা যায়, তবে সকল আত্মা ঈশ্বর না হয় কেন ? এইরূপ আপত্তি উপস্থিত হয়। ৯

আভাস :—ঈশ্বরের সাধক প্রমাণ-সমূহের বিরোধহেতুক, এই-রূপ তর্ক অসৎ। কারণ, ঐরূপ অসৎতর্কের দ্বারা প্রকৃতিকেও বাধিত করা যাইতে পারে। তদুত্তরে বলিতেছেন :—

প্রমাণাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ। ১০

বঙ্গানুবাদ :—প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকায় নিত্যেশ্বর সিদ্ধ নহে। ১০

আভাস :—প্রত্যক্ষ প্রমাণে না হউক, অনুমান-প্রমাণে ঈশ্বরের সিদ্ধি হইতে পারে। তদুত্তরে বলিতেছেন :—

সম্বন্ধাভাবান্নানুমানম্। ১১

বঙ্গানুবাদ :—সম্বন্ধের (ব্যাপ্তির) অভাব থাকায় ঈশ্বরবিষয়ে অনুমান-প্রমাণ প্রসর প্রাপ্ত হয় না। ১১

আভাস :—অনুমান-প্রমাণে সিদ্ধ না হউক, শব্দ-প্রমাণে সিদ্ধি হউক? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

শ্রুতিরপি প্রধানকার্য্যত্বস্য। ১২

বঙ্গানুবাদ :—শ্রুতিপ্রমাণে প্রকৃতিকার্য্যতাই (প্রকৃতির কর্তৃত্বই) প্রমাণিত হয়। ১২

আভাস :—কেহ কেহ বলেন, অবিদ্যাযোগ হেতুক আত্মার কর্তৃত্ব, তদ্বিষয়ে বলিতেছেন :—

নাবিদ্যাশক্তিযোগো নিঃসঙ্গস্য। ১৩

বঙ্গানুবাদ :—যাঁহারা কহেন, চেতনে জ্ঞাননাশ্য অনাদি অবিদ্যা নামে একরূপ শক্তি থাকে, তাহাতেই চেতনের বন্ধন (সংসার) এবং

তাহারই অভাবে মোক্ষ,' তাঁহাদের প্রতি কপিল কহিতেছেন, অসঙ্গস্বভাব পুরুষে সাক্ষাৎসম্বন্ধে অবিদ্যাশক্তির সম্বন্ধ অসম্ভব। ১৩

আভাস :—অবিদ্যা বশতঃই অবিদ্যাযোগ বলিব; অতএব অবিদ্যাযোগ পারমার্থিক নহে। সুতরাং পুরুষের অসঙ্গত্বের হানি হইবার সম্ভাবনা কোথায়? তদর্থে বলিতেছেন :—

তদ্‌যোগে তৎসিদ্ধাবন্যোন্যাশ্রয়ত্বম্। ১৪

বঙ্গানুবাদ :—ঐ মত অন্যোন্যাশ্রয়ত্বরূপ দোষে দুষ্ট। ১৪

আভাস :—বীজাঙ্কুরের ন্যায় অন্যোন্যাশ্রয়ত্ব দোষাবহ নহে, এই-রূপ তর্ক আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন :—

ন বীজাঙ্কুরবৎ সাদিসংসারশ্রুতেঃ। ১৫

বঙ্গানুবাদ :—বীজাঙ্কুরের দৃষ্টান্তে অনাদিপ্রবাহ স্থলে অনবস্থা-দোষ গ্রাহ্য নহে সত্য, কিন্তু সংসার অনাদি নহে; উহা সাদি। শ্রুতি এই সংসারের আদি (উৎপত্তি) কহিয়াছেন। ১৫

আভাস :—অবিদ্যার স্বরূপ বলিতেছেন :—

বিদ্যাতোঽন্যত্বে ব্রহ্মবাদপ্রসঙ্গঃ। ১৬

বঙ্গানুবাদ :—অবিদ্যা কি? যদি বিদ্যা ভিন্ন অবিদ্যা, এরূপ বলা হয়, তবে ব্রহ্মও বিদ্যা ভিন্ন বলিয়া অবিদ্যা, ও সুতরাং জ্ঞাননাশ্য হইবেন। বিদ্যায় বা তত্ত্বজ্ঞানে ব্রহ্মেরও নাশ স্বীকার করিতে হয়। ১৬

আভাস :—অপর যুক্তি দ্বারাও দোষ দেখাইতেছেন :—

অবাধে নৈষ্ফল্যম্। ১৭

বঙ্গানুবাদ :—বিদ্যা যদি অবিদ্যারূপের বিনাশ না করে, তবে তন্মতে বিদ্যা উৎপাদনের চেষ্টা নিষ্ফল। ১৭

আভাস :—অপর পক্ষেও দোষ দেখাইতেছেন :—

বিদ্যাবাধ্যত্বে জগতোঽপ্যেবম্ । ১৮

বঙ্গানুবাদ :—বিদ্যা চেতনের সম্বন্ধে যাহা বিনাশ করে, তাহাই অবিদ্যা, এরূপ যদি বলা যায়, তাহা হইলে জগৎকেও অবিদ্যা বলিতে হয়। অতএব এক পুরুষের জ্ঞানকালে অন্য পুরুষের জগদ্দর্শন অসম্ভব হয়। ১৮

আভাস :—জগতের অবিদ্যারূপত্ব স্বীকার করিলে ক্ষতি কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

তদ্রূপত্বে সাদিত্বম্ । ১৯

বঙ্গানুবাদ :—জগতের ও অবিদ্যার ঐরূপ লক্ষণ হইলেও তাহা সাদি। ১৯

আভাস :—"কর্ম্মনিমিত্ত প্রধানের প্রবৃত্তি" ইহাতে যদি বাদী বলেন যে, কর্ম্ম জগতের কারণ নহে, স্বভাব হইতেই জগৎ উৎপন্ন হয় ; সেই তর্ক খণ্ডন করিয়া বলিতেছেন :—

ন ধর্ম্মাপলাপঃ প্রকৃতিকার্য্যবৈচিত্র্যাৎ। ২০

বঙ্গানুবাদ :—অপ্রত্যক্ষ বলিয়া ধর্ম্মের অপলাপ করিতে পার না, অর্থাৎ ধর্ম্ম নাই, এ কথা বলিতে পার না। কারণ, তাহা হইলে প্রকৃতির সৃষ্টিবৈচিত্র্য উৎপন্ন হয় না। সুতরাং অপ্রত্যক্ষ বস্তুও অনুমানে সিদ্ধ হইয়া থাকে। ২০

আভাস :—ধর্ম্মের সিদ্ধিবিষয়ে প্রমাণান্তর বলিতেছেন :—

শ্রুতিলিঙ্গাদিভিস্তৎসিদ্ধিঃ। ২১

বঙ্গানুবাদ :—শ্রুতি, লিঙ্গ (অনুমাপক চিহ্ন) ও প্রত্যক্ষ, এই তিনের দ্বারা ধর্ম্মের অস্তিত্ব নিরূপিত হয়। ২১

আভাস :—প্রত্যক্ষ অভাবেও যে বস্তুর সিদ্ধি হয়, তদ্বিষয়ে কারণ দেখাইতেছেন :—

ন নিয়মঃ প্রমাণান্তরাবকাশাৎ। ২২

বঙ্গানুবাদ :—প্রত্যক্ষ হয় না, এই হেতু তাহা নাই, ইহা নিয়মবহির্ভূত। কারণ, অপ্রত্যক্ষ বস্তুও অন্যান্য প্রমাণে নিরূপিত হয়। ২২

আভাস :—ধর্ম্মের ন্যায় অধর্ম্মেরও সাধন করিতেছেন :—

উভয়ত্রাপ্যেবম্। ২৩

বঙ্গানুবাদ :—ধর্ম্মের ন্যায় অধর্ম্মও এইরূপ প্রমাণ-সমূহের দ্বারা প্রমাণীভূত হইয়া থাকে। ২৩

আভাস :—ধর্ম্ম অর্থাপত্তি প্রমাণের গম্য, এইরূপ মত খণ্ডন করিতেছেন :—

অর্থাৎ সিদ্ধিশ্চেৎ সমানমুভয়োঃ। ২৪

বঙ্গানুবাদ :—যদি বল যে, ধর্ম্ম "যাগ করিবে" "দান করিবে" প্রভৃতি বিধির সার্থক্যসম্পাদক অর্থাপত্তি প্রমাণের গম্য ; ফলতঃ তাহা নহে। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম দুই-ই অনুমেয়। ২৪

আভাস :—যদি ধর্ম্মাদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে পুরুষ ধর্ম্মাদিযুক্ত হেতুক পরিণামী। এই তর্ক খণ্ডন করিতেছেন :—

অন্তঃকরণধর্ম্মত্বং ধর্ম্মাদীনাম্। ২৫

বঙ্গানুবাদ :—ধর্ম্মাধর্ম্ম ইত্যাদি অন্তঃকরণের ধর্ম্ম। তদ্দ্বারা পুরুষের অবিকারিত্বস্বভাবের হানি হয় না। ২৫

তাৎপর্য্যার্থ :—ধর্ম্ম-অধর্ম্মও বৈশেষিক-প্রোক্ত আত্মার

গুণবিশেষ, সমস্তই অন্তঃকরণের ধর্ম্ম, সুতরাং সাংখ্যমতে আত্মা অবিকারী, নির্গুণ ও কেবল। তবে এখানে সন্দেহ হইতে পারে যে, যদি ধর্ম্মাধর্ম্ম অন্তঃকরণের ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে প্রলয়কালে অন্তঃকরণের নাশ হইলে, তাহা কোথায় থাকে? কিন্তু এরূপ সন্দেহের অবকাশ নাই। কারণ, আকাশের ন্যায় অন্তঃকরণেরও অত্যন্ত-বিনাশ নাই। যেহেতু, অন্তঃকরণ কার্য্য ও কারণ উভয়রূপ। কার্য্যরূপের বিনাশ হইলেও প্রকৃতির অংশবিশেষ কারণরূপ অন্তঃকরণ অবিনাশী। অতএব ধর্ম্মাধর্ম্ম তাহাতেই অবস্থান করে। সুতরাং আত্মা অবিকারী। ২৫

আভাস:—অন্যধর্ম্মের অন্যত্র কার্য্য দেখান অপেক্ষা ধর্ম্মাদির অস্তিত্ব স্বীকার না করিলেই বা ক্ষতি কি? তদুত্তরে বলিতেছেন:—

গুণাদীনাঞ্চ নাত্যন্তবাধঃ। ২৬

বঙ্গানুবাদ:—মোক্ষসময়েও সত্ত্বাদি গুণের, তদ্ধর্ম্ম সুখাদির ও তৎকার্য্য মহদহঙ্কারাদির আত্যন্তিক বাধ (বিলয়) ঘটে না। লৌহাধ্যস্ত বহ্নির ন্যায় তৎসমূহের সংসর্গমাত্র বাধিত (বিনষ্ট) হয়। যদ্রূপ প্রতপ্ত লৌহ শীতল হয়, তাহার উষ্ণতা উপশান্ত হয়, তদ্রূপ পুরুষে প্রকৃত্যাদির প্রতিবিম্ব উপশান্ত হয়, অথচ বিম্বভূত প্রকৃত্যাদির স্বরূপ বিলুপ্ত হয় না। ২৬

আভাস:—স্বপ্নে মনোরথাদি পদার্থের ন্যায় কেন সুখাদির অত্যন্তবাধ হইবে না? তদুত্তরে বলিতেছেন:—

পঞ্চাবয়বযোগাৎ সুখাদিসংবিত্তিঃ। ২৭

বঙ্গানুবাদ:—ন্যায়শাস্ত্রকথিত প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয়ন ও নিগমন, এই অবয়ব-পঞ্চকের যোগে অর্থাৎ প্রয়োগে সুখাদি বস্তুর অস্তিত্ব সাধিত হইয়া থাকে। ২৭

আভাস :—ব্যাপ্যত্বাদির অসিদ্ধি হেতুক প্রত্যক্ষাতিরিক্ত প্রমাণ নাই, এইরূপ প্রত্যক্ষাতিরিক্ত প্রমাণ অস্বীকারকারী চার্ব্বাকমত পুনরায় আশঙ্কা করিতেছেন :—

ন সকৃদ্‌গ্রহণাৎ সম্বন্ধসিদ্ধিঃ। ২৮

বঙ্গানুবাদ :—একবারমাত্র সহচার দর্শন হইলেই যে সম্বন্ধ-(ব্যাপ্তি) গ্রহ হয় অর্থাৎ অকাট্য ব্যাপ্তিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা নহে। সে বিষয়ে ভূয়োদর্শনেরও কোন নিয়ম লক্ষিত হয় না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ব্যাপ্তি বা ব্যাপ্যব্যাপক সম্বন্ধ সম্যক্‌রূপে গ্রহ না হওয়ায় তদ্ঘটিত অনুমান পদার্থসাধনের অনুপায়। ২৮

আভাস :—এক্ষণে ঐ মতের সমাধান করিবার জন্য কাহাকে ব্যাপ্তি বলে, তাহাই দেখাইতেছেন :—

নিয়তধর্ম্মসাহিত্যমুভয়োরেকতরস্য বা ব্যাপ্তিঃ। ২৯

বঙ্গানুবাদ :—উপরিকথিত আশঙ্কার পরিহার এই যে, আমরা সাধ্যসাধনের মধ্যে কেবলমাত্র সাধনের অব্যভিচরিত সহচারকে ব্যাপ্তি কহি, সুতরাং ব্যাপ্তিজ্ঞান অসম্ভব নহে। তাহাতে যে অসম্ভাবনাদি দোষ বা আশঙ্কা আইসে, তাহা অনুকূল তর্কে প্রশান্ত হয়। ২৯

আভাস :—কেহ কেহ ব্যাপ্তিকে পদার্থান্তর বলেন, সেই মত খণ্ডন করিতেছেন :—

ন তত্ত্বান্তরং বস্তুকল্পনাপ্রসক্তেঃ। ৩০

বঙ্গানুবাদ :—নিয়ত সহাবস্থানরূপা ব্যাপ্তি তত্ত্বান্তর নহে অর্থাৎ স্বতন্ত্র বা ভিন্ন বস্তু নহে। ব্যাপ্তির স্বাতন্ত্র্য করিলে তাহার আশ্রয় স্বীকার করিতে হয়। তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। ৩০

আভাস :—অপর আচার্য্যদিগের মত দেখাইতেছেন :—

নিজশক্ত্যুদ্ভবমিত্যাচার্য্যাঃ। ৩১

বঙ্গানুবাদ :—আচার্য্যগণের মধ্যে অনেকে বলেন, ব্যাপ্তি ব্যাপ্যপদার্থের একরূপ শক্তিপ্রভব শক্তি। সুতরাং তাহা তত্ত্বান্তর অর্থাৎ অতিরিক্ত। ৩১

আভাস :—পঞ্চশিখাচার্য্যের মত দেখাইতেছেন :—

আধেয়শক্তিযোগ ইতি পঞ্চশিখঃ। ৩২

বঙ্গানুবাদ :—পঞ্চশিখ কহেন, বুদ্ধি, প্রকৃতি প্রভৃতির ব্যাপ্য বলিয়া ব্যবহৃত হয়। তদ্দৃষ্টে নির্ণয় করা যায় যে, আধারতা-শক্তিই ব্যাপকতা এবং আধেয়তাশক্তিমত্ত্বই ব্যাপ্যত্ব। ৩২

আভাস :—আধেয়শক্তিকে কেন ব্যাপ্তি বলিতেছেন, ব্যাপ্য বস্তুর স্বরূপশক্তিই ব্যাপ্তি হউক ? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

ন স্বরূপশক্তিনিয়মঃ পুনর্ব্বাদপ্রসক্তেঃ। ৩৩

বঙ্গানুবাদ :—যাহা স্বরূপশক্তি, তাহাই নিয়ম (ব্যাপ্তি), তাহা নহে। তাহাকে ব্যাপ্তি বলা পুনরুক্তি ভিন্ন অন্য কিছু নহে। ৩৩

আভাস :—কিরূপে পুনরুক্তি হয়, তাহা নিজেই দেখাইতেছেন :—

বিশেষণানর্থক্যপ্রসক্তেঃ। ৩৪

বঙ্গানুবাদ :—পুনরুক্তি ও বিশেষণের আনর্থক্য অর্থাৎ অনর্থকতা তুল্য কথা। ৩৪

আভাস :—"ব্যাপ্যের স্বরূপশক্তিই ব্যাপ্তি" এই মতে অন্য দোষও দেখাইতেছেন :—

পল্লবাদিষ্বনুপপত্তেশ্চ। ৩৫

বঙ্গানুবাদ :—ব্যাপ্যের স্বরূপশক্তিই ব্যাপ্তি, এ লক্ষণ পল্লবে অব্যাপ্ত। পল্লবে বৃক্ষব্যাপ্যতা বিদ্যমান, কিন্তু তাহা ছিন্ন করিলে বৃক্ষরূপের অপায় হয় না। ৩৫

আভাস :—আধেয়শক্তির ব্যাপ্তিতা সিদ্ধ হইলে নিজ শক্ত্যুদ্ভবেরও যে ব্যাপ্তিত্ব সিদ্ধ হইবে, তাহাই দেখাইতেছেন :—

আধেয়শক্তিসিদ্ধৌ নিজশক্তিযোগঃ সমানন্যায়াৎ। ৩৬

বঙ্গানুবাদ :—আধেয়শক্তির ব্যাপ্তিতা সিদ্ধ হইলে নিজশক্ত্যুদ্ভবের ব্যাপ্তিত্ব সিদ্ধ হইবে। সে পক্ষে তুল্য যুক্তি। ৩৬

আভাস :—"শব্দ ও অর্থ অভেদ" এইরূপ মত খণ্ডন করিতেছেন :—

বাচ্যবাচকভাবঃ সম্বন্ধঃ শব্দার্থয়োঃ। ৩৭

বঙ্গানুবাদ :—অর্থে যে বাচ্যতা-শক্তি এবং শব্দে যে বাচকতা-শক্তি আছে, সেই শক্তিই "শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ বা সঙ্কেত" এই সংজ্ঞায় ব্যবহৃত হয়। যে পুরুষ সেই শক্তি বিদিত থাকে, সেই পুরুষেরই শব্দ-শ্রবণের পর অর্থের প্রতীতি হইয়া থাকে। ৩৭

আভাস :—এক্ষণে শক্তির গ্রাহক কি? তাহাই দেখাইতেছেন :—

ত্রিভিঃ সম্বন্ধসিদ্ধিঃ। ৩৮

বঙ্গানুবাদ :—আপ্তোপদেশ, বৃদ্ধব্যবহার ও প্রসিদ্ধ পদের সামানাধিকরণ্য, এই তিনের দ্বারা সম্বন্ধসিদ্ধি (শক্তিজ্ঞান) হয়। ৩৮

আভাস:—"কার্য্যেই শক্তিগ্রহ হয়" এইরূপ মত খণ্ডন করিতেছেন:—

ন কার্য্যে নিয়ম উভয়থা দর্শনাৎ। ৩৯

বঙ্গানুবাদ:—যাহা করা যায়, তাহা কার্য্য। তৎসহকারে শব্দের শক্তি গৃহীতা হয় এবং অকার্য্যে অর্থাৎ সিদ্ধ বস্তুতে শক্তি গৃহীতা হয় না, এরূপ নিয়ম নহে। শক্তি উভয়রূপেই গৃহীতা হয়। (মনে কর, "গো আনয়ন কর" প্রভৃতি স্থলে "কর" এই ক্রিয়ান্বিত গো শব্দের লাঙ্গূলাদিবিশিষ্ট পশুবিশেষ অর্থে শক্তিগ্রহ হয় এবং "তোমার পুত্র" প্রভৃতি স্থলে ক্রিয়ান্বয়বিধুর পুত্রাদি শব্দের স্বাত্মজ অর্থে সঙ্কেত সংগ্রহ হইতে দৃষ্ট হয়)। ৩৯

আভাস:—অতীন্দ্রিয়ত্ব হেতুক বেদার্থের শক্তিগ্রহ হইবার উপায় কি? তদুত্তরে বলিতেছেন:—

লোকে ব্যুৎপন্নস্য বেদার্থপ্রতীতিঃ। ৪০

বঙ্গানুবাদ:—যে সমস্ত লোক লৌকিকশব্দে ব্যুৎপন্ন, অর্থাৎ লৌকিকশব্দের শক্তি বিদিত আছে, সেই সমস্ত লোকেরই বেদার্থ বা বৈদিকশব্দের অর্থ প্রতীত হয়। বৈদিকশব্দে এক শক্তি, লৌকিকশব্দে অপর শক্তি, তাহা নহে। ৪০

আভাস:—আপ্ত উপদেশাদির দ্বারা বেদশব্দের শক্তিগ্রহ সম্বন্ধে আশঙ্কা করিতেছেন:—

ন ত্রিভিরপৌরুষেয়ত্বাদ্ বেদস্য তদর্থস্যাতীন্দ্রিয়ত্বাৎ। ৪১

বঙ্গানুবাদ:—বেদ অপৌরুষেয় এবং তৎপ্রতিপাদ্য অর্থের মধ্যে দেবতা, স্বর্গ, নরক, পুণ্য ও পাপ প্রভৃতি অধিকাংশই অতীন্দ্রিয়, সেই

হেতু ঐ সমস্ত অর্থে বৃদ্ধব্যবহার, আপ্তোপদেশ ও প্রসিদ্ধ পদের সামানাধিকরণ্য, তিনের কিছুই সম্ভব হয় না। ৪১

আভাস :—যজ্ঞাদির অতীন্দ্রিয়ত্ব খণ্ডন করিতেছেন :—

ন যজ্ঞাদেঃ স্বরূপতো ধর্ম্মত্বং বৈশিষ্ট্যাৎ। ৪২

বঙ্গানুবাদ :—তাহা নহে। দেবতাদির উদ্দেশে দ্রব্যত্যাগাত্মক যাগ ও দানাদি বেদোক্ত, সুতরাং তাহাই ফলপ্রদ বলিয়া ধর্ম্ম। তজ্জনিত যে অপূর্ব্ব (শক্তিবিশেষ), তাহা ধর্ম্ম নহে। তাহা অহার অতিরিক্ত। যাহা যাগ ও দানাদির স্বরূপ, তাহাই ধর্ম্মের লক্ষণ। তাদৃশ যাগ ও দানাদি ইচ্ছাদিরই পরিণামবিশেষ ; সুতরাং তাহা অলৌকিক, অপৌরুষেয় বা অতীন্দ্রিয় হইতে পারে না। ৪২

আভাস :—বেদ অপৌরুষেয় বলিয়া আপ্তোপদেশের অভাব, এইরূপ মত খণ্ডন করিতেছেন :—

নিজশক্তির্ব্যুৎপত্ত্যা ব্যবচ্ছিদ্যতে। ৪৩

বঙ্গানুবাদ :—বেদ অপৌরুষেয় হইলেও তাহাতে (বেদে) যে স্বতঃসিদ্ধা শক্তি বিদ্যমান, সেই শক্তি গুরু-শিষ্য-পরম্পরায় ও উপদেশ-দানগ্রহণনিয়ম অবলম্বনে ব্যুৎপাদিত হয় ও তাহাতেই ইতর অর্থের ব্যবচ্ছেদ হয়। তদর্থাতিরিক্ত অর্থের বোধ হয় না। মর্ম্মার্থ এই যে, অনাদি উপদেশ-পরম্পরায় বেদশব্দের শক্তিগ্রহ হয়। ৪৩

আভাস :—অতীন্দ্রিয় দেবতা ও ফলাদিতে কেমন করিয়া বৈদিক-পদ-সমূহের শক্তিগ্রহ হইতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

যোগ্যাযোগ্যেষু প্রতীতিজনকত্বাত্তৎসিদ্ধিঃ। ৪৪

বঙ্গানুবাদ :—পদসকল সাধারণতঃ অর্থ-বোধের জনক (উপায়)।

তদ্দ্বারা প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ উভয়রূপ অর্থ-প্রতীতি হইয়া থাকে। পদ সকল যে সামান্য-ধর্ম্মপুরস্কারে পদার্থের বোধ জন্মায়, তাহাতেই পদশক্তি (পদের সহিত পদার্থের সঙ্কেত) গৃহীত হইয়া থাকে। যেরূপ গো শব্দে গোজাতির প্রতীতি হয়। ৪৪

আভাস :—শব্দের প্রামাণ্যপ্রসঙ্গে শব্দগত বিশেষের নির্ণয় করিতেছেন :—

ন নিত্যত্বং বেদানাং কার্য্যত্বশ্রুতেঃ। ৪৫

বঙ্গানুবাদ :—শ্রুতিতে বেদের উৎপত্তি শ্রবণ থাকায় বেদ নিত্য নহে। তাহা সজাতীয়ানুপূর্ব্বী প্রবাহে চলিয়া আসিতেছে। সেই হেতু কোন কোন শ্রুতি সেই ভাবেই বেদকে নিত্য কহেন। ৪৫

আভাস :—তবে কি বেদ পৌরুষেয় নহে? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

ন পৌরুষেয়ত্বং তৎকর্ত্তুঃ পুরুষস্যাভাবাৎ। ৪৬

বঙ্গানুবাদ :—যদি নিত্য না বল, তাহা হইলেও তাহা পৌরুষেয় (পুরুষ কর্ত্তৃক সৃষ্ট) নহে। কারণ, বেদের কর্ত্তৃ-পুরুষ নাই। বেদ অমুক কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে, এরূপ স্থির-সংবাদ প্রদানে কেহই সমর্থ নহেন। ৪৬

আভাস :—অপর কর্ত্তা হউক, এইরূপ তর্কের আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন :—

মুক্তামুক্তয়োরযোগ্যত্বাৎ। ৪৭

বঙ্গানুবাদ :—মুক্তাত্মা ও অমুক্তাত্মা উভয়ের কেহই বেদরচনায় উপযুক্ত নহেন। বীতরাগিতা বিধায় মুক্তাত্মা ও অসর্ব্বজ্ঞতা বিধায় অমুক্তাত্মা বেদকরণের অযোগ্য। ৪৭

আভাস :—অপৌরুষেয়ত্ব হেতুক বেদের নিত্যত্ব সিদ্ধ হইতেছে ; সুতরাং বেদের নিত্যত্ব স্বীকার না করিবার কারণ কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

নাপৌরুষেয়ত্বান্নিত্যত্বমঙ্কুরাদিবৎ। ৪৮

বঙ্গানুবাদ :—যেরূপ অঙ্কুরাদি অনিত্য হইলেও পৌরুষেয় নহে, পুরুষকৃত নহে, সেইরূপ অনিত্য বেদও পৌরুষেয় নহে। ৪৮

আভাস :—অঙ্কুরাদিতে ঘটাদির ন্যায় কার্য্যত্বদর্শন হেতুক অঙ্কুরাদির পৌরুষেয়ত্বেরও অনুমান হইতেছে ? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

তেষামপি তদ্‌যোগে দৃষ্টবাধ্যাদিপ্রসক্তিঃ। ৪৯

বঙ্গানুবাদ :—দেখা যায় যে, যাহা যাহা পৌরুষেয়, তৎসমস্তই শরীরিজন্য অর্থাৎ কোন এক দেহী কর্তৃক নির্ম্মিত। এই দর্শন (ব্যাপ্তি) অঙ্কুর ইত্যাদিতে বাধিত। অঙ্কুর অপৌরুষেয় অথচ অনিত্য। ৪৯

আভাস :—বেদ আদিপুরুষ কর্তৃক উচ্চারিত, সুতরাং পৌরুষেয়। তদুত্তরে বলিতেছেন :—

যস্মিন্নদৃষ্টেঽপি কৃতবুদ্ধিরুপজায়তে তৎ পৌরুষেয়ম্। ৫০

বঙ্গানুবাদ :—কে করিয়াছে, তাহা দৃষ্ট বা শ্রুত না হইলেও যাহা দেখিলে প্রাণিকৃত বলিয়া ধারণা জন্মে, তাহাই পৌরুষেয়। (শ্বাস-প্রশ্বাসকে কেহ পুরুষকৃত কহে না। যাহা বুদ্ধি সহকারে কৃত হয়, তাহাই পৌরুষেয়। বেদ শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়মে ও অর্জ্জিত-পূর্ব্বসংস্কারের সাহায্যে ব্রহ্মার চিত্তে উদিত ও কণ্ঠশব্দে অভিব্যক্ত হইয়াছিল।) ৫০

আভাস :—তাহা হইলে যেমন যথার্থ বাক্যার্থের জ্ঞান না থাকায় শুকপক্ষীর বাক্য অপ্রামাণ্য, তদ্রূপ বেদও অপ্রামাণ্য। তদুত্তরে বলিতেছেন :—

নিজশক্ত্যভিব্যক্তেঃ স্বতঃ প্রামাণ্যম্। ৫১

বঙ্গানুবাদ :—বেদের স্বাভাবিকী যথার্থজ্ঞানোৎপাদিকা শক্তি আছে। সে শক্তি মন্ত্রে আয়ুর্ব্বেদাদিতে বিস্পষ্ট অথবা অভিব্যক্ত। তদ্দৃষ্টে নির্ণীত হয় যে, বেদ স্বতঃপ্রমাণ। ৫১

আভাস :—সত্ত্বাদিগুণের আত্যন্তিক বাধ অর্থাৎ বিলয় হয় না। তদ্বিষয়ে ন্যায়শাস্ত্রোক্ত "পঞ্চাবয়বযোগাৎ" বলিয়া পূর্ব্বে একটি হেতু দেখান হইয়াছে :—

নাসতঃ খ্যানং নৃশৃঙ্গবৎ। ৫২

বঙ্গানুবাদ :—যাহা অসৎ অর্থাৎ নাই অথবা সর্ব্বৈব মিথ্যা, তাহার জ্ঞান হয় না। নরশৃঙ্গ অসৎ অর্থাৎ নাই। সেই হেতু তাহা কাহারও জ্ঞানগম্য নহে। (স্বপ্ন ও মনোরথ মানস পরিণামভেদ। এই হেতু তাহা নরশৃঙ্গের তুল্য নহে)। ৫২

আভাস :—তবে গুণাদি অত্যন্ত সৎ হউক? "নাত্যন্তবাধ" এইরূপ যে সূত্রে বলিয়াছেন, তাহা বৃথা অর্থাৎ তাহার কোন সার্থকতা নাই। তদুত্তরে বলিতেছেন :—

ন সতো বাধদর্শনাৎ। ৫৩

বঙ্গানুবাদ :—না, অর্থাৎ এ কথা বলিতে পার না। কারণ, যাহা অত্যন্ত সৎ, তাহারও বাধ দৃষ্ট হয়। বাধ অর্থাৎ অদর্শন। অত্যন্ত সৎ সত্ত্বাদি গুণও অন্তর্হিত হইয়া থাকে। (এই অধ্যায়ের ২৬ সূত্রের ব্যাখ্যা দেখ)। ৫৩

আভাস :—গুণাদি সৎ ও অসৎ ভিন্ন কোন অনির্ব্বচনীয় বস্তু হউক ? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

নানির্ব্বচনীয়স্য তদভাবাৎ। ৫৪

বঙ্গানুবাদ :—অভাব নিবন্ধন অর্থাৎ নাই বলিয়া পরিকল্পিত অনির্ব্বচনীয় বস্তু জ্ঞানগোচর হয় না। ৫৪

তাৎপর্য্যার্থ :—বৈদান্তিকেরা গুণাদিকে সদসৎ বিলক্ষণ অনির্ব্বচনীয় বস্তু বলিয়া থাকেন। কিন্তু সাংখ্যকার সে মত খণ্ডন করিয়া বলিতেছেন যে, বস্তু হয় সৎ, না হয় অসৎ। সৎ ও অসৎ ভিন্ন কোন বস্তু দেখা যায় না। অতএব দৃষ্টানুসারে কল্পনা করা উচিত। অদৃষ্ট বস্তুর কল্পনা হয় না। ৫৪

আভাস :—ন্যায়মতে অন্যথাখ্যাতি অর্থাৎ অন্যবস্তু অন্যরূপে প্রকাশও যে ইষ্ট নহে, তাহাই দেখাইতেছেন :—

নান্যথাখ্যাতিঃ স্ববচোব্যাঘাতাৎ। ৫৫

বঙ্গানুবাদ :—এক পদার্থ অন্য পদার্থের আকারে জ্ঞানগোচর হইলে বা প্রতীত হইলে তাহা অন্যথাখ্যাতি নামে প্রসিদ্ধ। (অন্যথা অর্থাৎ অন্যপ্রকার খ্যাতি অর্থাৎ জ্ঞান) সাঙ্খ্যমত তাহা নহে। কারণ, অন্যথাখ্যাতিস্বীকারে সাংখ্যের উক্তি ব্যাহত হয়। ৫৫

আভাস :—"গুণাদীনাং নাত্যন্তবাধঃ" এই সূত্রটি বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া, এক্ষণে স্বসিদ্ধান্তের দ্বারা সমাধান করিতেছেন :—

সদসৎখ্যাতির্বাধাবাধাৎ। ৫৬

বঙ্গানুবাদ :—বাধা ও অবাধা বশতঃ সদসৎখ্যাতি সাঙ্খ্যসিদ্ধান্তান্তর্গত। নিত্য অর্থাৎ সৎ বলিয়া সত্ত্বাদি গুণ স্বরূপে বাধপ্রাপ্ত

(বিনষ্ট), হয় না। সংসর্গের, সম্বন্ধের বা অবস্থার বাধ হয়। বস্ত্র ও রাঙার উভয়ের কিছুই লুপ্ত হয় না, পরন্তু উভয়ের সংযোগ নষ্ট হয়। ৫৬

আভাস :—এক্ষণে শব্দবিচারপ্রসঙ্গে "স্ফোটাত্মক শব্দ" এই মত খণ্ডন করিতেছেন :—

প্রতীত্যপ্রতীতিভ্যাং ন স্ফোটাত্মকঃ শব্দঃ। ৫৭

বঙ্গানুবাদ :—যাহা বর্ণময়, যাহা কর্ণবিবরে প্রবিষ্ট হয়, তাহা শব্দমাত্র। যাহা অর্থপ্রত্যায়ক, তাহা তাহার অতিরিক্ত অথচ তদভিব্যঙ্গ্য। তাহা অতীন্দ্রিয় ও নিরবয়ব, সুতরাং অদৃশ্য। তাহার এক নাম স্ফোট। অর্থ প্রস্ফুট করায় বা জ্ঞানগম্য করায়, এই হেতু স্ফোট। স্ফোট-শব্দ নিত্য ও তাহার স্থিতিস্থান ব্যাপক ও অভিব্যক্তিস্থান হৃদয়াকাশ। "ঘট" এই শব্দে অর্থাৎ বর্ণদ্বয়ের উচ্চারণ "ঘট" এই স্ফোট-শব্দের আবির্ভাব করায়। পরে সেই স্ফোট-শব্দ কম্বুগ্রীবাদিমৎ মৃত্তিকানির্ম্মিত বস্তু প্রতীত করায়। এই যে মত, এ মত সাধু নহে। কারণ, তাহা প্রতীত হয় কি অপ্রতীত থাকে, অনুসন্ধান করিতে গেলে কিছুই নির্ণয় হয় না। ৫৭

আভাস :—পূর্ব্বে বেদের নিত্যত্ব নিষেধ করিয়াছেন, এক্ষণে শব্দ ও বর্ণের নিত্যত্বের প্রতিষেধ করিতেছেন :—

ন শব্দনিত্যত্বং কার্য্যতাপ্রতীতেঃ। ৫৮

বঙ্গানুবাদ :—শব্দ নিত্য নহে, বরং অনিত্য অর্থাৎ জন্মশীল। শব্দ যে জন্মে, তাহা সর্ব্বপ্রত্যক্ষ। ৫৮

আভাস :—বাদীর তর্ক আশঙ্কা করিতেছেন :—

পূর্ব্বসিদ্ধসত্বস্যাভিব্যক্তির্দীপেনেব ঘটস্য । ৫৯

বঙ্গানুবাদ :—যদি বল যে, যদ্রূপ ঘট পূর্ব্বসিদ্ধ অর্থাৎ পূর্ব্বেও ছিল, কিন্তু প্রকট ছিল না, সেই হেতু তাহাকে প্রকট করা হয়, যদ্রূপ অন্ধকারে মগ্ন ঘটকে দীপ দ্বারা প্রকট করা যায় ; তদ্রূপ নিত্য নিরাকার স্ফোটরূপ শব্দকে বর্ণোচ্চারণে প্রকট করা হয়। ৫৯

আভাস :—বাদীর তর্ক পরিহার করিয়া বলিতেছেন :—

সৎকার্য্যসিদ্ধান্তশ্চেৎ সিদ্ধসাধনম্ । ৬০

বঙ্গানুবাদ :—উহা বলিতে পার না। কারণ, তাহা হইলে সিদ্ধসাধন-দোষ ঘটিবে, অর্থাৎ আমাদিগের মতে যে সৎকার্য্যবাদ সিদ্ধ আছে, তুমি তাহারই সাধন করিতেছ। ৬০

আভাস :—আত্মাদ্বৈত অর্থাৎ একই আত্মা, এই মত খণ্ডন করিতেছেন :—

নাদ্বৈতমাত্মনো লিঙ্গাত্তদ্ভেদপ্রতীতেঃ । ৬১

বঙ্গানুবাদ :—আত্মাদ্বৈত মত যুক্তিবিরুদ্ধ। প্রকৃতি কোন্ পুরুষকে ত্যাগ করিয়াছেন ও কোন্ পুরুষকে আলিঙ্গন করিয়াছেন, ইহা প্রতীত হইতেছে ; দৃষ্ট হইতেছে। (বিশদ ব্যাখ্যা ১ম অধ্যায়ে ১৪৯ সূত্র হইতে ১৫৫ সূত্র দেখ) ' ৬১

আভাস :—যেরূপ আত্মার সহিত আত্মার অভেদসাধনে প্রকৃতি বাধক, তদ্রূপ অনাত্মার সহিত আত্মার অভেদ সাধনে প্রত্যক্ষ বাধক :—

নানাত্মনাপি প্রত্যক্ষবাধাৎ। ৬২

বঙ্গানুবাদ :—ঘট, পট, গৃহ, কুড্যাদি অনাত্মবস্তু থাকায় অখণ্ডাত্মাদ্বৈত প্রত্যক্ষবাধিত অর্থাৎ যখন প্রত্যক্ষ এই সমস্ত বস্তু দেখা যাইতেছে, তখন আত্মা ভিন্ন আর কোন বস্তু নাই, কিরূপে স্বীকার করা যায়? করিলেই প্রত্যক্ষের বাধা হয়। ৬২

আভাস :—শিষ্যের বুদ্ধি যাহাতে ভালরূপ তত্ত্বসমূহ ধারণা করিতে পারে, তদর্থে পুনরায় বিশদ করিয়া বলিতেছেন :—

নোভাভ্যাং তেনৈব। ৬৩

বঙ্গানুবাদ :—উক্ত কারণে সমুচ্চিত উভয়ের (একসঙ্গে আত্মা ও অনাত্মা দুইয়ের অবস্থিতির) দ্বারা অভেদ সাধিত হয় না। ৬৩

আভাস :—তাহা হইলে অদ্বৈতশ্রুতির গতি কি? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

অন্যপরত্বমবিবেকিনাং তত্র। ৬৪

বঙ্গানুবাদ :—কোন কোন শ্রুতি প্রপঞ্চাভেদ কহিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহা উপাসনার্থ। উপাসনাতেই সে সমস্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য, আত্মাদ্বৈতে নহে। ৬৪

আভাস :—একাত্মবাদীদিগের মতে জগতের উপাদান-কারণেরও সম্ভব হয় না, তাহাই বলিতেছেন :—

নাত্মাবিদ্যা নোভয়ং জগদুপাদানকারণং নিঃসঙ্গত্বাৎ। ৬৫

বঙ্গানুবাদ :—আত্মা, আত্মাশ্রিত অবিদ্যা, অথবা আত্মার ও অবিদ্যার মেলন, (যেমন কপালযুগলের মেলনে ঘট, তদ্রূপ) জগৎ-কারণ (উপাদান) নহে। যে হেতু, আত্মা অসঙ্গ। ৬৫

আভাস :—আত্মা প্রকাশস্বরূপ। তবে কোন কোন্ শ্রুতি যে আনন্দ আত্মার স্বরূপ বলিয়াছেন, তাহাই খণ্ডন করিতেছেন :—

নৈকস্যানন্দচিদ্রূপত্বে দ্বয়োর্ভেদাৎ। ৬৬

বঙ্গানুবাদ :—আনন্দ ও চৈতন্য (জ্ঞান) পৃথক্; এক নহে। সুতরাং এক কালে একের আনন্দ ও জ্ঞান এই উভয়বিধ সমাবেশ প্রাপ্ত হয় না। (দুঃখজ্ঞান যখন হয়, তখন সুখজ্ঞান না থাকায় সুখ ও জ্ঞান পৃথক্ পদার্থ)। ৬৬

আভাস :—তাহা হইলে আত্মার আনন্দস্বরূপতা শ্রুতির গতি কি? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

দুঃখনিবৃত্তের্গৌণঃ। ৬৭

বঙ্গানুবাদ :—শ্রুতি যে কহিয়াছেন, আত্মা আনন্দরূপী, তাহা দুঃখনিবৃত্তিগুণে গৌণী অর্থাৎ তাহা লক্ষণামূলক প্রয়োগ। ৬৭

আভাস :—গৌণ প্রয়োগের কারণ বলিতেছেন :—

বিমুক্তিপ্রশংসা বা মন্দানাম্। ৬৮

বঙ্গানুবাদ :—কিংবা তাহা মোক্ষের স্তুতি। মুক্তি হইলে দুঃখ থাকে না। শ্রুতি তাহার প্রশংসার্থ ও মোক্ষের প্রতি লোকের রুচি জন্মাইবার জন্য আত্মাকে আনন্দরূপ বলিয়াছেন। ৬৮

আভাস :—প্রসঙ্গ বশতঃ মনের বিভুত্বাদি খণ্ডন করিতেছেন :—

ন ব্যাপকত্বং মনসঃ করণত্বাদিন্দ্রিয়ত্বাদ্বা। ৬৯

বঙ্গানুবাদ :—যদ্রূপ ছেদন-ক্রিয়ার করণ কুঠারাদি, তদ্রূপ মন

জ্ঞানক্রিয়ার করণ। কেন না, মন করণ ও ইন্দ্রিয়; তাহা অব্যাপক, সর্ব্বব্যাপী নহে। ৬৯

আভাস:—এ বিষয়ে অনুকূল তর্ক দেখাইতেছেন:—

সক্রিয়ত্বাদ্ গতিশ্রুতেঃ। ৭০

বঙ্গানুবাদ:—মন বা অন্তঃকরণ আত্মার লোকান্তরগমনের সহায়। সুতরাং তাহা সক্রিয় ও গতিশক্তিবিশিষ্ট। সক্রিয় বলিয়া তাহা অবিভু, পূর্ণ বা সর্ব্বব্যাপী নহে। ৭০

আভাস:—মনের নিরবয়বত্ব খণ্ডন করিতেছেন:—

ন নির্ভাগত্বং তদযোগাৎ ঘটবৎ। ৭১

বঙ্গানুবাদ:—মন নির্ভাগ (নিরবয়ব) নহে। কারণ, মন অন্যান্য ইন্দ্রিয়ে সংযুক্ত হয়। নিরবয়ব পদার্থ কোন কিছুতে সংযুক্ত হয় না। অতএব মন ঘটের ন্যায় মধ্যপরিমাণ ও সাবয়ব। ৭১

আভাস:—মন ও কালাদির নিত্যত্বের প্রতিষেধ করিতেছেন:—

প্রকৃতিপুরুষয়োরন্যৎ সর্ববমনিত্যম্। ৭২

বঙ্গানুবাদ:—প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই ভিন্ন সকলই অনিত্য। ৭২

আভাস:—কোন কোন শ্রুতিতে পুরুষ ও প্রকৃতিকে সাবয়ব বলিয়াছেন, তাহাতে তাহারা অনিত্য হইয়া পড়ে। তদর্থে বলিতেছেন:—

ন ভাগলাভো ভোগিনো নির্ভাগত্বশ্রুতেঃ। ৭৩

বঙ্গানুবাদ:—ভোক্তা অর্থাৎ পুরুষ নির্ভাগ (নিরবয়ব); এই প্রকার শ্রুতি দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে। সুতরাং প্রকৃতি ও পুরুষের অবয়ব হইতে পারে না। ৭৩

আভাস :—যাহাদের মতে আনন্দের অভিব্যক্তিই মুক্তি, তাহাদের মত খণ্ডন করিতেছেন :—

নানন্দাভিব্যক্তির্মুক্তির্নির্ধর্ম্মকত্বাৎ। ৭৪

বঙ্গানুবাদ :—আনন্দের অভিব্যক্তিই মোক্ষ, তাহা নহে। কেন না, আত্মার কোন প্রকার ধর্ম্ম নাই। ৭৪

আভাস :—বিশেষগুণের উচ্ছিত্তি অর্থাৎ নাশই মোক্ষ, এই কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহাদের সেই মত খণ্ডন করিতেছেন :—

ন বিশেষগুণোচ্ছিত্তিস্তদ্বৎ। ৭৫

বঙ্গানুবাদ :—আত্মার বিশেষ (অসাধারণ) গুণের উচ্ছেদ হওয়াই মোক্ষ, এ কথাও যুক্তিযুক্ত নহে। কেন না, আত্মা নির্ধর্ম্মক ; অন্তঃকরণের ধর্ম্ম আত্মায় আরোপিত থাকা হেতু অবিবেকীর নিকট "আত্মধর্ম্ম" এই কথা প্রচলিত আছে মাত্র। বস্তুতঃ আত্মার কোন ধর্ম্ম নাই। ৭৫

আভাস :—ব্রহ্মলোক বা শিবলোকপ্রাপ্তিই মোক্ষ, এইরূপ মত খণ্ডন করিতেছেন :—

ন বিশেষগতির্নিষ্ক্রিয়স্য। ৭৬

বঙ্গানুবাদ :—গতিবিশেষ (ব্রহ্মলোক বা শিবলোকলাভ) নিষ্ক্রিয় আত্মার মুক্তি নহে। স্বরূপাবস্থিতি ভিন্ন অন্য কিছু মুক্তি নহে। ৭৬

তাৎপর্য্যার্থ :—আত্মা নিষ্ক্রিয়, তাহার গতি নাই। অতএব ব্রহ্মলোক বা শিবলোকগতিই মুক্তি, ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? যদি লিঙ্গশরীরের গতি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও মুক্তি সিদ্ধ হয় না। সুতরাং আত্মার স্বরূপাবস্থান ব্যতীত অন্য কোনরূপেই মুক্তি সিদ্ধ হইতে পারে না। ৭৬

আভাস :—বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধদিগের মতে যে মুক্তি, তাহা খণ্ডন করিতেছেন :—

নাকারোপরাগোচ্ছিত্তিঃ ক্ষণিকত্বাদিদোষাৎ। ৭৭

বঙ্গানুবাদ :—ক্ষণধ্বংসী জ্ঞানের বিষয়াকারলাভের নাম বন্ধন। তাহার যে সংস্কার, তাহাকে উপরাগ কহে। সেই উপরাগ অর্থাৎ বাসনা-নামক বিষয়-সংস্কার নষ্ট হইলেই বিজ্ঞানাত্মার মোক্ষ ঘটে। সে মোক্ষ নির্ব্বাণ নামে প্রথিত। ইহা নাস্তিক-বিশেষের মত, এ মত ক্ষণিকত্বাদি (নশ্বরত্বাদি) দোষে দুষ্ট। সুতরাং এইরূপ ক্ষণিক বস্তু পুরুষার্থ নহে। ৭৭

আভাস :—সর্ব্বপদার্থের উচ্ছেদই মুক্তি, এইরূপ বৌদ্ধবিশেষের মত খণ্ডন করিতেছেন :—

ন সর্ব্বোচ্ছিত্তিরপুরুষার্থত্বাদিদোষাৎ। ৭৮

বঙ্গানুবাদ :—জ্ঞানরূপী আত্মার সর্ব্বোচ্ছেদ মুক্তি নহে। তাহাও অপুরুষার্থদোষদুষ্ট। কারণ, আত্মনাশ কাহার প্রার্থনীয়? ৭৮

আভাস :—শূন্যবাদী বৌদ্ধের মত খণ্ডন করিতেছেন :—

এবং শূন্যমপি। ৭৯

বঙ্গানুবাদ :—শূন্যও অপুরুষার্থ। সে হেতু শূন্য পর্য্যবসিত হওয়া অর্থাৎ জ্ঞানজ্ঞেয়াত্মক-প্রপঞ্চের বিনাশ অপুরুষার্থ বলিয়া মোক্ষ নহে। (এ বিষয়ে ১ অধ্যায়ের ৪৪ সূত্র হইতে ৪৭ সূত্র পর্য্যন্ত আলোচনা করুন)। ৭৯

আভাস :—উত্তম দেশ-(স্বর্গাদি) লাভই মুক্তি, এইরূপ কর্ম্ম-মীমাংসকদিগের মত খণ্ডন করিতেছেন :—

সংযোগাশ্চ বিয়োগান্তা ইতি ন দেশাদিলাভোঽপি ৷৮০

বঙ্গানুবাদ :—স্বর্গাদি উত্তম দেশ ও তাহার স্বাম্যপ্রাপ্তি মোক্ষ নহে। কারণ, সংযোগের বিয়োগ আছে। স্বর্গবিয়োগ দুঃখপ্রদ (প্রথম অধ্যায়ের ৩য় সূত্র দেখুন)। ৮০

আভাস :—ভাগের অর্থাৎ জীবাত্মার, ভাগীর অর্থাৎ ঈশ্বরের সহিত যোগই মোক্ষ, এই মত খণ্ডন করিতেছেন :—

ন ভাগিয়োগো ভাগস্য। ৮১

বঙ্গানুবাদ :—ভাগ অংশকে কহে। জীব ঈশ্বরের অংশ, তাহার ঈশ্বর-প্রবেশ মোক্ষ, এ মতও যুক্তিবিরুদ্ধ। কারণ, ঈশ্বরের ভাগ হইতে পারে না এবং সংযোগও বিয়োগদোষদুষ্ট। ৮১

আভাস :—অণিমাদি সিদ্ধিলাভই মুক্তি, এইরূপ যোগিদিগের মত খণ্ডন করিতেছেন :—

নাণিমাদিযোগোঽপ্যবশ্যম্ভাবিত্বাত্তদুচ্ছিত্তেরিতরযোগবৎ। ৮২

বঙ্গানুবাদ :—অণিমাদি ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি হইলেও মুক্তি হয় না। কারণ, যেরূপ অন্যান্য ঐশ্বর্য্য অচিরস্থায়ী, তদ্রূপ যোগজ অণিমাদি ঐশ্বর্য্যও অচিরস্থায়ী। তাহার উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। সে জন্য উহা মোক্ষ নহে। ৮২

আভাস :—ইন্দ্রাদি-পদপ্রাপ্তিতেও যে মুক্তি হয় না, তাহাই বলিতেছেন :—

নেন্দ্রাদিপদযোগোঽপি তদ্বৎ। ৮৩

বঙ্গানুবাদ :—ইন্দ্রত্বাদি পদ মোক্ষ নহে। তাহাও ঐশ্বর্য্যের ন্যায় বিনশ্বর। ৮৩

আভাস :—ইন্দ্রিয়-সমূহের ভৌতিকত্ব খণ্ডন করিতেছেন :—

ন ভূতপ্রকৃতিত্বমিন্দ্রিয়াণামাহঙ্কারিকত্বশ্রুতেঃ। ৮৪

বঙ্গানুবাদ :—ইন্দ্রিয়গ্রাম ভূতপ্রকৃতিক নহে অর্থাৎ পৃথিব্যাদি ভূতের বিকার নহে। শ্রুতি কহেন যে, ইন্দ্রিয়গ্রাম আহঙ্কারিক অর্থাৎ অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে সঞ্জাত। ইহা পূর্ব্বে বিস্তার করিয়া বলা হইয়াছে (২য় অধ্যায়ে ২০শ সূত্র দেখুন)। ৮৪

আভাস :—ষট্‌পদার্থবাদীদিগের মত খণ্ডন করিতেছেন :—

ন ষট্‌পদার্থনিয়মস্তদ্‌বোধান্মুক্তিঃ। ৮৫

বঙ্গানুবাদ :—দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায়, এই ছয়টিই পদার্থ বা তত্ত্ব এবং ঐ ছয় পদার্থের জ্ঞানে মোক্ষ হয়, এ (বৈশেষিকদিগের) কথা প্রমাণবিরুদ্ধ। কারণ, পৃথিবী প্রভৃতি সব দ্রব্য হইতে প্রকৃতি অতিরিক্ত পদার্থ। অতএব এই ষট্‌পদার্থের জ্ঞানেই মুক্তি হইতে পারে না। একমাত্র আত্মজ্ঞানেই মুক্তি হইয়া থাকে। ৮৫

আভাস :—ষোড়শপদার্থবাদী গৌতমের মত খণ্ডন করিতেছেন :—

ষোড়শাদিষ্বপ্যেবম্‌। ৮৬

বঙ্গানুবাদ :—গৌতমকথিত প্রমাণাদি ষোড়শপদার্থ ও তদ্বিজ্ঞানে মুক্তি, এ সিদ্ধান্ত প্রমাণহীন। কারণ, পূর্ব্ববৎ সমস্তই কার্য্য। ৮৬

আভাস :—পরমাণুর নিত্যতা খণ্ডন করিতেছেন :—

নাণুনিত্যতা তৎকার্য্যত্বশ্রুতেঃ। ৮৭

বঙ্গানুবাদ :—পরমাণু নিত্য নহে। শ্রুতিতে পরমাণুর কার্য্যত্ব (উৎপত্তি) কথিত হইয়াছে। অতএব জন্য পদার্থমাত্রই অনিত্য। ৮৭

আভাস :—নিরবয়ব পরমাণুর কার্য্যতা কিরূপে ঘটিতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

ন নির্ভাগত্বং কার্য্যত্বাৎ। ৮৮

বঙ্গানুবাদ :—পরমাণু জন্মশীল বলিয়া তাহা নির্ভাগ (নিরবয়ব) নহে। ৮৮

আভাস :—রূপই দ্রব্যসাক্ষাৎকারের হেতু। অতএব রূপরহিত প্রকৃতি-পুরুষের সাক্ষাৎকারের সম্ভাবনা কোথায়? এইরূপ নাস্তিকদিগের মত খণ্ডন করিতেছেন :—

ন রূপনিবন্ধনাৎ প্রত্যক্ষনিয়মঃ। ৮৯

বঙ্গানুবাদ :—রূপ থাকিলেই প্রত্যক্ষ হয়, না থাকিলে হয় না, ঈদৃশ নিয়ম নাই। কারণ, রূপহীন অন্তঃকরণস্থ সুখাদি ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। অতএব বাহ্যবস্তুবিষয়ক লৌকিক প্রত্যক্ষ স্থলেই রূপের ব্যঞ্জকতা মাত্র অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে। ৮৯

আভাস :—পরিমাণ-নির্ণয় করিতেছেন :—

ন পরিমাণচাতুর্বিধ্যং দ্বাভ্যাং তদ্‌যোগাৎ। ৯০

বঙ্গানুবাদ :—কেহ কেহ কহেন—অণু, মহৎ, দীর্ঘ, হ্রস্ব, এই চতুর্ব্বিধ পরিমাণ। ফলতঃ তাহা নহে। অণু ও মহৎ এই দুই পরিমাণের মধ্যে অন্য দুই পরিমাণ নিহিত হইতে পারে। ৯০

আভাস :—প্রকৃতি-পুরুষ ব্যতীত সামান্যের অর্থাৎ জাতিরও নিত্যত্ব দেখাইতেছেন :—

অনিত্যত্বেঽপি স্থিরতাযোগাৎ প্রত্যভিজ্ঞানং সামান্যস্য। ৯১

ব্যক্তি অস্থির বা অনিত্য হইলেও যে স্থিরভাবের প্রত্যভিজ্ঞা অর্থাৎ "সেই অমুক এই" এইরূপ জ্ঞান জন্মে, তাহা সামান্যবিষয়ক অর্থাৎ জাতিবিষয়ক। কারণ, ঘট নামক ব্যক্তি অস্থায়ী, কিন্তু ঘটত্বজাতি স্থায়ী। ৯১

আভাস :—সামান্যের অপলাপ যে যুক্তিযুক্ত নহে, তাহাই বলিতেছেন :—

ন তদপলাপস্তস্মাৎ। ৯২

বঙ্গানুবাদ :—সেই হেতু সামান্যের (জাতির) অপলাপ হয় না অর্থাৎ জাতি নাই, এ কথা বলা যায় না। ৯২

আভাস :—অন্য নিবৃত্তি-রূপত্বই সামান্য শব্দের অর্থ হউক। তদুত্তরে বলিতেছেন :—

নান্যনিবৃত্তিরূপত্বং ভাবপ্রতীতেঃ। ৯৩

বঙ্গানুবাদ :—"তাহাই এই" এ জ্ঞান ভাবরূপী, অভাবরূপী বলা যায় না; অতএব বুঝা গেল, সামান্য বা জাতি কোন কিছুর অভাব নহে। ৯৩

আভাস :—সাদৃশ্যনিবন্ধন প্রত্যভিজ্ঞা হউক? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

ন তত্ত্বান্তরং সাদৃশ্যং প্রত্যক্ষোপলব্ধেঃ। ৯৪

বঙ্গানুবাদ :—সাদৃশ্য ভিন্ন তত্ত্ব (বস্তু) নহে। তাহা সামান্যের ও প্রত্যক্ষ। (বহু অবয়ব সমান দেখিলে তাহা সাদৃশ্য সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। সাদৃশ্য সদৃশ বস্তুতে দৃষ্ট হইয়া থাকে)। ৯৪

আভাস :—স্বাভাবিকী শক্তিকেই সাদৃশ্য বলি না কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

নিজশক্ত্যভিব্যক্তির্ব্বা বৈশিষ্ট্যাত্তদুপলব্ধেঃ । ৯৫

বঙ্গানুবাদ :—পদার্থের স্বাভাবিক শক্তিবিশেষ উদ্ভূত হওয়াই সাদৃশ্য। ফলতঃ তাহা নহে। কারণ এই যে, সাদৃশ্যের উপলব্ধি বিশিষ্টাকারেই (শক্তিভিন্নরূপেই) হয়। (যে প্রকারে শক্তিজ্ঞান হয়, সাদৃশ্যজ্ঞান তদ্রূপে হয় না। শক্তিজ্ঞান পদার্থান্তরজ্ঞাননিরপেক্ষ। সাদৃশ্যজ্ঞান প্রতিযোগিজ্ঞানসাপেক্ষ)। ৯৫

আভাস :—সংজ্ঞা ও সংজ্ঞীর সম্বন্ধকেই সাদৃশ্য বলিব? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

ন সংজ্ঞাসংজ্ঞিসম্বন্ধোঽপি । ৯৬

বঙ্গানুবাদ :—ইহা সংজ্ঞা (নাম), ইহা তাহার সংজ্ঞী (নামী), এই প্রকার জ্ঞানকে যে সাদৃশ্য কহে, তাহা নহে। কেন না, তাহাও বিভিন্নরূপে প্রতীত হয়; যে সংজ্ঞাসংজ্ঞিভাব না জানে, সেও সাদৃশ্য বুঝে। ৯৬

আভাস :—আরও যুক্তি দেখাইতেছেন :—

ন সম্বন্ধনিত্যতোভয়ানিত্যত্বাৎ । ৯৭

বঙ্গানুবাদ :—সংজ্ঞা (নাম) সংজ্ঞী (নামী) উভয়ই অনিত্য; সুতরাং তন্নিষ্ঠ সম্বন্ধও অনিত্য। অনিত্যসম্বন্ধাত্মক অতীত পদার্থের সাদৃশ্য কিরূপে বর্ত্তমান পদার্থে বিদ্যমান হইবে বা থাকিবে? ৯৭

আভাস :—সম্বন্ধী অনিত্য হইলেও সম্বন্ধ নিত্য হউক? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

নাতঃ সম্বন্ধো ধর্ম্মিগ্রাহকমানবাধাৎ। ৯৮

বঙ্গানুবাদ:—সাময়িক বিভাগ থাকিলে সম্বন্ধ উৎপন্ন হইতে পারে। যাহা কোনকালে বিভাগ প্রাপ্ত হয় না, তাহা সম্বন্ধ নহে, তাহাও স্বরূপ। সুতরাং সংজ্ঞা সংজ্ঞীর সাদৃশ্য, ইহা সাময়িক বিভাগ অভাবে অসিদ্ধ। তাহা ধর্ম্মিগ্রাহক প্রমাণের বিরোধী। ৯৮

আভাস:—সমবায় সম্বন্ধও যে হইতে পারে না, তাহাই দেখাইতেছেন:—

ন সমবায়োঽস্তি প্রমাণাভাবাৎ। ৯৯

বঙ্গানুবাদ:—প্রমাণ না থাকা হেতু সমবায় (সম্বন্ধ) বস্তু অসিদ্ধ। ৯৯

আভাস:—বৈশিষ্ট্য-প্রত্যক্ষ ও বিশিষ্টবুদ্ধির অন্যথা অনুপপত্তিকেই সমবায় সম্বন্ধের প্রমাণ বলিব। তদুত্তরে বলিতেছেন:—

উভয়ত্রাপ্যন্যথাসিদ্ধের্ন প্রত্যক্ষমনুমানং বা। ১০০

বঙ্গানুবাদ:—প্রত্যক্ষই হউক আর অনুমানই হউক, উভয়ের কোনটিই সমবায় থাকার প্রমাণ নহে। প্রত্যক্ষ অর্থাৎ বিশিষ্টবুদ্ধি। পুষ্প গন্ধযুক্ত ইত্যাদি প্রকার জ্ঞান। এ জ্ঞানে স্বরূপসম্বন্ধই নিরূপিত হয়। ১০০

আভাস:—দেশান্তরসংযোগ ও বিয়োগের দ্বারা ক্রিয়া অনুমিতা হয়, এইরূপ যে মত, তাহা খণ্ডন করিতেছেন:—

নানুমেয়ত্বমেব ক্রিয়ায়া নেদিষ্ঠস্য
তত্তদ্বতোরেবাপরোক্ষপ্রতীতেঃ। ১০১

বঙ্গানুবাদ:—ক্রিয়া প্রত্যক্ষ, উহা অনুমেয় নহে। যাহারা

কহেন, ক্রিয়া দেশান্তরসংযোগাদি দৃষ্টে অনুমিত হয়, তাঁহাদের সে উক্তি প্রত্যক্ষবাধিত। ক্রিয়া ও ক্রিয়ার আশ্রয় সমীপস্থ দ্রষ্টার প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। ১০১

আভাস:—শরীর পাঞ্চভৌতিক, এইরূপ যে মত আছে, তাহা খণ্ডন করিতেছেন:—

ন পাঞ্চভৌতিকং শরীরং বহূনামুপাদানাযোগাৎ। ১০২

বঙ্গানুবাদ:—দেহ পাঞ্চভৌতিক নহে। কারণ, বিজাতীয় বহু বস্তু এক বস্তুর উপাদান হইতে দৃষ্ট হয় না। ক্ষিতি-ভূতই উপাদান। অন্য ভূতচতুষ্টয় তাহার উপষ্টম্ভক অর্থাৎ সহায়। ১০৩

আভাস:—যাঁহারা বলেন যে, স্থূলশরীরই শরীর, তাঁহাদের সে মত খণ্ডন করিতেছেন:—

ন স্থূলমিতি নিয়ম আতিবাহিকস্যাপি বিদ্যমানত্বাৎ। ১০৩

বঙ্গানুবাদ:—স্থূলশরীরই শরীর, অন্য শরীর নাই, এরূপ কোন নিয়ম নাই। আতিবাহিক শরীরও আছে। ১০৩

আভাস:—গোলকাতিরিক্ত ইন্দ্রিয়, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছেন। সম্প্রতি তাহাই প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত ইন্দ্রিয়সমূহের অপ্রাপ্ত-প্রকাশকত্ব নিবারণ করিতেছেন:—

নাপ্রাপ্তপ্রকাশকত্বমিন্দ্রিয়াণামপ্রাপ্তেঃ সর্ব্বদাপ্রাপ্তের্ব্বা। ১০৪

বঙ্গানুবাদ:—ইন্দ্রিয়সমূহ অপ্রাপ্তপ্রকাশক নহে, অর্থাৎ সংবদ্ধ না হইয়া কোন কিছু প্রকাশ করে না। ইন্দ্রিয়-সমূহ অসংবদ্ধ বা অপ্রাপ্তপ্রকাশক হইলে সর্ব্বদা দূরস্থ ও ব্যবহিত পদার্থ প্রকাশ করিত। ১০৪

আভাস :—তেজের উপসর্পণ হেতু চক্ষুঃ তৈজস, এইরূপ মত খণ্ডন করিতেছেন :—

ন তেজোঽপসর্পণাত্তৈজসং চক্ষুর্বৃত্তিতস্তৎসিদ্ধেঃ। ১০৫

বঙ্গানুবাদ :—তেজঃ-পদার্থের অপসর্পণ দৃষ্টে চক্ষুরিন্দ্রিয়কে তৈজস বলা যুক্তিযুক্ত নহে। অন্য বস্তুও বৃত্তিরূপে প্রসর্পিত হয়। ১০৫

আভাস :—অপ্রত্যক্ষতা হেতুক এইরূপ বৃত্তির সিদ্ধিবিষয়ে প্রমাণ কি? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

প্রাপ্তার্থপ্রকাশাল্লিঙ্গাদ্ বৃত্তিসিদ্ধিঃ। ১০৬

বঙ্গানুবাদ :—যে হেতু, নেত্র প্রাপ্ত পদার্থ প্রকাশ করে, সেই জন্য তাহার বৃত্তি উদ্ভব হয়। ইহা লিঙ্গের (হেতুর) দ্বারা বিজ্ঞেয়। ১০৬

আভাস :—বৃত্তির স্বরূপ কি? তাহাই বলিতেছেন :—

ভাগগুণাভ্যাং তত্ত্বান্তরং বৃত্তিঃ সম্বন্ধার্থং সর্পতীতি। ১০৭

বঙ্গানুবাদ :—বৃত্তি বহ্নিনিঃসৃত স্ফুলিঙ্গের ন্যায় নেত্রাদি ইন্দ্রিয়ের অংশ অথবা রূপাদির ন্যায় গুণ নহে। উহা একদেশাবস্থায়ী অথচ ভিন্ন। তাহা প্রসর্পণক্রিয়ারূপিণী। ১০৭

আভাস :—বৃত্তিসমূহের দ্রব্যত্ব থাকায়, ইচ্ছাদিরূপ বুদ্ধির গুণসমূহে কিরূপে বৃত্তিব্যবহার হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

ন দ্রব্যনিয়মস্তদ্‌যোগাৎ। ১০৮

বঙ্গানুবাদ :—প্রসর্পণক্রিয়াযোগিনী বৃত্তি দ্রব্য কি অন্য পদার্থ, সে বিষয়ে কোন নিয়ম দেখা যায় না। যোগার্থ দৃষ্টে তাহাই উপলব্ধ

হয়। বর্ত্তত ইতি বৃত্তিঃ। যাহা স্বীয় অবস্থিতির হেতুভূত ব্যাপার—উহাই তাহার বৃত্তি। বৈশ্যবৃত্তি, শূদ্রবৃত্তি প্রভৃতি প্রয়োগ যেমন, বুদ্ধি-বৃত্তি, চক্ষুর্বৃত্তি প্রভৃতি প্রয়োগ তদ্রূপ। ১০৮

আভাস :—ইন্দ্রিয়সমূহের যে ভৌতিকত্ব শ্রুতি আছে, তাহা অন্য লোক সম্বন্ধে ব্যবস্থিত হইতে পারে। তদুত্তরে বলিতেছেন :—

ন দেশভেদেঽপ্যন্যোপাদানতাস্মদাদিবন্নিয়মঃ। ১০৯

বঙ্গানুবাদ :—ব্রহ্মধাম ও শিবধাম প্রভৃতি লোকভেদ থাকিলেও ইন্দ্রিয়সমূহ অন্যোপাদানক নহে। সর্ব্বত্রই আহঙ্কারিক ইন্দ্রিয়। ১০৯

আভাস :—তাহা হইলে ইন্দ্রিয়ের ভৌতিকত্ব শ্রুতির সমাধান কি? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

নিমিত্তব্যপদেশাত্তদ্‌ব্যপদেশঃ। ১১০

বঙ্গানুবাদ :—কোন কোন সময়ে নিমিত্ত-কারণে প্রাধান্য প্রদান পূর্ব্বক তদুৎপন্ন বলিয়া ব্যবহার করা হয়। যেরূপ বলা যায়, কাষ্ঠ হইতে বহ্নি। বস্তুতঃ কাষ্ঠ বহ্নি-প্রাদুর্ভাবের নিমিত্ত-কারণ; উপাদান-কারণ নহে। যদ্রূপ পার্থিব বস্তুর উপষ্টম্ভে তদনুগত তৈজস বস্তু হইতে বহ্নির উদ্ভব হয়, তদ্রূপ তেজঃ প্রভৃতি ভূতের উপষ্টম্ভে তদনুগত অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়ের উদ্ভব হইয়াছে। ১১০

আভাস :—প্রসঙ্গ বশতঃ স্থূলশরীর-গত বিশেষ দেখাইতেছেন :—

উষ্মজাণ্ডজজরায়ুজোদ্ভিজ্জসাঙ্কল্পিকসাংসিদ্ধিকঞ্চেতি নিয়মঃ। ১১১

বঙ্গানুবাদ :—স্থূল দেহ ষড়্‌বিধ ;—উষ্মজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ, উদ্ভিজ্জ, সাঙ্কল্পিক ও সাংসিদ্ধিক। ইহাই নিয়মিত। কিন্তু সাঙ্কল্পিক ও সাংসিদ্ধিক অতি অল্প। উষ্মজ ও স্বেদজ সমান কথা। সনকাদি

মুনি সাংকল্পিত অর্থাৎ ব্রহ্মার মানস সন্তান। রক্তবীজ প্রভৃতির দেহ হইতে দেহান্তর জন্মিয়াছিল, তাহা সাংসিদ্ধিক। যে দেহ মন্ত্রবলে, তপোবলে ও ঔষধবলে জন্মে, তাহাও সাংসিদ্ধিক। ১১১

আভাস:—পৃথিবীই যে সমস্ত স্থূলশরীরের উপাদান, তাহাই বলিতেছেন:—

সর্ব্বেষু পৃথিব্যুপাদানমসাধারণ্যাদ্ ব্যপদেশঃ পূর্ব্ববৎ। ১১২

বঙ্গানুবাদ:—সমুদায় স্থূলদেহের উপাদান ক্ষিতি। ক্ষিতি স্থূলদেহে অসাধারণ অর্থাৎ অধিক। এই হেতু স্থূলদেহ পার্থিব শব্দে ব্যপদিষ্ট হয়। ১১২

আভাস:—শরীরে প্রাণের প্রাধান্য হেতুক প্রাণকেই দেহারম্ভক বলিব? তদুত্তরে বলিতেছেন:—

ন দেহারম্ভকস্য প্রাণত্বমিন্দ্রিয়শক্তিতস্তৎসিদ্ধেঃ। ১১৩

বঙ্গানুবাদ:—শরীরে যে প্রাণ আছে, তাহা শরীরের আরম্ভক (উৎপাদক) নহে। প্রাণ স্বয়ং ইন্দ্রিয়শক্তি হইতে জাত। ১১৩

তাৎপর্য্যার্থ:—প্রাণ ইন্দ্রিয়-সমূহের বৃত্তিরূপ। ইন্দ্রিয়সমূহের বিনাশ ঘটিলে প্রাণেরও বিনাশ ঘটিয়া থাকে। সেই জন্য মৃতদেহে ইন্দ্রিয় থাকে না বলিয়া প্রাণও থাকে না। অতএব প্রাণ দেহারম্ভক নহে। ১১৩

আভাস:—যদি প্রাণ দেহারম্ভক না হয়, তাহা হইলে প্রাণ ব্যতিরেকেও দেহ উৎপন্ন হইতে পারে। তদুত্তরে বলিতেছেন:—

ভোক্তুরধিষ্ঠানাদ্ভোগায়তননির্ম্মাণমন্যথা পূতিভাবপ্রসঙ্গাৎ। ১১৪

বঙ্গানুবাদ:—ভোক্তার অর্থাৎ প্রাণীর অধিষ্ঠানে (ব্যাপারবিশেষে) ভোগায়তনের অর্থাৎ দেহের নির্ম্মাণ (গঠন) নিষ্পন্ন হইয়া

থাকে। অন্যথা অর্থাৎ জীবের অধিষ্ঠান-অভাবে গর্ভগত শুক্রশোণিত মৃত শরীরের ন্যায় পচিয়া যাইত। ১১৪

আভাস :—কার্য্যকারী প্রাণেরই অধিষ্ঠাতৃত্ব সম্ভব। কূটস্থ প্রাণীর অধিষ্ঠাতৃত্ব কোথায়? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

ভৃত্যদ্বারা স্বাম্যধিষ্ঠিতির্নৈকান্তাৎ।॰ ১১৫

বঙ্গানুবাদ :—শরীরগঠনে সাক্ষাৎসম্বন্ধে স্বামীর কোনরূপ অধিষ্ঠিতি অর্থাৎ চেতন-পুরুষের ব্যাপার নাই। তাহা তদীয় প্রাণরূপ ভৃত্যের দ্বারা সম্পন্ন হয়। ফল কথা এই যে, চেতনপুরুষ প্রাণসংযোগ করত শরীর গঠন করেন। ১১৫

আভাস :—বিমুক্ত পুরুষের মুক্তির জন্যই প্রধানের প্রবৃত্তি, এইরূপ সাঙ্খ্যকারের মত। তাহাতে তার্কিকের তর্ক এই যে, যখন পুরুষের বন্ধন ও বন্ধন হইতে মুক্তি দেখা যাইতেছে, তখন কেমন করিয়া পুরুষ নিত্যমুক্ত হইতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

সমাধিসুষুপ্তিমোক্ষেষু ব্রহ্মরূপতা। ১১৬

বঙ্গানুবাদ :—সমাধিশব্দ দ্বারা অসম্প্রজ্ঞাত অবস্থা বুঝায়। সুষুপ্তি শব্দে সম্পূর্ণ সুষুপ্তি (নিঃস্বপ্ন নিদ্রা)। মোক্ষশব্দে বিদেহকৈবল্য। পুরুষ এই তিন কালে ব্রহ্মরূপ হন। অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির বিলয়হেতুক তদবচ্ছিন্ন উপাধির বিলয় হওয়ায় পুরুষ পূর্ণ স্বস্বরূপে অবস্থান করেন। ১১৬

আভাস :—তাহা হইলে সুষুপ্তি ও সমাধি হইতে মোক্ষের বিশিষ্টতা কি? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

দ্বয়োঃ সবীজমন্যত্র তদ্ধতিঃ। ১১৭

বঙ্গানুবাদ :—তন্মধ্যে সমাধি ও সুষুপ্তি এই উভয়কালে সবীজ ব্রহ্মরূপে এবং বিদেহকৈবল্যে নির্বীজ ব্রহ্মরূপে অধিষ্ঠিত হন। অর্থাৎ সমাধি ও সুষুপ্তিতে সংসারবীজ তিরোহিত থাকায় পুনরুত্থান হয়। বিদেহকৈবল্যে তাহা না থাকায় পুনঃ সংসার হয় না। ১১৭

আভাস :—সমাধি ও সুষুপ্তি দেখা যায়, কিন্তু মোক্ষ ত দেখা যায় না। অতএব মোক্ষের অস্তিত্বে প্রমাণ কি? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

দ্বয়োরিব ত্রয়স্যাপি দৃষ্টত্বান্ন তু দ্বৌ। ১১৮

বঙ্গানুবাদ :—সমাধি ও সুষুপ্তি দর্শনে মোক্ষের (কৈবল্যের) দর্শন অর্থাৎ অস্তিত্বানুমান করিতে পার। সমাধি ও সুষুপ্তি আছে, মোক্ষ নাই, তাহা নহে। [সমাধিসময়ের ও সুষুপ্তিসময়ের ব্রহ্মভাব সর্ব্বদৃষ্ট। পরন্তু তখন চিত্ত ও চিত্তস্থ রাগাদি দোষ সংস্কারীভূত হইয়া থাকে। সেই হেতু সে ব্রহ্মভাব স্থায়ী হয় না। সে দোষ যদি জ্ঞানানল দ্বারা ভস্মীভূত হইয়া যায়, তাহা হইলে কেন না তাহা (ব্রহ্মভাব) স্থায়ী হইবে? সুষুপ্ত্যাদি সদৃশ ব্রহ্মভাব স্থায়ী বা স্থির হওয়াই মোক্ষ।] ১১৮

আভাস :—প্রবল বৈরাগ্য-বশতঃ বাসনা বাধিত হওয়ায় সমাধি-সময়ে ব্রহ্মরূপতা স্বীকার করিলাম। কিন্তু সুষুপ্তিকালে প্রবল বাসনা থাকা সত্ত্বেও কেমন করিয়া ব্রহ্মরূপতা সিদ্ধ হইতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

বাসনয়ানর্থখ্যাপনং দোষযোগেঽপি
ন নিমিত্তস্য প্রধানবাধকত্বম্। ১১৯

বঙ্গানুবাদ :—দোষযোগ বিদ্যমানেও তৎকালে বাসনা অনর্থ

ঘটায় না। কেন না, নিমিত্ত প্রধানের বাধক নহে। যদ্যপিও সুপ্তি ও সমাধি উভয়ত্রই বাসনাখ্য সংসার-বীজ থাকে, তথাপি বৈরাগ্য আসিয়া সে বীজ ধ্বংস করায় যেরূপ সমাধিসময়ে ব্রহ্মরূপ হওয়া স্বীকার্য্য, তদ্রূপ সুষুপ্তিসময়েও যে বাসনা থাকে, তাহা প্রবল নিদ্রাদিদোষে বাধিত-প্রায় হইয়া থাকে। সেই জন্য সে সংস্কার তৎকালে সংসার স্মরণ করা-ইতে পারে না। ১১৯

আভাস:—সংস্কারের লেশ বশতঃ জীবন্মুক্ত পুরুষের শরীরধারণ। কিন্তু তাহাতে বক্তব্য এই যে, জীবন্মুক্ত পুরুষকেও সর্ব্বদা আমাদের ন্যায় একই অর্থ উপভোগ করিতে দেখা যায়। প্রথম উপভোগ উৎপাদন করি-বার পরই পূর্ব্বসংস্কার নষ্ট হইয়া যায়। অতএব সংস্কারান্তর বিনা কেমন করিয়া আবার ভোগ নিষ্পন্ন হইতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন:—

একঃ সংস্কারঃ ক্রিয়ানির্ব্বর্ত্তকো ন তু প্রতিক্রিয়ং
সংস্কারভেদা বহুকল্পনাপ্রসক্তেঃ। ১২০

বঙ্গানুবাদ:—জন্মান্তরীয় যে সংস্কারের সামর্থ্যে যে দেহ উৎ-পন্ন হয়, সেই এক সংস্কার সেই দেহের ভোগ সমাপ্ত করে। ভোগ শেষ হইলে সে আপনা আপনি নিবৃত্ত হয়। প্রত্যেক ক্রিয়ার অর্থাৎ ভোগের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সংস্কার স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত নহে। (কুম্ভ-কারচক্রের ভ্রমিও বেগ নামক এক সংস্কারের বলে কিছুক্ষণ থাকে এবং ভ্রমণ সমাপ্ত হইলে তাহা নাশপ্রাপ্ত হয়। তদ্রূপ একই সংস্কার জন্ম-সম্পাদন করে ও জন্মভোগ শেষ হইলে নিবর্ত্তিত হইয়া যায়)। ১২০

আভাস:—উদ্ভিদ্‌দিগেরও শরীর আছে, এ কথায় নাস্তিকগণের আপত্তি এই যে, যাহাতে বাহ্যজ্ঞান নাই, তাহা কখনও জীবদেহ হইতে পারে না। তদুত্তরে বলিতেছেন:—

ন বাহ্যবুদ্ধিনিয়মো বৃক্ষগুল্মলতৌষধিবনস্পতিতৃণবীরুধা-
দীনামপি ভোক্তৃভোগায়তনত্বং পূর্ব্ববৎ। ১২১

বঙ্গানুবাদ :—যাহাতে বাহ্যজ্ঞান বিদ্যমান, তাহাই জীবদেহ, ইহা নিয়মিত নহে। বাহ্যজ্ঞানহীন বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, ওষধি, বনস্পতি, তৃণ ও বীরুধ ইত্যাদির শরীরও ভোক্তার ভোগায়তন। ১২১

আভাস :—এ বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেখাইতেছেন :—

স্মৃতেশ্চ। ১২২

বঙ্গানুবাদ :—স্মার্ত্তগণ ঐ সকলকে জীব বলিয়াছেন। কারণ, স্মৃতিতে দেখা যায় যে, জীবগণ শরীরজ পাপের জন্য বৃক্ষদেহ, বাচিক পাপের জন্য পক্ষী ও পশুদেহ, এবং মানস পাপের জন্য অন্ত্যজ দেহ লাভ করে। ১২২

আভাস :—যদি বৃক্ষাদিরও এইরূপ চেতনত্ব থাকে, তবে তাঁহাদেরও মনুষ্যের ন্যায় ধর্ম্মাধর্ম্মাদিতে অধিকার আছে। তদুত্তরে বলিতেছেন :—

ন দেহমাত্রতঃ কর্ম্মাধিকারিত্বং বৈশিষ্ট্যশ্রুতেঃ। ১২৩

বঙ্গানুবাদ :—জীব যে শরীর পাইলেই কর্ম্মাধিকারী হয়, তাহা নহে। যে যে শরীর কর্ম্ম করিবার যোগ্য, শ্রুতি তাহা বিশেষ-রূপে নিরূপিত করিয়া বলিয়াছেন। ব্রাহ্মণাদিদেহসম্পন্ন জীবেরাই কর্ম্মা-ধিকারী এবং ব্রাহ্মণাদিশরীরই ধর্ম্মাধর্ম্মোৎপত্তির ভূমি। ১২৩

আভাস :—দেহের ভেদ অনুসারে কর্ম্মাধিকার দেখাইয়া, দেহের ভেদ বলিতেছেন :—

ত্রিধা ত্রয়াণাং ব্যবস্থা কর্ম্মদেহোপভোগদেহোভয়দেহাঃ। ১২৪

বঙ্গানুবাদ :—উত্তম, অধম ও মধ্যম, তিন শ্রেণী জীবের

শরীরের বিভাগ তিন প্রকার ;—কর্ম্মদেহ, ভোগদেহ ও উভয়দেহ। (ব্রাহ্মণগণের কর্ম্মদেহ, দেবতাবৃন্দের ভোগদেহ ও রাজর্ষিগণের উভয়দেহ।) ১২৪

আভাস :—চতুর্থ-প্রকার শরীরের কথা বলিতেছেন :—

স কিঞ্চিদপ্যনুশয়িনঃ। ১২৫

বঙ্গানুবাদ :—অনুশয়ী অর্থাৎ বীতরাগিগণের দেহ এই তিনের অতিরিক্ত। কারণ, তাঁহাদের প্রারব্ধকর্ম্ম শেষ হওয়া হেতুক ভোগাদি দেহ হইতে তাঁহাদের দেহ অন্যরূপ। ১২৫

আভাস :—ঈশ্বরাসিদ্ধিস্থাপনের জন্য জ্ঞান, ইচ্ছা ও কৃতির অনিত্যত্ব স্থাপন করিতেছেন :—

ন বুদ্ধ্যাদিনিত্যত্বমাশ্রয়বিশেষেঽপি বহ্নিবৎ। ১২৬

বঙ্গানুবাদ :—বুদ্ধ্যাদি অর্থাৎ জ্ঞান, ইচ্ছা, কৃতি (প্রযত্ন) এ সকলের আশ্রয়বিশেষও অর্থাৎ ঈশ্বরও নিত্য নহে। অগ্নি যেমন সর্ব্বত্রই অনিত্য, তদ্রূপ বুদ্ধ্যাদিও সর্ব্বত্র অনিত্য। ১২৬

আভাস :—যখন জ্ঞানাদির আশ্রয় ঈশ্বরই অসিদ্ধ, তখন তদাশ্রিত জ্ঞানাদি যে অনিত্য হইবে, তাহাতে আর বক্তব্য কি আছে? তাই বলিতেছেন :—

আশ্রয়াসিদ্ধেশ্চ। ১২৭

বঙ্গানুবাদ :—সে আশ্রয়বিশেষ অর্থাৎ ঈশ্বর অসিদ্ধ, অতএব তদাশ্রিত নিত্যজ্ঞানাদিও সিদ্ধ নহে। ১২৭

আভাস :—মণি, মন্ত্র ঔষধি ও তপের প্রভাববশতঃ সিদ্ধি দেখা যায় ; কিন্তু যোগজন্য সিদ্ধি ত দেখা যায় না। অতএব তাহার অস্তিত্ব কি? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

যোগসিদ্ধয়োঽপ্যৌষধাদিসিদ্ধিবন্নাপলপনীয়াঃ। ১২৮

বঙ্গানুবাদ:—ঔষধাদির দ্বারা সিদ্ধিলাভ লক্ষিত হইয়াছে। উহা দর্শনে যোগের দ্বারা অণিমাদি-সিদ্ধির অপলাপ করা যায় না অর্থাৎ যোগজনিত সিদ্ধিকে মিথ্যা বলা অসঙ্গত। ১২৮

আভাস:—পুরুষসিদ্ধির প্রতিকূলতা-হেতুক ভূতচৈতন্যবাদী চার্ব্বাকের মত খণ্ডন করিতেছেন :—

ন ভূতচৈতন্যং প্রত্যেকাদৃষ্টেঃ সাংহত্যেঽপি চ সাংহত্যেঽপি চ। ১২৯

বঙ্গানুবাদ:—সংহতাবস্থাতেও (মিলিতাবস্থাতেও) ভূতপঞ্চকে চৈতন্যের স্থিতি নাই। কেন না, বিভাগসময়ে তত্তদ্‌ভূতের কোনও ভূতে চৈতন্য-দর্শন হয় না; অতএব চৈতন্য এক স্বতন্ত্র ও স্বতঃসিদ্ধ বস্তু। ১২৯

তাৎপর্য্যার্থ:—নাস্তিক-শিরোমণি চার্ব্বাক বলেন যে, পৃথক্ পৃথক্ ভূতে চৈতন্য দেখা না গেলেও, দেহরূপে পরিণত মিলিতভূতে চৈতন্য সংঘটিত হয়। জ্ঞান, বুদ্ধি, চৈতন্য এ সকল একই বস্তু। উহা মস্তিষ্ক বা মস্তিষ্ক-ঘৃতের গুণ। মস্তিষ্কই সমস্ত জ্ঞানের উৎপত্তির ও স্থিতির স্থান। পৃথক্ চৈতন্য-স্বরূপ কোন আত্মা নাই। এ বিষয়ে সাংখ্য বলেন, চৈতন্য নামক জ্ঞান যদি দেহাবয়বরূপে পরিণত ভূতের গুণ হইত, তাহা হইলে মৃত ব্যক্তিরও চৈতন্য থাকিত। কারণ, তখনও তাহার মস্তিষ্কাদি দেহাবয়ব সমস্তই বিদ্যমান থাকে এবং বস্তু সত্ত্বে বস্তুগুণেরও কখন অভাব হইতে পারে না। অতএব চৈতন্য যে দেহাদি হইতে পৃথক্ ও স্বতঃসিদ্ধ বস্তু, ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। ১২৯

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আভাস :—প্রথম চারি অধ্যায়ে সমস্ত শাস্ত্রার্থ প্রকাশ করিয়া, পঞ্চম অধ্যায়ে পরমত খণ্ডন করত স্বমত স্থাপন করিলেন। সম্প্রতি ষষ্ঠাধ্যায়ে পূর্ব্বকথিত শাস্ত্রার্থের সার সংগ্রহ করিয়া জ্ঞানলাভেচ্ছু ছাত্রগণের বোধের জন্য স্থূণালিখনের ন্যায় (গৃহস্তম্ভে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কারু-কার্য্য করার মত) অনুক্ত-যুক্তি-সমূহের উপন্যাস-পূর্ব্বক সারভূত শাস্ত্রার্থ প্রকাশ করিতেছেন। এক্ষণে বাদীর তর্ক এই যে, আত্মা আছে, তাহার প্রমাণ কি? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

অস্ত্যাত্মা নাস্তিত্বসাধনাভাবাৎ। ১

বঙ্গানুবাদ :—আত্মার অবিদ্যমানতার সাধন নাই অর্থাৎ প্রমাণ নাই। উহা না থাকায় আত্মা আছে, ইহা দৃঢ়তর সিদ্ধান্ত। ১

আভাস :—সাধারণভাবে আত্মা আছে, এ কথা স্বীকারে কাহারও আপত্তি না থাকিলেও, আত্মার বিশেষ অবধারণে আপত্তি আছে। (কেহ বলেন, দেহই আত্মা, কেহ বলেন মন আত্মা ইত্যাদি) অতএব আত্মার বিশেষ নিরূপণ করিবার জন্য বলিতেছেন :—

দেহাদিব্যতিরিক্তোহসৌ বৈচিত্র্যাৎ। ২

বঙ্গানুবাদ :—বিচিত্রতা হেতু আত্মা শরীরাদির অতিরিক্ত। ২

তাৎপর্য্যার্থ :—আত্মা দেহাদির অতিরিক্ত। এই আদি-পদে প্রকৃতি পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে। কারণ, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও বেদাদিশাস্ত্রের দ্বারা প্রকৃতির পরিণামিত্ব ও আত্মার অপরিণামিত্বই

স্থিরীকৃত হইয়াছে। অতএব দেহাদিকে আত্মা বলিলে, দেহাদি যেমন বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর, যৌবন ও বার্দ্ধক্যাদি পরিণামবিশিষ্ট, আত্মাও তদ্রূপ পরিণামী হইয়া যান এবং দেহনাশে আত্মারও নাশপ্রসঙ্গ হওয়ায় পুনর্জ্জন্মাদিরূপ বৈচিত্র্যের অনুপপত্তি-রূপ দোষ উপস্থিত হয়। সুতরাং দেহাদি ভিন্ন আত্মা। ২

আভাস :—এ বিষয়ে অন্য কারণ দেখাইতেছেন :—

ষষ্ঠী ব্যপদেশাদপি। ৩

বঙ্গানুবাদ :—আমার দেহ, আমার মন, আমার বুদ্ধি, এই সম্বন্ধিসম্বন্ধের উল্লেখ বশতঃ আত্মার দেহাদিভিন্নতা নিশ্চিত হইয়া থাকে। ৩

আভাস :—রাহুর মস্তক, শিলাপুত্রের (নুড়ির) শরীর ইত্যাদি স্থলে যেরূপ অভেদে ষষ্ঠী হইয়াছে, অর্থাৎ রাহু ও তাহার মস্তক, নুড়ি ও তাহার শরীর, একই বস্তু! তদ্রূপ আমার দেহ, এখানেও অভেদে ষষ্ঠী, অর্থাৎ আমি ও আমার দেহ একই বস্তু বলিব? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

ন শিলাপুত্রবৎ ধর্ম্মিগ্রাহকমানবাধাৎ। ৪

বঙ্গানুবাদ :—শিলাপুত্রের দেহ, এই উল্লেখে অভেদে ভেদ ব্যবস্থাপিত হইতেছে বটে, কিন্তু আমার মন, আমার দেহ প্রভৃতি উল্লেখ তদ্রূপ নহে। কেন না, অভীপ্সিত স্থলে অভেদ ভেদষষ্ঠী (বিভক্তি-বিশেষ) হওয়া প্রমাণবাধিত। (শিলাপুত্র অর্থাৎ লোড়া। পেষণ-প্রস্তর। তাহা ও তাহার দেহ একই পদার্থ) আমি ও আমার দেহ তদ্রূপ এক পদার্থ নহে। যে শিলাপুত্র, সেই শিলাপুত্রের দেহ, ইহা

প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সমুদয় প্রমাণ তদুভয়ের ভেদ বা ভিন্নতা নিষেধ করে; কিন্তু আমি ও আমার দেহ, এ উভয়ের ভেদ কোনও প্রমাণ নিষেধ করে না। ৪

আভাস :—দেহাদি হইতে পুরুষের ভিন্নতা অবধারণ করিয়া তাহার মুক্তির স্বরূপ বলিতেছেন :—

অত্যন্তদুঃখনিবৃত্ত্যা কৃতকৃত্যতা। ৫

বঙ্গানুবাদ :—পুরুষ আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির দ্বারা চরিতার্থ হয়। (ইহার বিশদ ব্যাখ্যা ১ অধ্যায়ে ১ম সূত্রে দেখুন।) ৫

আভাস :—মুক্তিতে সুখের অভাব বিদ্যমান থাকায়, তাহাতে পুরুষের প্রবৃত্তি না হউক। বাদীর এই মত খণ্ডন করিয়া বলিতেছেন :—

যথা দুঃখাৎ ক্লেশঃ পুরুষস্য ন তথা সুখাদভিলাষঃ। ৬

বঙ্গানুবাদ :—কারণ, বাহুল্য হেতু দুঃখের প্রতি যত বিদ্বেষ, সুখের প্রতি বাসনা তত নহে। (ফলতঃ সুখবাসনা অপেক্ষা দুঃখনিবৃত্তির বাসনা বলবতী)। ৬

তাৎপর্য্যার্থ :—সুখ ও দুঃখের অতীত হইয়া কেবল আত্ম-স্বরূপে অবস্থান করার নাম মুক্তি। দুঃখ অত্যন্ত ক্লেশকর বলিয়া যেমন পরিত্যাজ্য, তদ্রূপ সুখও ক্লেশকর বলিয়া পরিত্যাজ্য। কারণ, সুখ ক্ষয়শীল ও ক্ষণপ্রভার প্রভার ন্যায় ক্ষণস্থায়ী। অথচ সেই নশ্বর সুখলাভ করিবার জন্য কতই না ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। সেই জন্য সাংখ্য বলেন যে, সুখও দুঃখমধ্যে গণনীয়। কাজেই সুখাভি-লাষ অপেক্ষা দুঃখ-নিবৃত্তির অভিলাষই অধিকতর এবং সেই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই মোক্ষ। ৬

আভাস:—দুঃখের তুলনায় সুখ অতি তুচ্ছ। অতএব দুঃখের বহুলতা হেতুক দুঃখ-নিবৃত্তিই যে পুরুষার্থ, তাহাই বলিতেছেন:—

কুত্রাপি কোঽপি সুখীতি। ৭

বঙ্গানুবাদ:—তৃণ, তরু, পশু, মনুষ্যাদি অনন্ত প্রাণীর মধ্যে কোন কোন প্রাণী (কোন মনুষ্য ও কোন দেবতা) সুখী দৃষ্ট হয়। ৭

আভাস:—সুখের হেয়ত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন:—

তদপি দুঃখশবলমিতি দুঃখপক্ষে নিক্ষিপ্যন্তে বিবেচকাঃ। ৮

বঙ্গানুবাদ:—বিবেচক ব্যক্তি তাহাদের সেই সুখকে দুঃখ-মিশ্রিত দেখিয়া দুঃখপক্ষেই নিক্ষেপ করেন। কারণ, তাহা বিষযুক্ত অন্নের ন্যায় সুখের কারণ না হইয়া দুঃখেরই কারণ হইয়া থাকে। ৮

তাৎপর্য্যার্থ:—যেমন বিষমিশ্রিত অন্ন ভোজনে তুষ্টি ও পুষ্টির পরিবর্ত্তে বিষে জর্জ্জরিত হইতে হয়, তদ্রূপ দুঃখমিশ্রিত সুখভোগেও চিন্তাদিরূপ নানাবিধ দুঃখে জর্জ্জরিত হইতে হয়। অতএব বিষমিশ্রিত অন্ন যেমন বিষমধ্যে গণনীয়, সেইরূপ দুঃখমিশ্রিত সুখও দুঃখমধ্যে নিক্ষেপণীয়। ৮

আভাস:—জগতে সুখেরই পুরুষার্থতা দেখা যায়, কেবল দুঃখ-নিবৃত্তির পুরুষার্থতা কোথায়? তদুত্তরে বলিতেছেন:—

সুখলাভাভাবাদপুরুষার্থমিতি চেন্ন দ্বৈবিধ্যাৎ। ৯

বঙ্গানুবাদ:—মোক্ষসংজ্ঞক দুঃখনিবৃত্তিসময়ে সুখানুভবের অভাব হইয়া থাকে। এই হেতু যে মোক্ষ অপুরুষার্থ, তাহা নহে। কেন না, পুরুষার্থ দ্বিবিধ। সুখও পুরুষার্থ এবং দুঃখনিবৃত্তিও পুরু-ষার্থ, কেহ কেবল সুখ ইচ্ছা করে, কেহ বা দুঃখনিবৃত্তি অভিলাষ

করে। অর্থাৎ কামী ব্যক্তি সুখ প্রার্থনা করেন আর নিষ্কামী ব্যক্তি সুখও দুঃখমিশ্রিত দেখিয়া কেবল দুঃখনিবৃত্তিই কামনা করেন এবং ঐ দুঃখনিবৃত্তিই পুরুষার্থ। ৯

আভাস :—দুঃখনিবৃত্তি পুরুষার্থ, এ কথা বলিতে পার না। কারণ, পুরুষ অসঙ্গ অর্থাৎ সুখ, দুঃখ ও মোহাদি অখিলগুণশূন্য। সুখ-দুঃখ চিত্তের ধর্ম্ম। অতএব সেই পরধর্ম্মের নিবৃত্তি কেমন করিয়া পুরুষের প্রার্থনীয় হইতে পারে? এইরূপ বাদীর তর্ক দেখাইতেছেন :—

নির্গুণত্বমাত্মনোঽসঙ্গত্বাদিশ্রুতেঃ। ১০

বঙ্গানুবাদ :—শ্রুতিপ্রমাণে বুঝা যায়, আত্মা অসঙ্গস্বভাব অর্থাৎ নির্গুণ। সুতরাং সুখ ও দুঃখনিবৃত্তি উভয়ের কিছুই প্রার্থনীয় নহে। ১০

আভাস :—অনন্তর বাদীর উক্ত তর্কের সমাধান করিতেছেন :—

পরধর্ম্মত্বেঽপি তৎসিদ্ধিরবিবেকাৎ। ১১

বঙ্গানুবাদ :—সুখদুঃখাদি পরধর্ম্ম (চিত্তধর্ম্ম) হইলেও তাহা অবিবেক-নিবন্ধন আত্মায় সিদ্ধি অর্থাৎ প্রতিবিম্বভাবে থাকা প্রমাণিত হয়। সেই প্রতিবিম্বনিবৃত্তি পুরুষের বাঞ্ছনীয় হইতে পারে। (ইহার বিশদ ব্যাখ্যা ১ম অঃ ৫৮ সূত্রে, ২য় অঃ ৩৫ সূত্র ও ৩য় অঃ ৭৪ সূত্রে দেখুন)। ১১

আভাস :—পুরুষে যে বন্ধন, তাহার মূল অবিবেক। অবিবেকের মূল কি? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

অনাদিরবিবেকোঽন্যথা দোষদ্বয়প্রসক্তেঃ। ১২

বঙ্গানুবাদ :—অবিবেক প্রবাহরূপে অনাদি। যদি সাদি বল,

তবে দুইটি দোষ ঘটে। সে দোষদ্বয় অবিবেকের সাদিত্বনির্ণয়ের অন্তরায়। (অবিবেক স্বয়ং জন্মে, এ পক্ষে মুক্ত পুরুষের পুনর্ব্বন্ধনাপত্তি এবং কর্ম্ম-প্রভব, এ পক্ষেও কর্ম্মের কারণ অনুসন্ধানে অনবস্থা)। ১২

আভাস :—অনাদিত্ব হেতুক অবিবেক নিত্য বা অনিত্য ? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

ন নিত্যঃ স্যাদাত্মবদন্যথানুচ্ছিত্তিঃ। ১৩

বঙ্গানুবাদ :—আত্মা যেরূপ অখণ্ড অনাদি, অবিবেক তাহা নহে। উহা প্রবাহাকারে অনাদি। প্রবাহাকার অনাদি ভিন্ন অখণ্ড অনাদির উচ্ছেদ নাই। ১৩

আভাস :—এইরূপ বন্ধের কারণ বলিয়া মুক্তির কারণ বলিতেছেন :—

প্রতিনিয়তকারণনাশ্যত্বমস্য ধ্বান্তবৎ। ১৪

বঙ্গানুবাদ :—অন্ধকার যেরূপ নির্দ্দিষ্টকারণনাশ্য, অর্থাৎ কেবলমাত্র আলোকের দ্বারা নাশ পায়, তদ্রূপ বন্ধনের হেতু অবিবেকও নির্দ্দিষ্টকারণনাশ্য অর্থাৎ কেবলমাত্র বিবেক দ্বারাই উহা নাশ পায়। ১৪

আভাস :—বিবেকেরও কি নির্দ্দিষ্ট কারণ আছে ? যদি থাকে, তবে তাহা কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

অত্রাপি প্রতিনিয়মোঽন্বয়ব্যতিরেকাৎ। ১৫

বঙ্গানুবাদ :—বিবেকেরও নির্দ্দিষ্ট কারণ আছে, যথা—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। অন্বয়ে ও ব্যতিরেকে ঐ তিনের কারণতা সম্পন্ন হয়। (অন্বয় ও ব্যতিরেকের ব্যাখ্যা ১ম অঃ ৪০ সূত্র দেখুন)। ১৫

আভাস :—আত্মা অবিবেক-বশতঃ বদ্ধ, না অন্য আর কোন কারণ আছে ? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

প্রকারান্তরাসম্ভবাদবিবেক এব বন্ধঃ। ১৬

বঙ্গানুবাদ :—অন্য প্রকার অসম্ভব বলিয়া অবিবেকই বন্ধন। এখানে বন্ধন বলিতে দুঃখযোগাখ্য বন্ধের কারণ বুঝিতে হইবে। কারণ, অবিবেকবশতঃই বন্ধন ঘটিয়া থাকে। ১৬

আভাস :—মুক্তিরও কার্য্যত্ব-হেতুক বিনাশ হইতে পারে। অতএব মুক্ত-পুরুষেরও পুনরায় বন্ধন হউক ? তদুত্তরে বলিতেছেন ঃ—

ন মুক্তস্য পুনর্ব্বন্ধযোগোঽপ্যনাবৃত্তিশ্রুতেঃ। ১৭

বঙ্গানুবাদ :—মুক্ত হইলে আর তাহার বন্ধন নাই। শ্রুতি কহেন, মুক্ত পুরুষের আবৃত্তি অর্থাৎ পুনরাগম বা পুনঃসংসার নাই। জগতে ভাবকার্য্যেরই নাশ হয়। দুঃখনিবৃত্তিরূপ মুক্তি অভাবকার্য্য। অতএব তাহার নাশ হইতে পারে না। ১৭

আভাস :—ইহার অন্যথায় যে কি দোষ হয়, তাহাই বলিতেছেন :—

অপুরুষার্থত্বমন্যথা। ১৮

বঙ্গানুবাদ :—মুক্ত হইলেও যদি পুনর্ব্বন্ধন ঘটিত, তবে মুক্তি পুরুষার্থপদবাচ্য হইত না। কেহই মুক্তি বাঞ্ছা করিত না। ১৮

আভাস :—মুক্ত পুরুষেরও পুনরায় বন্ধন হয়, এ কথা বলিলে, মুক্তি পুরুষার্থপদ-বাচ্য হইতে পারে না। তদ্বিষয়ে হেতু দেখাইতেছেন :—

অবিশেষাপত্তিরুভয়োঃ। ১৯

বঙ্গানুবাদ:—মুক্তপুরুষেরও ভাবি-বন্ধন ঘটিলে উভয়ের অর্থাৎ বদ্ধ ও মুক্তের কি প্রভেদ থাকে? অর্থাৎ মুক্তপুরুষ ও বদ্ধপুরুষে কিছুই বিশেষ অর্থাৎ পার্থক্য থাকে না। ১৯

আভাস:—বদ্ধ-পুরুষই মুক্ত হয়। অতএব পুরুষ নিত্যমুক্ত, ইহা কেমন করিয়া হইতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন:—

মুক্তিরন্তরায়-ধ্বস্তের্ন পরঃ। ২০

বঙ্গানুবাদ:—মুক্তি, প্রতিবন্ধকধ্বংস অর্থাৎ অন্তরায়-'বিনাশ' ভিন্ন অন্য কিছু নহে। (প্রতিবন্ধক শব্দে অবিবেক বা প্রকৃতির প্রতিবিম্বন)। ২০

তাৎপর্য্যার্থ:—অবিবেকরূপ বিঘ্নের নাশই মুক্তি। যেমন স্বভাবতঃ শুক্ল স্ফটিকমণির জবাকুসুমরূপ উপাধির প্রতিবিম্বন-নিমিত্ত রক্তত্ব-শুক্লত্বের আবরক বলিয়া বিঘ্নমাত্র। কারণ, বাস্তবপক্ষে উপাধির সান্নিধ্যবশতঃ স্ফটিকমণির শুক্লত্ব নষ্ট হয় না বা উপাধির অপগমে শুক্লত্ব উৎপন্ন হয় না, তদ্রূপ স্বভাবতঃ দুঃখরহিত আত্মারও বুদ্ধিরূপ-উপাধি-গত দুঃখের প্রতিবিম্বন স্বরূপের আবরক বলিয়া বিঘ্নমাত্র। বস্তুতঃ বুদ্ধিরূপ উপাধির সন্নিকর্ষে আত্মাতে দুঃখ জন্মায় না বা তাহার অপগমে দুঃখের নাশ হয় না। অতএব পুরুষ (আত্মা) নিত্যমুক্ত। বন্ধ বা মোক্ষ ব্যবহারিক মাত্র।

আভাস:—যদি বন্ধ ও মোক্ষ মিথ্যা বল, তাহা হইলে পুরুষার্থ-প্রতিপাদক শ্রুতির বিরোধ উপস্থিত হইতেছে; তাহার উপায় কি? তদুত্তরে বলিতেছেন:—

তত্রাপ্যবিরোধঃ। ২১

বঙ্গানুবাদ:—অন্তরায়-বিনাশই মোক্ষ, এ সিদ্ধান্ত পুরুষার্থ-বিরোধী নহে। কারণ, দুঃখযোগ ও দুঃখবিরহ উভয়ই পুরুষে কল্পিত। অবিবেক দূর হইলে দুঃখনিবৃত্তি হয়। সুতরাং অবিবেকসংজ্ঞক প্রতিবন্ধকের বিনাশই পুরুষার্থ। ২১

আভাস:—যদি অন্তরায়-ধ্বংসমাত্রই মুক্তি হয়, তাহা হইলে শ্রবণমাত্রই মুক্ত হউক ? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

অধিকারিত্রৈবিধ্যান্ন নিয়মঃ। ২১

বঙ্গানুবাদ:—শ্রবণমাত্রে বিবেকসাক্ষাৎকার ঘটে না। কেন না, বিবেকজ্ঞানের অধিকারী ত্রিবিধ ;—উত্তম, অধম এবং মধ্যম। উত্তমাধিকারীদিগের শ্রবণের অনন্তর তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়। ২২

আভাস:—মধ্যম ও অধম অধিকারিগণের বিবেকজ্ঞানলাভে শ্রবণ ব্যতীত অন্যও যে কারণ আছে, তাহাই বলিতেছেন :—

দার্ঢ্যার্থমুত্তরেষাম্। ২৩

বঙ্গানুবাদ:—মধ্যম ও অধম অধিকারিগণের জন্য আত্যন্তিক-প্রতিবন্ধকধ্বংসরূপ মোক্ষের দৃঢ়তা-সম্পাদনার্থ শ্রবণের পর মননের ও নিদিধ্যাসনের বিধান হইয়াছে। অর্থাৎ তাঁহারা শ্রবণের পর মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে করিতে ক্রমশঃ তত্ত্বজ্ঞানলাভ করিয়া থাকেন। ২৩

আভাস:—পদ্মাদি আসনের মধ্যে কোন্ আসন অভ্যাস করা আবশ্যক ? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

স্থিরসুখমাসনমিতি ন নিয়মঃ। ২৪

বঙ্গানুবাদ:—পদ্মাদি আসন অভ্যস্ত করিতেই হইবে, এরূপ

কোন নিয়ম নাই। দেহ ও মন বিচলিত না হয় ও সুখপ্রদ হয়, এরূপ উপবেশনকেই আসন বলা যায়। ২৪

আভাস:—যোগের মুখ্য-সাধন বলিতেছেন :—

ধ্যানং নির্বিষয়ং মনঃ । ২৫

বঙ্গানুবাদ:—অন্তঃকরণ বিষয়পরিশূন্য অর্থাৎ বৃত্ত্যন্তররহিত হইলে তাহা ধ্যানসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। ২৫

আভাস:—যোগ ও অযোগ সকল অবস্থাতেই পুরুষ একরূপ। অতএব যোগের আবশ্যক কি? এইরূপ বাদীর তর্ক আশঙ্কা করিয়া, তাহার সমাধান করিতেছেন :—

উভয়থাপ্যবিশেষশ্চেৎ নৈবমুপরাগনিরোধাদ্ বিশেষঃ। ২৬

বঙ্গানুবাদ:—উপরাগ নিরুদ্ধ হওয়া হেতু অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির প্রতিবিম্ব পুরুষ হইতে অপগত হওয়া হেতুক যোগাবস্থা অযোগাবস্থা অপেক্ষা বিশিষ্ট অর্থাৎ পৃথক্। বুদ্ধির ছায়া অবরুদ্ধ না হইলে দুই অবস্থাই তুল্য। ২৬

আভাস:—পুরুষ নিঃসঙ্গ। অতএব তাহাতে কেমন করিয়া উপরাগ হইতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

নিঃসঙ্গোপ্যুপরাগোঽবিবেকাৎ । ২৭

বঙ্গানুবাদ:—সঙ্গহীন পুরুষে পারমার্থিক উপরাগ নাই বটে, কিন্তু তিনি বুদ্ধির সহিত অবিবিক্ততা নিবন্ধন প্রতিবিম্ব দ্বারা উপরাগ-প্রাপ্তের ন্যায় হন। ২৭

আভাস:—ইহাই দৃষ্টান্তের দ্বারা বিশদ করিতেছেন :—

জবা-স্ফটিকয়োরিব নোপরাগঃ কিন্তভিমানঃ। ২৮

বঙ্গানুবাদ:—উপরাগও প্রকৃত নহে। জবাকুসুম স্ফটিক-সন্নিহিত থাকিলেও স্বচ্ছস্বভাব স্ফটিকে জবার বাস্তব উপরাগ হয় না, অর্থাৎ জবার রক্তিমা স্ফটিকে অনুক্রান্ত হয় না; তাহা প্রতিবিম্বিত হয় মাত্র। সেই প্রতিবিম্বে, "স্ফটিক রক্তবর্ণ" এই আভিমানিকী বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। বুদ্ধি-পুরুষের উপরাগ সেইরূপ জানিবে। অর্থাৎ বুদ্ধিপ্রতিবিম্ব বশতঃ অবিবেক হেতুক উপরাগ অভিমান মাত্র। ২৮

আভাস:—বৃত্ত্যন্তররহিত মনঃই ধ্যান নামে কথিত হয়, ইহার দ্বারা যোগ উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে সেই যোগের সাধনসমূহ-কথন-প্রসঙ্গে উপরাগের নিরোধ-উপায় বলিতেছেন :—

ধ্যানধারণাভ্যাসবৈরাগ্যাদিভিস্তন্নিরোধঃ। ২৯

বঙ্গানুবাদ:—সমাধি দ্বারা যোগের হেতু ধ্যান, ধ্যানের হেতু ধারণা, ধারণার হেতু অভ্যাস অর্থাৎ চিত্তস্থৈর্য্যসাধন। অভ্যাস স্থায়ী হওয়ার হেতু বিষয়বৈরাগ্য। বৈরাগ্যের হেতু বিষয়ের দোষানুসন্ধান। এই নিয়মে উপরাগের নিরোধ (অবসান) হইয়া থাকে। ২৯

আভাস:—চিত্তনিষ্ঠ ধ্যানাদির দ্বারা পুরুষের উপরাগ-নিরোধ-বিষয়ে সাঙ্খ্যাচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত বলিতেছেন :—

লয়বিক্ষেপয়োর্ব্যাবৃত্ত্যেত্যাচার্য্যাঃ। ৩০

বঙ্গানুবাদ:—ধ্যানাদির দ্বারা চিত্তের লয় ও বিক্ষেপবৃত্তির অর্থাৎ নিদ্রাবৃত্তি ও প্রমাণাদি-বৃত্তির নিরোধ অর্থাৎ অবসান হেতুক পুরুষেরও বৃত্ত্যুপরাগ নিরোধ হইয়া থাকে। কারণ, বিম্বের নিরোধ হইলেই

প্রতিবিম্বের নিরোধ হইয়া থাকে, এইরূপ পূর্ব্বসাংখ্যাচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন। ৩০

আভাস:—নির্জন নদীতট, অরণ্য বা পর্ব্বতগুহা কোথায় ধ্যান করা কর্ত্তব্য? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

ন স্থাননিয়মশ্চিত্তপ্রসাদাৎ। ৩১

বঙ্গানুবাদ:—ধ্যানাদির জন্য স্থাননিয়ম নাই। যে স্থলে চিত্ত প্রফুল্ল হয়, তাহাই ধ্যানযোগ্য স্থান। ৩১

আভাস:—মোক্ষবিচার সমাপ্ত করিয়া, এক্ষণে পুরুষের অপরিণামিত্ব হেতুক জগতের কারণ বিচার করিতেছেন :—

প্রকৃতেরাদ্যোপাদানতান্যেষাং কার্য্যত্বশ্রুতেঃ। ৩২

বঙ্গানুবাদ:—শ্রুতিতে উক্ত আছে, প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্বাদি উদ্ভূত। সুতরাং প্রকৃতিই মূলকারণ ও অপরাপর তত্ত্ব তাহার কার্য্য। ৩২

আভাস:—পুরুষই জগতের উপাদান হউক, প্রকৃতির আবশ্যক কি? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

নিত্যত্বেঽপি নাত্মনো যোগ্যত্বাভাবাৎ। ৩৩

বঙ্গানুবাদ:—পুরুষ অনাদি ও নিত্য হইলেও তিনি অযোগ্য বলিয়া উপাদানকারণ (জগতের) নহেন। কারণ, গুণ বা সম্বন্ধ হওয়ার হেতু পরিণাম-শক্তি না থাকিলে তাহা কাহারও উপাদান হইতে পারে না। পুরুষ নির্গুণ ও অসঙ্গ। ৩৩

আভাস:—বহুপ্রজা পুরুষ হইতে সম্প্রসূত হইয়াছে, এইরূপ শ্রুতি থাকায়, পুরুষেরই কারণত্ব বুঝাইতেছে। অতএব বৈদান্তিক

প্রভৃতির বিবর্ত্তাদি বাদই আশ্রয়ণীয়। বাদীর এইরূপ তর্কের আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন :—

শ্রুতিবিরোধান্ন কুতর্কাপসদস্যাত্মলাভঃ। ৩৪

বঙ্গানুবাদ :—পুরুষ জগৎকারণ, ইহা ব্যবস্থাপনার্থ যত কুতর্ক সৃষ্টি করিবে, সমস্তই শ্রুতিবাধিত; সুতরাং স্থিতিহীন হইবে। ৩৪

আভাস :—স্থাবরজঙ্গমাদিতে পৃথিবী প্রভৃতি ভূতেরই কারণত্ব দেখা যায়। অতএব প্রকৃতির সর্ব্বোপাদানত্ব কেমন করিয়া হইতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

পারম্পর্য্যেঽপি প্রধানানুবৃত্তিরণুবৎ। ৩৫

বঙ্গানুবাদ— :—প্রকৃতিই তৃণাদি স্থাবর বস্তুর কারণ; কিন্তু সাক্ষাৎ কারণ নহে। যদ্রূপ পরমাণু-কারণ-বাদীর মতে পরম্পরা সম্বন্ধেও পরমাণুর কারণতা অঙ্গীকৃত হয়, সেইরূপ সাঙ্খ্যমতেও পরিণামপরম্পরায় প্রকৃতির কারণতা স্বীকার্য্য। ৩৫

আভাস :—প্রকৃতির ব্যাপকত্বে প্রমাণ কি? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

সর্ব্বত্র কার্য্যদর্শনাদ্বিভুত্বম্। ৩৬

বঙ্গানুবাদ :—সর্ব্বত্রই প্রকৃতির কার্য্য দেখা যায়। সুতরাং প্রকৃতি বিভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপিনী বা পরিপূর্ণা। ৩৬

আভাস :—প্রকৃতি পরিচ্ছিন্না হইলেই বা ক্ষতি কি? যেখানে কার্য্য উৎপন্ন হয়, সেইখানেই গমন করে। তদুত্তরে বলিতেছেন :—

গতিযোগেঽপ্যাদ্যকারণতাহানিরণুবৎ। ৩৭

বঙ্গানুবাদ :—যদি বল, প্রকৃতি গতিবিশিষ্টা, তাহা হইলে

তাঁহাকে পরমাণু প্রভৃতির ন্যায় নিয়মিত বস্তু বলিতে হয় এবং তাহাতে তাঁহার মূল কারণতার হানি হয়। ৩৭

ভাৎপর্য্যার্থ:—প্রকৃতি সর্ব্বব্যাপিনী ও পরিপূর্ণা, অণু প্রভৃতির ন্যায় পরিচ্ছিন্না বা পরিমিতা নহেন। যাহা পরিমিত বস্তু, তাহারই এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গতি হইতে পারে। অতএব সর্ব্বব্যাপিনী প্রকৃতির গতি স্বীকারের যোগ্য নহে। ৩৭

আভাস:—পৃথিবী প্রভৃতির নয়টি (পৃথিবী, অপ্, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মনঃ) দ্রব্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। সুতরাং পৃথিবীত্বাদি শূন্য প্রকৃতি দ্রব্য নহে, এ কথা বলিতে পার না। কারণ, সংযোগ, বিভাগ ও পরিণামাদির দ্বারাই দ্রব্যত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। তদুত্তরে বলিতেছেন:—

প্রসিদ্ধাধিক্যং প্রধানস্য ন নিয়মঃ। ৩৮

বঙ্গানুবাদ:—প্রকৃতি বৈশেষিকাদি প্রসিদ্ধ দ্রব্যাদি পদার্থের অতিরিক্ত। অতএব দ্রব্যাদি ৭টি এবং প্রমাণাদি ১৬ পদার্থ আছে, অধিক নাই, এইরূপ নির্দ্দেশ বা নিয়ম করা যুক্তিসঙ্গত নহে। ৩৮

আভাস:—সত্ত্বাদি গুণত্রয়ই প্রকৃতি, না গুণত্রয়রূপ বস্তুত্রয়ের আশ্রয়ভূতা প্রকৃতি? এইরূপ সন্দেহে বলিতেছেন:—

সত্ত্বাদীনামতদ্ধর্ম্মত্বং তাদ্রূপ্যাৎ। ৩৯

বঙ্গানুবাদ:—সত্ত্বাদি গুণ প্রকৃতির ধর্ম্ম নহে। ঐ সকল প্রকৃতির স্বরূপ। ৩৯

আভাস:—প্রকৃতির প্রবৃত্তিবিষয়ে প্রয়োজন স্থির করিতেছেন। কারণ, নিষ্প্রয়োজনে প্রবৃত্তি স্বীকার করিলে মোক্ষের অনুপপত্তি হয়:—

অনুপভোগেঽপি পুমর্থং সৃষ্টিঃ প্রধানস্যোষ্ট্রকুঙ্কুমবহনবৎ। ৪০

বঙ্গানুবাদ :—প্রকৃতি স্বয়ং ভোগার্থ সৃষ্টি করেন না। তিনি উষ্ট্রের কুঙ্কুমবহনের ন্যায় পুরুষের ভোগের জন্য সৃষ্টি করেন। (৩য় অঃ ৫৮ সূত্র দেখুন)। ৪০

আভাস :—বিচিত্র অর্থাৎ নানাবিধ সৃষ্টিতে নিমিত্তকারণ কি? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

কর্ম্মবৈচিত্র্যাৎ সৃষ্টিবৈচিত্র্যম্। ৪১

বঙ্গানুবাদ :—জীবের উপার্জ্জিত কর্ম্ম (ধর্ম্মাধর্ম্ম) অতীব বিচিত্র (অনেকবিধ)। এই হেতু তদনুযায়ী সৃষ্টিও বিচিত্রা (অনেক প্রকার)। ৪১

আভাস :—সৃষ্টির কারণ প্রকৃতি, প্রলয়ের কারণ কি? কারণ, একই কারণ হইতে দুইটি বিরুদ্ধ কার্য্য হইতে পারে না। তদুত্তরে বলিতেছেন :—

সাম্যবৈষম্যাভ্যাং কার্য্যদ্বয়ম্। ৪২

বঙ্গানুবাদ :—সত্বরজস্তমঃ এই গুণত্রয় কখন সমান ও কখন অসমান হয়। এই হেতু কখন সৃষ্টি ও কখন প্রলয় হয়। অর্থাৎ সাম্য-কালে প্রলয় ও বৈষম্যকালে সৃষ্টি। ৪২

আভাস:—প্রধানের সৃষ্টিকার্য্য স্বভাবসিদ্ধ। অতএব জ্ঞানলাভের পরও সৃষ্টি করুক? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

বিমুক্তবোধান্ন সৃষ্টিঃ প্রধানস্য লোকবৎ। ৪৩

বঙ্গানুবাদ :—যে পুরুষ আপনাকে বিমুক্ত জ্ঞান করে, অর্থাৎ জ্ঞান দ্বারা স্বকীয় মুক্তস্বভাব মানসপ্রত্যক্ষে বিদিত হয়, প্রকৃতি সে পুরুষের

সম্বন্ধে (নিকট) সৃষ্টি করেন না অর্থাৎ আপনার পরিণামক্রম প্রদর্শন করান না। যেমন এই জগতে ভৃত্যগণ রাজার কার্য্য সমাপ্ত করিয়া কৃতকৃত্য হয়, তদ্রূপ প্রকৃতিও পুরুষকে মুক্ত করিয়া কৃতার্থা হন, অর্থাৎ আর কিছু করেন না। ৪৩

আভাস :—প্রকৃতির সৃষ্টির বিরাম নাই। কারণ, অজ্ঞজীবের সংসার দেখা যায়। সুতরাং প্রধানের এইরূপ সৃষ্টির দ্বারা মুক্ত পুরুষেরও পুনরায় বন্ধন হউক। তদুত্তরে বলিতেছেন :—

নান্যোপসর্পণেঽপি মুক্তোপভোগো নিমিত্তাভাবাৎ। ৪৪

বঙ্গানুবাদ :—প্রকৃতি অন্য পুরুষের উপসর্পণা করিলেও (অন্যের জন্য সৃষ্টি করিলেও অর্থাৎ পরিণতা হইলেও) নিমিত্ত না থাকায় তদ্দ্বারা মুক্ত পুরুষের ভোগ জন্মে না। সে পুরুষের উপাধি (স্থূল-সূক্ষ্ম দেহ)—তাহা তাহার সমূলে উন্মূলিত হইয়া যায়। সুতরাং সে পুরুষের সৃষ্টি-দর্শন অনন্তকালের জন্য স্থগিত বা অন্তর্হিত হইয়া থাকে। ৪৪

আভাস :—পুরুষের বহুত্ব স্বীকার করিলে, এইরূপ ব্যবস্থা সম্ভব হইতে পারে; কিন্তু তাহা হইলে আত্মা অদ্বৈত অর্থাৎ এক, এইরূপ শ্রুতির বাধা উপস্থিত হয়। তদুত্তরে বলিতেছেন :—

পুরুষবহুত্বং ব্যবস্থাতঃ। ৪৫

বঙ্গানুবাদ :—সুখদুঃখাদির সুব্যবস্থা দৃষ্টে পুরুষের বহুত্ব উপলব্ধ হয়। পুরুষ বা আত্মা প্রতি দেহে ভিন্ন, এক নহে। (ইহার বিশদ ব্যাখ্যা প্রথম অধ্যায়ে ১৪৯ সূত্র হইতে ১৫৫ সূত্র পর্য্যন্ত দেখুন)। ৪৫

আভাস :—উপাধির ভেদ-হেতুক বন্ধমোক্ষ-ব্যবস্থা হউক? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

উপাধিশ্চেৎ তৎসিদ্ধৌ পুনর্দ্বৈতম্। ৪৬

বঙ্গানুবাদ :—আত্মা এক, উপাধিই বহু, উপাধির ভঙ্গে উপহিতের মোক্ষ, যদি এরূপ স্বীকার কর, তাহা হইলেও অদ্বৈতবাদ ভঙ্গ হইবে। কারণ, উপাধি বলিয়া আর একটি বস্তু সিদ্ধ হইতেছে। ৪৬

আভাস :—যদি অবিদ্যা-নিবন্ধন উপাধি বলা যায়, তাহা হইলে অদ্বৈতভঙ্গ হয় না। তদুত্তরে বলিতেছেন :—

দ্বাভ্যামপি প্রমাণবিরোধঃ। ৪৭

বঙ্গানুবাদ :—আত্মা ও অবিদ্যা, এই উভয় স্বীকার করিলে অদ্বৈতপ্রমাণ-শ্রুতির বিরোধ উপস্থিত হয়। সুতরাং ইহাও পূর্ব্বের ন্যায় দোষদুষ্ট। ৪৭

আভাস :—অদ্বৈতবাদ স্বীকার করিলে যে আরও দুইটি দোষ হয়, তাহাই দেখাইতেছেন :—

দ্বাভ্যামপ্যবিরোধান্ন পূর্ব্বমুত্তরঞ্চ সাধকাভাবাৎ। ৪৮

বঙ্গানুবাদ :—পুরুষ (আত্মা) ও অবিদ্যা, যদি এই দুই স্বীকার কর, তাহা হইলে একাত্মবাদীর পূর্ব্বপক্ষ থাকে না, খণ্ডিত হইয়া যায়। কারণ, সাঙ্খ্যমতেও প্রকৃতি ও পুরুষ অঙ্গীকার করেন এবং বিকারমিথ্যাত্বও স্বীকার করেন। অপিচ, সাধক (প্রমাণ) না থাকায় অদ্বৈতবাদীর উত্তর অর্থাৎ সিদ্ধান্ত ভঙ্গ হইয়া যায়। কারণ, যাঁহারা কহেন, কেবল আত্মাই আছে, অন্য কিছু নাই, তাঁহারা কিসের দ্বারা আত্মা থাকা প্রমাণিত করিবেন? যেহেতু, তাঁহাদের আত্মার সাধক প্রমাণের অভাব থাকায় প্রমাণ প্রভৃতি স্বীকার করিতে গেলেও অদ্বৈতবাদের হানি উপস্থিত হয়। ৪৮

আভাস :—স্বপ্রকাশ বশতঃই আত্মা সিদ্ধ হইবেন। তদুত্তরে বলিতেছেন :—

প্রকাশতস্তৎসিদ্ধৌ কর্ম্মকর্ত্তৃবিরোধঃ। ৪৯

বঙ্গানুবাদ :—কেবলমাত্র প্রকাশের দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব সিদ্ধ (প্রমাণিত) হয় না। তাহাতে কর্ম্মকর্ত্তৃবিরোধ-দোষ ঘটে। প্রকাশ্য ও প্রকাশক উভয়ের অবস্থান ভিন্ন একের অবস্থান অপ্রমাণ। যে কর্ত্তা, সেই কর্ম্ম, ইহা দৃষ্টিবিরুদ্ধ। প্রকাশ্য পদার্থ না থাকিলে প্রকাশরূপী আত্মা কাহাকে প্রকাশ্য করিবে? ইহা কোনরূপেই সঙ্গত নহে। তিনি প্রকাশক, কিন্তু তাঁহার প্রকাশ্য কৈ? প্রকাশ্য থাকা আবশ্যক। প্রকাশের কর্ম্ম অর্থাৎ প্রকাশ্য পৃথক্ থাকা প্রয়োজনীয়। ৪৯

আভাস :—কর্ত্তৃ-কর্ম্ম-বিরোধ হইতে পারে না। কারণ, স্বনিষ্ঠ প্রকাশধর্ম্ম দ্বারা নিজের সহিত নিজেরই সম্বন্ধ; যেমন বৈশেষিক-দিগের স্বনিষ্ঠ জ্ঞান দ্বারা নিজের বিষয় নিজেই হইয়া থাকে। তদুত্তরে বলিতেছেন :—

জড়ব্যাবৃত্তো জড়ং প্রকাশয়তি চিদ্রূপঃ। ৫০

বঙ্গানুবাদ :—জড়ত্ববিপরীত চৈতন্য আত্মার বা পুরুষের স্বরূপ এবং তাহাই জড়ের প্রকাশক। জড় উহার প্রকাশ্য। ৫০

আভাস :—যদি এইরূপ প্রমাণাদির দ্বারা দ্বৈতবাদই সিদ্ধ হইল, তবে অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে যে শ্রুতি আছে, তাহার গতি কি? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

ন শ্রুতিবিরোধো রাগিণাং বৈরাগ্যায় তৎসিদ্ধেঃ। ৫১

বঙ্গানুবাদ—দ্বৈত (চিৎ ও জড়) পরমার্থ অর্থাৎ মূলতত্ত্ব

হইলেও তাহা অদ্বৈতবাদিনী শ্রুতির বিরুদ্ধ হয় না। কারণ, অদ্বৈত-বাদিনী শ্রুতি রাগীর বিষয়-বৈরাগ্যার্থ কথিত। পূর্ব্বে এ কথা উক্ত হইয়াছে। ৫১

আভাস:—কেবল পূর্ব্বোক্ত প্রমাণের দ্বারা যে অদ্বৈতবাদ অসিদ্ধ, তাহা নহে। জগতের অসত্যতা-প্রতিপাদক প্রমাণের অভাবেও অদ্বৈতবাদ অসিদ্ধ। তাহাই বলিতেছেন:—

জগৎসত্যত্বমদুষ্টকারণজন্যত্বাদ্‌বাধকাভাবাচ্চ। ৫২

বঙ্গানুবাদ:—এই জগৎ রজ্জুদৃষ্ট ভুজঙ্গবৎ মিথ্যা নহে, কিন্তু সত্য। কারণ, ইহা অদৃষ্টকারণপ্রভব ও বাধকপ্রমাণবিহীন। (ইহার বিশদ ব্যাখ্যা ১ম অঃ ৭৯ সূত্র দেখুন)। ৫২

আভাস:—কেবল যে বর্ত্তমান অবস্থাতেই জগৎ সৎ, তাহা নহে। সর্ব্বদাই জগৎ সৎ। তাহাই বলিতেছেন:—

প্রকারান্তরাসম্ভবাৎ সদুৎপত্তিঃ। ৫৩

বঙ্গানুবাদ:—অন্যরূপ অসম্ভব বলিয়া সতেরই উৎপত্তি অঙ্গীকৃত হয়। (ইহার তাৎপর্য্যার্থ ১ম অঃ ১১৪ সূত্র দেখুন)। ৫৩

আভাস:—"অহং করোমি" অর্থাৎ আমি করি, এইরূপ বোধ হওয়ায় অহঙ্কার কর্ত্তা, না আত্মা কর্ত্তা? তদুত্তরে বলিতেছেন:—

অহঙ্কারঃ কর্ত্তা, ন পুরুষঃ। ৫৪

বঙ্গানুবাদ:—যে কিছু কর্ত্তৃত্ব, সকলই অহঙ্কারনিষ্ঠ, পুরুষনিষ্ঠ নহে। ৫৪

আভাস:—বিবেকখ্যাতির পরেও পুনরায় কর্ম্মের উৎপত্তি হেতুক আবার বদ্ধ হউক? তদুত্তরে বলিতেছেন:—

চিদবসনা ভুক্তিস্তৎকর্ম্মার্জ্জিতত্বাৎ। ৫৫

বঙ্গানুবাদ :—অহঙ্কার কর্ত্তা বটে, কিন্তু ভোগ চিদাত্মায় পর্য্যবসিত। ভোগ অর্থাৎ প্রতিবিম্বিত হওয়া। এক অহঙ্কারের কর্ম্মে অন্য পুরুষের ভোগ হয় না। যে পুরুষের অহঙ্কার, সেই পুরুষ সেই কর্ম্ম উপার্জ্জন করে এবং তাহা সেই পুরুষেরই ভোগ জন্মায়। তাহারই সহিত তাহার সম্বন্ধ, অপরের সহিত নহে। ৫৫

আভাস :—ব্রহ্মলোকাদিতে গমন করিলেও যে নিষ্কৃতির উপায় নাই, তাহাই বলিতেছেন :—

চন্দ্রাদিলোকেঽপ্যাবৃত্তিনিমিত্তসদ্ভাবাৎ। ৫৬

বঙ্গানুবাদ :—কর্ম্মপ্রভাবে চন্দ্রলোকাদি লাভ করিলেও কারণ-যোগ থাকায় আবৃত্তি অর্থাৎ ইহলোকে পুনর্জ্জন্ম হইয়া থাকে। (১ম অঃ ৬ সূত্র দেখুন)। ৫৬

আভাস :—সেই সেই লোকে বাসকারী ব্যক্তিগণের উপদেশ শ্রবণবশতঃ মুক্তি হউক? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

লোকস্য নোপদেশাৎ সিদ্ধিঃ পূর্ব্ববৎ। ৫৭

বঙ্গানুবাদ :—যেমন বাসনাধিক্যবশতঃ মনুষ্যলোকে উপদেশ শ্রবণ-মাত্র সিদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান-লাভ হয় না, সেইরূপ তত্তৎ চন্দ্রাদি-লোকস্থ ব্যক্তিগণেরও উপদেশ শ্রবণ-মাত্র জ্ঞানলাভ হয় না। অতএব ব্রহ্মাদি লোকে গমন করিলেই যে জ্ঞানলাভ হইবে, এরূপ কোন নিশ্চয় নাই। তবে উপদেশ শ্রবণানন্তর ইহলোকের ন্যায় মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে করিতে যাহার বাসনা-ক্ষয় হয়, তিনিই জ্ঞান-লাভ করত মুক্তির অধিকারী হইয়া থাকেন। ৫৭

আভাস :—ব্রহ্মলোক হইতে পুনরাবৃত্তি নাই, এইরূপ যে শ্রুতি আছে, তাহার গতি কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

পারম্পর্য্যেণ তৎসিদ্ধৌ বিমুক্তিশ্রুতিঃ। ৫৮

বঙ্গানুবাদ :—ব্রহ্মলোকাদিতে গমনকারী ব্যক্তিগণের শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনাদি-পরম্পরায় প্রায়ই বিবেকজ্ঞান লাভ হওয়ায় মুক্তি শ্রবণ করা যায়। কিন্তু কেবল গমনমাত্রেই যে মুক্তি হয়, তাহা নহে। তথায় গিয়াও যাহার বিবেক-সাক্ষাৎকার হয় না, তাহারই পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু ব্রহ্মলোকাদিতে গমনকারী ব্যক্তিগণের প্রায়ই বিবেক-সাক্ষাৎকার হয় বলিয়া, অনাবৃত্তি-শ্রুতি দেখা যায়। সেই জন্যই ব্রহ্মলোক অন্য লোক হইতে বিশেষ অর্থাৎ উত্তম।

আভাস :—পরিপূর্ণ ও সর্ব্বব্যাপী আত্মার যে গতি-শ্রুতি শাস্ত্রে দেখা যায়, তাহার সঙ্গতি করিতেছেন :—

গতিশ্রুতেশ্চ ব্যাপকত্বেঽপ্যুপাধিযোগাদ্ভোগদেশকাললাভো ব্যোমবৎ। ৫৯

বঙ্গানুবাদ :—আত্মা পূর্ণ বা ব্যাপক বটে, কিন্তু তাহার গতি-শ্রুতির তাৎপর্য্যে ইহাই স্থিরীকৃত হয় যে, উপাধিযোগে অর্থাৎ দেহের গতিতে আত্মার ভোগ্য দেশ-কালাদি-প্রাপ্তি হইয়া থাকে। যদ্রূপ আকাশ সর্ব্বত্র বিরাজমান থাকিলেও তাহা ঘটাদি উপাধির যোগে নীয়মানের ন্যায় হয়, তদ্রূপ। (ইহার তাৎপর্য্য ১ম অঃ ৫১ সূত্র দেখুন)। ৫৯

আভাস :—ভোক্তার অধিষ্ঠানবশতঃই যে ভোগায়তন অর্থাৎ শরীর-নির্ম্মাণ হয়, তাহাই আবার বিশেষ করিয়া বলিতেছেন :—

অনধিষ্ঠিতস্য পূতিভাবপ্রসঙ্গাত্তৎসিদ্ধিঃ। ৬০

বঙ্গানুবাদ :—ভোক্তার (চেতনের) অধিষ্ঠান (আবেশ) ভিন্ন শুক্রশোণিতে ভোগায়তন (দেহ) জন্মে না। কারণ, বিকৃত হইয়া যায়। (৫ম অঃ ১১৪ সূত্র দেখুন)। ৬০

আভাস :—অধিষ্ঠান বিনা অদৃষ্ট দ্বারা ভোক্তার ভোগায়তন নির্ম্মাণ হউক্‌? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

অদৃষ্টদ্বারা চেদসংবদ্ধস্য তদসম্ভবাজ্জলাদিবদঙ্কুরে। ৬১

বঙ্গানুবাদ :—শুক্রশোণিতে সাক্ষাৎ অদৃষ্টসংযোগের সম্ভাবনা নাই। কাজেই অদৃষ্টাসংবদ্ধ শুক্রশোণিত দেহনির্ম্মাণে অসমর্থ। যদ্রূপ জলসম্বন্ধবিশিষ্ট বীজই কৃষকের ব্যাপারে অঙ্কুরিত হয়, তদ্রূপ অদৃষ্টবিশিষ্ট আত্মসংযোগে শুক্রশোণিতে দেহোৎপত্তি হয়। (৩য় অঃ ১৬ সূত্র দেখুন)। ৬১

আভাস :—বৈশেষিকমতে অদৃষ্টের সম্বন্ধ-ঘটকতা-হেতুক আত্মার কর্ত্তৃত্ব। কিন্তু সাংখ্যমতে অদৃষ্টাদির আত্মধর্ম্মত্ব নাই। সুতরাং সেই অদৃষ্ট দ্বারা আত্মার ভোক্তৃহেতুত্ব সম্ভব হইতে পারে না, তাহাই বলিতেছেন :—

নির্গুণত্বাত্তদসম্ভবাদহঙ্কারধর্ম্মা হ্যেতে। ৬২

বঙ্গানুবাদ :—ভোক্তা স্বভাবতঃ নির্গুণ বা নির্ধর্ম্মক। তদ্ধেতু তাঁহাতে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে অদৃষ্টসদ্ভাব সম্ভবে না। সে সমস্ত (অদৃষ্টাদি) যথার্থতঃ অহঙ্কারনিষ্ঠ অর্থাৎ আহঙ্কারিক ধর্ম্ম, সুতরাং এতন্মতে ভোক্তার অধিষ্ঠান অদৃষ্টদ্বারনিরপেক্ষ, কিন্তু সান্নিধ্যনামক-সংযোগসাপেক্ষ। ৬২

আভাস :—স্বরূপেই আত্মার জীবত্ব, না অন্য কোন প্রকারে? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

বিশিষ্টস্য জীবত্বমন্বয়ব্যতিরেকাৎ। ৬৩

বঙ্গানুবাদ :—অন্বয় ও ব্যতিরেকযুক্তি দ্বারা বুঝা যায় যে, জীব অহঙ্কারযুক্ত। পুরুষই অন্তঃকরণপ্রতিবিম্বিত হওয়ায় জীব নামে কথিত হয়। ৬৩

আভাস :—অহঙ্কারের ও মহত্তত্ত্বের কার্য্যভেদ প্রতিপাদনের ইচ্ছায় প্রথমে অহঙ্কারের কার্য্য দেখাইতেছেন :—

অহঙ্কারকর্ত্রধীনা কার্য্যসিদ্ধির্নেশ্বরাধীনা প্রমাণাভাবাৎ। ৬৪

বঙ্গানুবাদ :—কার্য্য অর্থাৎ সৃষ্টি ও সংহার অহঙ্কারাত্মক কর্ত্তার অধীন। পরমতানুমোদিত ঈশ্বরের অধীন নহে। কারণ, ঈশ্বরের কোন প্রমাণ নাই। ৬৪

আভাস :—অহঙ্কার অন্য সকলের কর্ত্তা, অহঙ্কারের কর্ত্তা কে? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

অদৃষ্টোদ্ভূতিবৎ সমানত্বম্। ৬৫

বঙ্গানুবাদ :—যদ্রূপ পরকীয় মতে কালসহকারে প্রকৃতিক্ষোভক কর্ম্মের (জীবাদৃষ্টের) উদ্ভব বা উদ্রেক অঙ্গীকার করা যায়, তাহার জন্য আর কর্ম্মান্তর কল্পিত হয় না, তদ্রূপ অস্মন্মতেও কালসহকারে কর্ত্তা অহঙ্কারের উদ্রেক হইয়া থাকে। এই স্থানে আমরা উভয়েই তুল্য। ৬৫

আভাস :—মহত্তত্ত্বের কার্য্য দেখাইতেছেন :—

মহতোঽন্যৎ। ৬৬

বঙ্গানুবাদ :—অহঙ্কার হইতে সৃষ্টি, তাহার অন্য অর্থাৎ পালনাদি মহত্তত্ত্ব হইতে সিদ্ধ হয়। শুদ্ধসত্ত্বতাবশতঃ অভিমানাদিরহিত মহান্ পুরুষের স্থিতি বা পালন করার প্রয়োজন পরানুগ্রহ। ইনিই পুরাণোক্ত বিষ্ণু। ৬৬

আভাস :—অবিবেক-নিমিত্তক প্রকৃতি-পুরুষের ভোগ্য-ভোক্তৃ-ভাব ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছেন। এক্ষণে অবিবেক কি নিমিত্ত? এইরূপ প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়া, অনবস্থাদোষ নিবারণের জন্য সর্ব্বসাধারণ-মতে বীজাঙ্কুরবৎ তাহার অনাদিত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন :—

কর্ম্মনিমিত্তঃ প্রকৃতেঃ স্বস্বামিভাবোঽপ্যনাদির্বীজাঙ্কুরবৎ। ৬৭

বঙ্গানুবাদ :—কোন এক সাঙ্খ্যের মতে কর্ম্মের প্রেরণায় প্রকৃতি-পুরুষের ভোগ্য-ভোক্তৃভাব ও তাহা বীজাঙ্কুরবৎ অনাদি। ৬৭

আভাস :—অবিবেক-নিমিত্তক মতেও অনাদিত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন :—

অবিবেকনিমিত্তো বেতি পঞ্চশিখঃ। ৬৮

বঙ্গানুবাদ :—পঞ্চশিখ ঋষি কহেন, প্রকৃতি-পুরুষের ভোগ্য-ভোক্তৃভাব অবিবেকমূলক। এতন্মতেও তাহা অনাদি। অবিবেক প্রলয়সময়েও সংস্কারীভূত হইয়া প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করে। মতান্তরে যে অবিবেক বিবেকপ্রাগভাব আখ্যায় আখ্যাত হইয়াছে, তাহা অসঙ্গত। ৬৮

আভাস :—সনন্দনাচার্য্য নামক কোন সাংখ্যাচার্য্যের মত বলিতেছেন :—

লিঙ্গশরীরনিমিত্তক ইতি সনন্দনাচার্য্যঃ। ৬৯

বঙ্গানুবাদ:—সনন্দন ঋষি কহেন, প্রকৃতি-পুরুষের ভোগ্য-ভোক্তৃভাব লিঙ্গদেহ-নিমিত্তক। কেন না, লিঙ্গদেহ দ্বারাই পুরুষের ভোগাভিমান পর্য্যাপ্ত হয়। এই মতেও লিঙ্গদেহ অনাদি। প্রলয়সময়ে লিঙ্গদেহ না থাকিলেও তাহার সংস্কার অর্থাৎ পূর্ব্বলিঙ্গশরীরজাত অবিবেকের সংস্কার বিদ্যমান থাকে। সুতরাং তন্মতেও বীজাঙ্কুরের দৃষ্টান্ত অব্যাহত। ৬৯

আভাস:—এক্ষণে নিজের বক্তব্য প্রকাশ করিয়া শাস্ত্র-বাক্যের উপসংহার করিতেছেন:—

যদ্‌বা তদ্‌বা তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থস্তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থঃ। ৭০

বঙ্গানুবাদ:—যে কোন প্রকারেই হউক, অর্থাৎ কর্ম্মনিমিত্তই হউক বা অবিবেকাদি-নিমিত্তই হউক, তদুচ্ছিত্তি অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষের ভোগ্য-ভোক্তৃভাবের উচ্ছেদই পুরুষার্থ, অর্থাৎ আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি। কারণ, এই ভোগ্য-ভোক্তৃভাবের উদ্বোধই যত দুঃখের কারণ। সুতরাং তাহার উচ্ছেদ হইলেই পুরুষ স্বরূপে অবস্থান করতঃ মুক্ত নামের বাচ্য হইয়া, সমস্ত দুঃখমুক্ত ও শান্তিমান্ হইতে পারেন। এতদ্ব্যতীত পরম শান্তিলাভের অন্য উপায় নাই। ৭০

সমাপ্তমিদং সাঙ্খ্যপ্রবচন-সূত্রম্।